



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
February 2021

"মিষ্টি বাচ্চারা -- দীনদয়াল বাবা তোমাদের কড়ি থেকে হীরে-তুল্যে পরিণত করতে এসেছেন, তাই তোমরা সদা ঐনার শ্রীমৎ অনুসারে চলো"

*প্রশ্ন:- তোমাদের সর্বপ্রথমে সকলকে কোন্ একটি গুপ্ত রহস্য বোঝানো উচিত ?

*উত্তর:- "বাপদাদা"-র। তোমরা জানো যে, আমরা এখানে বাপদাদার কাছে এসেছি। ঐনারা দুজনেই একত্র। শিবের আত্মাও ঐনার মধ্যে রয়েছে, ব্রহ্মার আত্মাও রয়েছে। একটি আত্মা, অন্যটি পরমাত্মা। তাই সর্বপ্রথমে এই গুপ্ত রহস্য সকলকে বোঝাও যে এই বাপদাদা একত্রিত। ইনি(দাদা) ভগবান নন। মানুষ ভগবান হতে পারে না। ভগবান বলা হয় নিরাকারকে। বাবা হলেন সেই শান্তিধাম নিবাসী।

*গীত:- অবশেষে সেই দিন এসেছে আজ.....

ওম্ শান্তি । বাবা, দাদার মাধ্যমে অর্থাৎ শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা বৃষ্টিয়ে থাকেন, এ'কথা পাকা করে নাও। লৌকিক সম্বন্ধে বাবা আলাদা, দাদা আলাদা হয়। বাবার থেকে দাদার(লৌকিকে দাদু) উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। বলা হয় যে, দাদার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। তিনি হলেন দীনদয়াল। দীনদয়াল তাঁকেই বলা হয় যিনি এসে গরীবকে মাথার মুকুটে পরিনত করেন। সে'জন্য সর্বপ্রথমে পাকাপাকি নিশ্চয় হওয়া উচিত যে ইনি কে ? দেখতে তো সাকার মানুষের মতন, ঐনাকেই সকলে ব্রহ্মা বলে। তোমরা সকলেই হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। তোমরা জানো যে, আমরা শিববাবার কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পাই। যিনি সকলের পিতা তিনি এসেছেন উত্তরাধিকার প্রদান করতে। বাবা সুখের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। পুনরায় আধাকল্প পর রাবণ দুঃখের অভিশাপ দেয়। ভক্তিমার্গে ভগবানকে খুঁজতে গিয়ে ধাক্কা খেতে হয়। কেউই পায় না। ভারতবাসীরাই গায়ন করে -- তুমিই মাতা-পিতা..... পুনরায় বলে যে, তুমি যখন আসবে তখন একমাত্র তুমিই আমাদের হবে, দ্বিতীয় কেউ নয়। আর কারোর সঙ্গে আমরা মমত্ব রাখবো না। আমাদের হলো একমাত্র শিববাবা। তোমরা জানো যে, এই বাবা হলেন দীনদয়াল। গরীবকে ধনবান করেন যিনি, কড়ি থেকে হীরে-তুল্য করেন অর্থাৎ কলিযুগীয় পতিত কাঙ্গাল থেকে সত্যযুগীয় মুকুটধারীতে পরিনত করার জন্য বাবা এসেছেন। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে এখানে আমরা বাপদাদার কাছে এসেছি। ঐনারা দুজনেই একত্রিত। শিবের আত্মাও ঐনার মধ্যে রয়েছে, ব্রহ্মার আত্মাও রয়েছে, দ্বৈত হয়ে গেল, তাই না! একটি আত্মা, অন্যটি পরমাত্মা। তোমরা সকলেই হলে আত্মা। গাওয়াও হয় -- আত্মা পরমাত্মা পৃথক ছিল বহুকাল..... তোমরা হলে মিলিত হওয়া প্রথম স্থানাধিকারী আত্মা অর্থাৎ যে আত্মারা সেই পরমাত্মা পিতার সঙ্গে মিলিত হয়, যার উদ্দেশ্যই আবাহন করে বলা হয় -- ও, গডফাদার! তোমরা হলে ঐনার সন্তান। বাবার কাছ থেকে অবশ্যই উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাবা বলেন, ভারত যা মাথার মুকুট(ঐশ্বর্যশালী) ছিল তা এখন কত কাঙ্গাল হয়ে পড়েছে। বাচ্চারা, আমি এখন পুনরায় এসেছি তোমাদের মাথার মুকুটে পরিনত করতে। তোমরা দ্বিমুকুটধারী হয়ে যাও। একটি মুকুট হয় পবিত্রতার, তা থাকে আলোকমন্ডিত। দ্বিতীয়টি হলো রক্তজড়িত মুকুট। তাই সর্বপ্রথমে এই গুপ্ত রহস্য সকলকে বোঝানো উচিত যে, এই বাপদাদা হলেন একত্রিত। ইনি(ব্রহ্মা) ঈশ্বর নন। মানুষ ঈশ্বর হয় না। ঈশ্বর বলা হয় নিরাকারকে। সেই পিতা হলেন শান্তিধাম নিবাসী। যেখানে তোমরা সকল আত্মারা থাকো, যাকে নির্বাণধাম বা বাণপ্রস্থ বলা হয়, পুনরায় তোমাদের আত্মাদের এখানে শরীর ধারণ করে (নিজ) ভূমিকা পালন করতে হয়। অর্ধেককল্প সুখের পাট, অর্ধেককল্প দুঃখের। যখন দুঃখ সমাপ্ত হয়, বাবা বলেন -- তখন আমি আসি। এই ড্রামা পূর্ব-নির্ধারিত। বাচ্চারা, তোমরা এখানে ভাঙীতে আসো। এখানে বাইরের আর কিছু স্মরণে আসা উচিত নয়। এখানে থাকেই কেবল মাতা-পিতা আর সন্তান। আর এখানে শূদ্র সম্প্রদায় থাকে না। যারা ব্রাহ্মণ নয় তাদের শূদ্র বলা হয়। তাদের সঙ্গে তো এখানে হয়ই না। এখানে হয়ই কেবল ব্রাহ্মণদের সঙ্গে। ব্রাহ্মণ বাচ্চারা জানে যে, শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের নরক থেকে স্বর্গের রাজধানীর মালিক করতে এসেছেন। এখন আমরা মালিক নই কারণ আমরা অপবিত্র। আমরা পবিত্র ছিলাম পুনরায় ৮৪ জন্ম পরিক্রমা করে সতঃ-রজঃ-তমোঃতে এসেছি। সিঁড়িতে ৮৪ জন্মের হিসেব লেখা রয়েছে। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। যেসকল বাচ্চাদের সঙ্গে সর্বপ্রথমে মিলিত হন পুনরায় তাদেরকেই সর্বপ্রথম সত্যযুগে আসতে হবে। তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছ। রচয়িতা এবং রচনার সমগ্র জ্ঞান অদ্বিতীয় পিতার কাছেই রয়েছে। তিনিই মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। অবশ্যই বীজের মধ্যেই জ্ঞান নিহিত থাকবে যে এই বৃক্ষের উৎপত্তি, লালন-পালন, বিনাশ কিভাবে হবে ? এ তো বাবা-ই বোঝান। তোমরা এখন জানো যে, আমরা ভারতবাসীরাই হলাম দরিদ্র। যখন দেবী-দেবতা ছিলাম তখন কত ধনবান ছিলে। হীরে দিয়ে খেলা-ধূলা করতে(ঐশ্বর্যশালী ছিলে)। হীরের অটালিকায় বসবাস করতে। এখন বাবা স্মরণ করান যে, তোমরা

কিভাবে ৮৪ জন্ম নাও। আবাহনও করে -- হে পতিত-পাবন, দীনদয়াল বাবা এসো। কাঙ্গাল হয়ে যাওয়া আমাদের পুনরায় স্বর্গের মালিক করে দাও। স্বর্গে গভীর সুখে ছিলাম, এখন গভীর দুঃখে রয়েছি। বাচ্চারা জানে যে, এইসময় সকলেই সম্পূর্ণরূপে অপবিত্র হয়ে গেছে। এখন কলিযুগের শেষ, পুনরায় সত্যযুগও চাই। প্রথমে ভারতে এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, এখন তা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। আর সকলে নিজেদের হিন্দু বলে। এইসময় খ্রিস্টান অনেক হয়ে গেছে কারণ হিন্দুধর্মাবলম্বীরা অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে গেছে। আসলে তোমাদের অর্থাৎ দেবী-দেবতাদের কর্ম শ্রেষ্ঠ ছিল। তোমরা পবিত্র প্রবৃত্তিমার্গের ছিলে। এখন রাবণ-রাজ্যে পতিত প্রবৃত্তিমার্গের হয়ে গেছে, তাই তোমরা দুঃখী। সত্যযুগকে বলা হয় শিবালয়। শিববাবার দ্বারা স্থাপিত স্বর্গ। বাচ্চারা, বাবা বলেন -- আমি এসে তোমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ করে তোমাদের সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় রাজধানীর উত্তরাধিকার প্রদান করি। এঁনারা হলেন বাপদাদা, এঁাদের ভুলে যেও না। শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের স্বর্গের যোগ্য করে তুলছেন কারণ অপবিত্র আত্মা তো মুক্তিধামে যেতে পারে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত পবিত্র হয়। এখন বাবা বলেন -- আমি এসে তোমাদের পবিত্র হওয়ার পথ বলে দিই। আমি তোমাদের পদমপতি, স্বর্গের মালিক করে গিয়েছিলাম, অবশ্যই তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে যে আমরাই স্বর্গের মালিক ছিলাম। সেইসময় আমরা অতি অল্পসংখ্যক ছিলাম। এখন তো কত অসংখ্য মানুষ। সত্যযুগে হয় ৯ লক্ষ, তবেই বাবা বলেন -- আমি এসে ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা, শঙ্করের দ্বারা বিনাশ ঘটাই। কল্প-পূর্বের মতনই তৈরী সকলেই করছে। কত বোমা তৈরী করে। ৫ হাজার বছর পূর্বেও এই মহাভারত লড়াই হয়েছিল। ঈশ্বর এসে রাজযোগ শিখিয়ে মানুষকে নর থেকে নারায়ণে পরিনত করেছিলেন। তাহলে অবশ্যই কলিযুগীয় পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হওয়া উচিত। সমগ্র দুনিয়ার কাঁটার জঙ্গলে(ভৈরব) আগুন লাগবে। তা নাহলে বিনাশ কিভাবে হবে? আজকাল বোমার ভিতর আগুনও ভরা থাকে। মুসলধারে বৃষ্টিপাত, ভূমিকম্পাদি সবকিছুই সংঘটিত হবে তবেই তো বিনাশ হবে। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ, নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়। এ হলো সপ্তমযুগ। রাবণ-রাজ্য মৃত(মুর্দাবাদ) হয়ে রাম-রাজ্য জীবিত(জিন্দাবাদ) হয়। নতুন দুনিয়ায় কৃষ্ণের রাজত্ব ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের পরিবর্তে কৃষ্ণের নাম করে কারণ হলো সুন্দর, সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাচ্চা। মানুষের তো জানা নেই, তাই না! কৃষ্ণ ছিল আলাদা রাজধানীর, রাধা আলাদা রাজধানীর। ভারত মুকুটধারী ছিল। এখন কাঙ্গাল, বাবা পুনরায় মুকুটধারী বানিয়ে দেন। এখন বাবা বলেন -- পবিত্র হও আর মামেকম্ স্মরণ করো তবেই তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। পুনরায় যারা সার্ভিস করে নিজ-সম তৈরী করবে তারা উচ্চপদ লাভ করবে, দ্বিমুকুটধারী হবে। সত্যযুগে রাজা-রানী এবং প্রজা সকলেই পবিত্র থাকে। এখন তো হলোই প্রজার রাজ্য। দুটি মুকুটই থাকে না। বাবা বলেন, যখন এরকম অবস্থা হয় তখনই আমি আসি। বাচ্চারা, আমি এখন তোমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছি। আমিই পতিত-পাবন। এখন তোমরা আমায় স্মরণ করো তবেই আত্মার খাদ নিষ্কাশিত হয়ে যাবে। পুনরায় সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এখন শ্যাম থেকে সুন্দর হতে হবে। সোনা খাদ পড়লে তা কালো হয়ে যায় তাই এখন খাদ নিষ্কাশিত করতে হবে। অসীম জগতের বাবা বলেন -- তোমরা কাম-চিতায় বসে কালো হয়ে গেছো, এখন জ্ঞান-চিতায় বসো আর সকলের সঙ্গে মমত্ব মিটিয়ে ফেলো। তোমরা হলে প্রিয়তমা একমাত্র প্রিয়তমের অর্থাৎ আমার। ভক্তরা সকলেই ভগবানকে স্মরণ করে। সত্যযুগ-ত্রৈতায় ভক্তি করা হয় না। ওখানে হলো জ্ঞানের প্রালম্ব (ফলভোগ)। বাবা এসে জ্ঞানের দ্বারা রাতকে দিনে পরিনত করেন। এমন নয় যে, শাস্ত্র পাঠ করলে দিন হয়ে যাবে। ওটা হলো ভক্তির সামগ্রী। জ্ঞানসাগর, পতিত-পাবন হলেন একমাত্র বাবা। তিনি এসে বাচ্চাদেরকে সৃষ্টির জ্ঞান বোঝান এবং যোগ শেখান। ঈশ্বরের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনকারী যোগ-যোগেশ্বর এবং পরে হয়ে যায় রাজ-রাজেশ্বর, রাজ-রাজেশ্বরী। তোমরা ঈশ্বরের দ্বারা রাজার-রাজা হয়ে যাও। যারা পবিত্র রাজা ছিল তারাই পরে পতিত হয়ে যায়। নিজেই পূজ্য পুনরায় নিজেই পূজারী হয়ে যায়। এখন যতখানি সম্ভব স্মরণের যাত্রায় থাকতে হবে। যেমনভাবে প্রিয়তমা তার প্রিয়তমকে করে, তাই না! যেমনভাবে কন্যার বাগদান-পর্ব(পাকা কথা) সমাপ্ত হলে পরে একে অপরকে স্মরণ করতে থাকে। এখন এই যে প্রিয়তম, ভক্তিমার্গে তো ওঁনার অনেক প্রিয়তমা রয়েছে। দুঃখে সকলেই বাবাকে স্মরণ করে -- হে ঈশ্বর দুঃখ হরণ করো, সুখ প্রদান করো। এখানে তো না শান্তি রয়েছে, না সুখ আছে। সত্যযুগে দুই-ই রয়েছে। এখন তোমরা জেনেছো যে, আত্মারা কিভাবে ৮৪ জন্মে (নিজ) ভূমিকা পালন করে। ব্রাহ্মণ, দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়। ৮৪-র সিঁড়ি বুদ্ধিতে রয়েছে, তাই না! এখন যতখানি সম্ভব হতে পারে ততখানি বাবাকে স্মরণ করতে হবে তবেই পাপ খন্ডিত হবে। কর্ম করতে-করতেও বাবার স্মরণ যেন থাকে। বাবার দ্বারা আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের দ্বারাই পাপ খন্ডিত হয়ে যাবে। যত স্মরণ করবে ততই পবিত্রতার আলোয় আলোকময় হতে থাকবে। খাদ নিষ্কাশিত হয়ে যাবে। যতখানি সম্ভব বাচ্চাদের সময় বের করে স্মরণের উপায়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সকাল-সকাল সময় ভালোই পাওয়া যায়। এই পুরুষার্থ করতে হবে। অবশ্যই গৃহস্থ-জীবনে থাকো, বাচ্চাদের লালন-পালনাদিও করো কিন্তু এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হও। কাম-চিতায় চড়ে না। এখন তোমরা জ্ঞান-চিতায় বসে রয়েছে। এই পাঠ অতি উচ্চমার্গের, এরজন্য স্বর্ণ-পাত্র চাই। তোমরা বাবাকে স্মরণ করে সোনার পাত্রে পরিণত হও। স্মরণ ভুললে পুনরায় লোহার পাত্রে পরিণত হয়ে যাও। বাবাকে স্মরণ করলে স্বর্গের মালিক হবে। এ তো অতি সহজ। এখানে

পবিত্রতাই হল মুখ্য । স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হবে এবং সৃষ্টি-চক্রকে স্মরণ করলে স্বর্গের মালিক হবে। তোমাদের ঘর-পরিবার ত্যাগ করতে হবে না। গৃহস্থ-জীবনেই থাকতে হবে। বাবা বলেন, ৬৩ জন্ম তোমরা পতিত দুনিয়ায় থেকেছো। এখন শিবালয় অমরলোকে যাওয়ার জন্য তোমরা যদি এই এক জন্ম পবিত্র থাকো তাতে কি হয়েছে ? অনেক রোজগার হয়ে যাবে। ৫ বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে তবেই জগতজীৎ হতে পারবে। তা নাহলে পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা বলেন, মৃত্যুবরণ তো সকলকেই করতে হবে। এ হলো অন্তিম জন্ম পুনরায় তোমরা গিয়ে নতুন দুনিয়ায় রাজ্য করবে। হীরে-জহরতের খনি পরিপূর্ণ হয়ে থাকবে। ওখানে তোমরা হীরে-জহরতের দ্বারা খেলা-ধূলো করতে থাকবে। তাহলে এমন বাবার হয়ে ওঁনার মতানুসারেও চলা উচিত, তাই না! শ্রীমতের দ্বারাই তোমরা শ্রেষ্ঠ হবে। রাবণের মতানুসারে তোমরা ভ্রষ্টাচারী হয়েছো। এখন বাবার শ্রীমতানুসারে চলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে আর কোনো কষ্ট বাবা দেন না। ভক্তিমাৰ্গে তো তোমরা অনেক ধাক্কা খেয়েছো। এখন শুধু বাবাকে স্মরণ করো আর সৃষ্টি-চক্রকে স্মরণ করো। স্বদর্শন-চক্রধারী হও তবেই ২১ জন্মের জন্য তোমরা চক্রবর্তী রাজা হয়ে যাবে। অনেকবার তোমরা রাজ্য প্রাপ্ত করেছো এবং হারিয়েছো। অর্ধেককল্প হলো সুখ আর অর্ধেককল্প হলো দুঃখ। বাবা বলেন -- আমি প্রতি কল্পের সঙ্গমে আসি। তোমাদের সুখধামের মালিক করে দিই। এখন তোমাদের স্মৃতি এসেছে যে আমরা কিভাবে পরিক্রমা করি। এই চক্র বুদ্ধিতে রাখতে হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তোমরা এখানে অসীম জগতের বাবার সম্মুখে বসে রয়েছো। সর্বোচ্চ ঈশ্বর প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের উত্তরাধিকার প্রদান করছেন। তাহলে এখন বিনাশের পূর্বে বাবাকে স্মরণ করো, পবিত্র হও। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) নিরন্তর বাবার স্মরণে থাকার জন্য বুদ্ধিকে স্বর্ণ-পাত্রে পরিণত করতে হবে। কর্ম করতে-করতেও বাবাকে স্মরণ করতে হবে। স্মরণের দ্বারাই পবিত্রতার লাইট আসতে থাকবে।

২) মুরলী কখনও মিস করা উচিত নয়। ড্রামার রহস্যকে সঠিকভাবে বুঝতে হবে। ভাঙীতে যেন বাইরের কিছু স্মরণে না আসে।

বরদান:- নিজের প্রতি বাপদাদাকেও সমর্পিত করা ত্যাগ-মূর্তি, নিশ্চয়বুদ্ধি ভব
"বাবাকে পেয়েছি তো সবকিছু পেয়ে গেছি" -- এই মত্ততা বা নেশায় সর্বকিছুর পরিত্যাগকারী জ্ঞান-স্বরূপ, নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চারা বাবার দ্বারা যখন খুশী, শান্তি, শক্তি বা সুখের অনুভূতি করে তখন লোকলজ্জার পরোয়া না করে সর্বদা গতিক্রম বৃদ্ধি করতে থাকে। দুনিয়ার সবকিছু তাদের কাছে তুচ্ছ, অসার বলে অনুভূত হয়। এমন ত্যাগ-মূর্তি, নিশ্চয়বুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চাদের প্রতি বাপদাদা স্বয়ং সর্ব সম্পত্তি সহ সমর্পিত হয়ে যান। যেমনভাবে বাচ্চারা সঞ্চল্ল করে যে -- বাবা আমরা তোমার, তখন বাবাও বলেন যে -- যা বাবার সেটাই তোমাদের।

স্লোগান:- সহজযোগী সে-ই, যে নিজের প্রতিটি সঞ্চল্ল বা কর্মের দ্বারা বাবার স্নেহের প্রকম্পন (ভাইব্রেশন) ছড়িয়ে দেয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - ঈশ্বর (খুদা) হলেন তোমাদের বন্ধু, আর রাবণ হলো শত্রু, তাই তোমরা ঈশ্বরকে (খুদা) ভালোবাসো, আর রাবণকে জ্বালিয়ে দাও"

*প্রশ্ন:- কোন্ বাচ্চারা শীঘ্রই অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে ?

*উত্তর:- যে বাচ্চারা স্মরণে থেকে নিজেও পবিত্র হয়, আর অন্যদেরও নিজের সমান তৈরী করে। তারা অনেকেরই আশীর্বাদ প্রাপ্ত করে, তারা অনেক উচ্চ পদ প্রাপ্ত করে। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্য একই শ্রীমৎ প্রদান করেন -- বাচ্চারা, কোনো দেহধারীকেই স্মরণ না করে একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো।

*গীত:- অবশেষে আজ সেই দিন এলো...

ওম্ শান্তি। ওম্ শান্তির অর্থ তো আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেছেন। ওম্ এর অর্থ - আমি আত্মা, আর এই হলো আমার শরীর। আত্মাকে তো দেখা যায় না। আত্মার মধ্যেই ভালো বা মন্দ সংস্কার থাকে। আত্মার মধ্যেই মন এবং বুদ্ধি আছে। শরীরে কোনো বুদ্ধি নেই। মূখ্য হলো আত্মা। শরীর তো আমার। আত্মাকে কেউই দেখতে পায় না। শরীরকে আত্মা দেখে। আত্মাকে শরীর দেখতে পায় না। আত্মা নির্গত হয়ে গেলে শরীর জড় হয়ে যায়। আত্মাকে দেখা যায় না। শরীরকে দেখা যায়। তেমনিই আত্মার যে বাবা, যাঁকে গড ফাদার বলা হয়, তাঁকেও দেখা যায় না, তাঁকে বোঝা যায় বা জানা যায়। আমরা আত্মারা হলাম সব ভাই - ভাই। শরীরে এলে তখন বলা হবে, এ ভাই - ভাই, এ ভাই - বোন। আত্মারা তো সকলেই ভাই - ভাই। আত্মাদের বাবা হলেন - পরমপিতা পরমাত্মা। শরীরের যারা ভাই - বোন, তারা একে অপরকে দেখতে পারে। আত্মাদের বাবা হলেন একজন, তাঁকে দেখা যায় না। বাবা তাই এখন এসেছেন পুরানো দুনিয়াকে নতুন বানাতে। নতুন দুনিয়া ছিলো সত্যযুগ। এখন পুরানো দুনিয়া হলো কলিযুগ, একেই এখন পরিবর্তন করতে হবে। পুরানো দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাওয়া উচিত, তাই না। পুরানো ঘর যেমন ভেঙ্গে ফেলে নতুন ঘর তৈরী করা হয়, তেমনি এই পুরানো দুনিয়াও এখন শেষ হয়ে যেতে হবে। সত্যযুগের পরে আবার ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ, তারপর অবশ্যই আবার সত্যযুগ আসবে। এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি রিপোর্ট হতে হবে সত্যযুগে দেবী - দেবতার রাজ্য থাকে। সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী, তাকে বলা হয় লক্ষ্মী - নারায়ণের সম্রাজ্য, রাম - সীতার সাম্রাজ্য। এ তো সহজ, তাই না। এরপর দ্বাপর আর কলিযুগে অন্য অনেক ধর্ম আসে। এরপর দেবতারা, যাঁরা পবিত্র ছিলেন, তাঁরা অপবিত্র হয়ে যান, একে বলা হয় রাবণ রাজ্য রাবণকে বছর বছর জ্বালিয়ে এসেছে, তবুও মরে না, তখন আবার জ্বালাতে থাকে। এই হলো সকলের বড় শত্রু, তাই তাকে জ্বালানোর উৎসব শুরু হয়েছে। ভারতের এক নম্বর শত্রু কে? আর এক নম্বর বন্ধু, সদা খুশী প্রদানকারী ঈশ্বর। খুদা বা ঈশ্বরকে তো বন্ধু বলা হয় (খুদা দোস্ত), তাই না। এর উপর একটি কাহিনীও আছে। তাই খুদা বা ঈশ্বর হলেন বন্ধু আর রাবণ হলো শত্রু। ঈশ্বর, যিনি বন্ধু, তাঁকে কখনোই জ্বালানো হবে না। রাবণ হলো শত্রু, তাই দশ মাথার রাবণ তৈরী করে তাকে বছর বছর জ্বালানো হয়। গান্ধীজীও বলতেন, আমাদের রামরাজ্য চাই। রামরাজ্যে সুখ আছে, আর রাবণ রাজ্যে দুঃখ আছে। এই কথা এখন কে বসে বোঝান? পতিত পাবন বাবা। শিব বাবা, আর ব্রহ্মা হলেন দাদা। বাবা সর্বদা সঠিকই বলেন, বাপদাদা। প্রজাপিতা ব্রহ্মাও তো সকলের হয়ে গেলো। ব্রহ্মাকে এডমও বলা হয়। তাঁকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। মনুষ্য সৃষ্টির কারণে প্রজাপিতা হয়েছেন। প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করা হয়, তারপর ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হয়। দেবতারা আবার ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয়। এনাকে বলা হয় প্রজাপিতা ব্রহ্মা, মনুষ্য সৃষ্টির পূর্বপুরুষ। প্রজাপিতা ব্রহ্মার কতো সন্তান। তারা বাবা - বাবা বলতে থাকে। ইনি হলেন সাকার বাবা। শিববাবা হলেন নিরাকার বাবা। এমন গায়নও আছে যে - প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন মনুষ্য সৃষ্টি রচনা করা হয় এখন তোমাদের এই শরীর রূপী খোলস হলো পুরানো। এ হলো পতিত দুনিয়া, রাবণ রাজ্য। এখন এই রাবণের আসুরী দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। এর জন্যই এই মহাভারতের লড়াই। এরপর সত্যযুগে এই শত্রু রাবণকে কেউ জ্বালাবেই না। রাবণ সেখানে থাকবেই না। রাবণই এই দুঃখের দুনিয়া তৈরী করেছে। এমন নয় যে, যাদের কাছে অনেক অর্থ আছে, বড় বড় মহল আছে, তারাই স্বর্গে আছে।

বাবা বোঝান, কারোর কাছে যদি কোটি টাকাও থাকে, তবুও তা তো মাটিতেই মিশে যাবে। নতুন দুনিয়াতে আবার নতুন খনি বের হয়, যার থেকে নতুন দুনিয়ার মহল ইত্যাদি সমস্ত কিছু বানানো হয়। এই পুরানো দুনিয়া এখন শেষ হয়ে যাবে। মানুষ সঙ্গতির জন্য ভক্তি করে, আমাকে পবিত্র করে দাও, আমি বিকারী হয়ে গেছি। বিকারীকে পতিত বলা হয়।

সত্যযুগে হলো বিকার রহিত, সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া । ওখানে যোগবলের দ্বারা সন্তানের জন্ম হয়, ওখানে বিকার থাকেই না । না দেহ - বোধ, আর না কাম - ক্রোধ । ওখানে পাঁচ বিকার থাকেই না, তাই ওখানে রাবণকে জ্বালায় না । এখানে তো রাবণ রাজ্য আছে । বাবা এখন বলছেন, তোমরা পবিত্র হও । এই পতিত দুনিয়া এখন শেষ হতে হবে, যারা বাবার শ্রীমতে পবিত্র থাকে, তারাই বাবার মতে চলে বিশ্বের বাদশাহীর উত্তরাধিকার পায় । সত্যযুগে এই লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিলো, তাই না । এখন তো রাবণ রাজ্য, যা শেষ হতে হবে । সত্যযুগী রামরাজ্য স্থাপন হতে হবে । সত্যযুগে অনেক অল্প মানুষ থাকে । দিল্লীই রাজধানী থাকে, যেখানে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব হয় । সত্যযুগে দিল্লী পরীস্থান ছিলো । দিল্লীতেই সিংহাসন ছিলো । রাবণ রাজ্যেও দিল্লীই রাজধানী, আবার রামরাজ্যেও দিল্লীই রাজধানী থাকে । রামরাজ্যে কিন্তু হীরে - জহরতের মহল ছিলো । সেখানে অগাধ সুখ ছিলো । বাবা এখন বলেন, তোমরা বিশ্বের রাজত্ব হারিয়ে ফেলেছো, আমি আবার তোমাদের ফিরিয়ে দিই । তোমরা আমার মতে চলো । শ্রেষ্ঠ হতে হলে কেবল আমাকে স্মরণ করো, আর কোনো দেহধারীকে স্মরণ ক'রো না । তোমরা নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে স্মরণ করো তাহলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । তোমরা আমার কাছে চলে আসবে । আমার গলার মালা হয়ে তারপর বিষ্ণুর মালা হয়ে যাবে । মালাতে উপরে আমি থাকি, তারপর দুই হলো ব্রহ্মা আর সরস্বতী । তাঁরাই সত্যযুগের মহারাজা - মহারানী হয় । তাঁদেরই আবার সম্পূর্ণ মালা, যারা নম্বর অনুযায়ী সিংহাসনে বসে । আমরা এই ভারতকে এই ব্রহ্মা - সরস্বতী আর ব্রাহ্মণদের দ্বারা স্বর্গ বানাই । যারা পরিশ্রম করে, পরে তাঁদেরই স্মরণ হয়ে থাকে । এ হলো রুদ্র মালা, আর ও হলো বিষ্ণু মালা । রুদ্র মালা হলো আত্মাদের, আর বিষ্ণু মালা হলো মনুষ্যদের । আত্মাদের থাকার জায়গা হলো ওই নিরাকারী পরমধাম, যাকে ব্রহ্মাও বলা হয় । আত্মা কোনো অণুর মতো নয়, আত্মা হলো বিন্দুর মতো । আমরা সকল আত্মারা ওখানে ওই সুইট হোমে থাকবো । বাবার সঙ্গে আমরা আত্মারা ওখানেই থাকি । সে হলো মুক্তিধাম । সমস্ত মানুষই চায়, আমরা মুক্তিধামে যাই, কিন্তু একজনও ফিরে যেতে পারে না । সকলকেই এই অভিনয়ে আসতেই হবে, ততক্ষণ বাবা তোমাদের তৈরী করতে থাকেন । তোমরা যখন তৈরী হয়ে যাবে, তখন আর যতো আত্মারা আছে, তারা সব এসে যাবে । তারপর সব মুক্ত । তোমরা গিয়ে নতুন দুনিয়াতে রাজত্ব করবে, তারপর নম্বরের ক্রমানুযায়ী চক্র চলতে থাকবে । গীতাতে তো শুনেছো - অবশেষে সেই দিন এলো আজ.... । তোমরা জানো, যে ভারতবাসী এখন নরকবাসী, তারা আবার স্বর্গবাসী হবে । বাকি সমস্ত আত্মারা শান্তিধামে চলে যাবে । তোমাদের খুব সামান্যই বোঝাতে হয়। অল্ক হলো বাবা, আর বে হলো বাদশাহী । বাবা বাদশাহী পায় । বাবা এখন বলছেন -- আমি ওই রাজ্যই আবার স্থাপন করছি । তোমরা এখন ৮৪ জন্ম ভোগ করে পতিত হয়ে গেছো । রাবণ তোমাদের পতিত করেছে । এখন পবিত্র কে করেন ? ভগবান করেন, যাঁকে পতিত - পাবন বলা হয়, তোমরা কিভাবে পতিত থেকে পবিত্র, আবার পবিত্র থেকে পতিত হও, এই সম্পূর্ণ হিস্টি - জিওগ্রাফি আবার রিপিট হবে । এই বিনাশ এর জন্যই । বলা হয়, শাস্ত্রে ব্রহ্মার আয়ু ১০০ বছর বলা হয়েছে । এই যে ব্রহ্মা, বাবা যাঁর মধ্যে বসে উত্তরাধিকার দান করেন, এর শরীরও শেষ হয়ে যাবে । আত্মাদের বাবা যিনি, তিনি বসে আত্মাদের বোঝান । মানুষ, মানুষকে পবিত্র করতে পারে না । দেবতাদের জন্ম কখনোই বিকারের দ্বারা হয় না । পুনর্জন্ম তো সবাই নিয়ে এসেছে, তাই না । বাবা কতো ভালোভাবে বোঝান যে, কিভাবে ভাগ্য জাগ্রত হয়ে যায় । বাবা আসেনই মনুষ্য মাত্রের ভাগ্য জাগাতে । সকলেই তো পতিত আর দুঃখী, তাই না । গ্রাহি - গ্রাহি করে বিনাশ হয়ে যাবে, বাবা তাই বলেন, গ্রাহি - গ্রাহি করার পূর্বে আমি অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করো । এ যা কিছুই দুনিয়াতে দেখছো, এ সবই শেষ হয়ে যাবে । ভারতের উত্থান এবং ভারতের পতন - এরই খেলা । পৃথিবীর উত্থান । স্বর্গে কে কে রাজ্য করেন, একথা বাবা বসেই বোঝান । ভারতের উত্থান, দেবতাদের রাজ্য, ভারতের পতন, রাবণ রাজ্য । এখন নতুন দুনিয়া তৈরী হচ্ছে । তোমরা বাবার কাছ থেকে নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য পড়ছো । এ কতো সহজ । এ হলো মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পড়া । এও খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে । কোন - কোন ধর্ম কখন আসে, দ্বাপরের পরেই অন্য সব ধর্ম আসে । প্রথমে সুখ ভোগ করে, তারপর দুঃখ । এই সম্পূর্ণ চক্র বুদ্ধিতে বসাতে হয় । যাতে তোমরা চক্রবর্তী মহারাজা - মহারানী হও । কেবল অল্ক (বাবা) আর বে (বাদশাহী) কে বুঝতে হবে । এখন বিনাশ তো হতেই হবে । এতো হাস্যময় হয়ে যাবে যে, বিলেত থেকে কেউ আসতেও পারবে না, তাই বাবা বোঝান যে - ভারত ভূমি হলো সবথেকে উত্তম । জোরদার লড়াই লেগে যাবে, তখন ওখানেই থেকে যাবে । ৫০ - ৬০ লাখ টাকা দিলেও ফেরা খুব মুশকিল হবে । ভারত ভূমি সবথেকে উত্তম, বাবা যেখানে এসে অবতারণা নেন । শিব জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয় । কেবলমাত্র কৃষ্ণের নাম দেওয়াতে সম্পূর্ণ মহিমাই শেষ হয়ে গেছে । সর্ব মানুষের উদ্ধারকর্তা এখানে এসেই অবতারণা নেন । শিব জয়ন্তীও এখানেই পালন করা হয় । গড ফাদার এসেই সকলকে উদ্ধার করেন । তাই এমন বাবাকেই নমন করা উচিত, তাঁর জয়ন্তীই পালন করা উচিত । ওই বাবাই এখানে এই ভারতে এসে সবাইকে পবিত্র বানান । তাহলে এ হলো সবথেকে বড় তীর্থ । তিনি সবাইকে দুর্গতি থেকে মুক্ত করে সদগতি প্রদান করেন, এই ড্রামা তৈরীই আছে । এখন তোমরা আত্মারা জানো, আমাদের বাবা আমাদের এই শরীরের দ্বারা এই রহস্য বোঝাচ্ছেন, আমরা আত্মারা এই শরীরের দ্বারাই শুনি । তোমাদের আত্মা -

অভিমানী হতে হবে । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলে জং দূর হতে থাকবে, আর পবিত্র হয়ে তোমরা বাবার কাছে চলে আসবে । তোমরা যতো স্মরণ করবে, ততই পবিত্র হবে । অন্যদেরও যদি নিজের সমান বানাতে পারো তাহলে অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করবে । তোমরা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবে, তাই গায়ন আছে যে, সেকেণ্ডে জীবনমুক্তি । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) শ্রীমতে থেকে পবিত্র হয়ে, প্রতি পদে বাবার মতে চলে বিশ্বের বাদশাহী নিতে হবে । বাবার সমান দুঃখহতা, সুখকতা হতে হবে ।

২) মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার এই পড়া সदा পড়তে হবে । সকলকে নিজের সমান বানানোর সেবা করে আশীর্বাদ প্রাপ্ত করতে হবে ।

বরদান:- অধিকারী ভাবের স্মৃতির দ্বারা বাবাকে নিজের সাথী বানিয়ে সदा বিজয়ী ভব
বাবাকে সাথী বানানোর সহজ উপায় - অধিকারী ভাবের স্থিতি । যখন অধিকারী ভাবের স্থিতিতে স্থিত থাকো, তখন ব্যর্থ সংকল্প বা অশুদ্ধ সংকল্পের দোলাচলে বা অনেক রসে বুদ্ধি টলমল করে না । বুদ্ধির একাগ্রতার দ্বারা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার, যাচাই করার এবং নির্ণয় করার শক্তি এসে যায়, যা সহজেই মায়ার অনেক প্রকার আঘাত থেকে বিজয়ী বানিয়ে দেয় ।

স্লোগান:- সে-ই রাজযোগী, যে সেকেণ্ডে সার থেকে বিস্তারে আর বিস্তার থেকে সারে যাওয়ার অভ্যাসী ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - সবাইকে বার্তা শোনাও যে বাবার নির্দেশ হলো - যদি এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে পবিত্র হও, তবে সত্যযুগের উত্তরাধিকার পেয়ে যাবে”

*প্রশ্নঃ - কোন্ সস্তা লেনদেনের কথা সবাইকে বলতে হবে ?

*উত্তরঃ - যদি এই অন্তিম জন্মে বাবার নির্দেশ অনুসারে চলে পবিত্র হও, তবে ২১ জন্মের জন্য বিশ্বের রাজস্ব পেয়ে যাবে। এটা খুবই সস্তা লেনদেন। তোমরা সবাইকে এই ব্যবসাটা শিখিয়ে দাও। বলো - এখন শিববাবাকে স্মরণ করে পবিত্র হলে, পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী সন্তানরা জানে যে আত্মিক পিতা উপদেশ দিচ্ছেন - প্রদর্শনী বা মেলায় শো দেখিয়ে মানুষকে বোঝাও যে, এখন বাবার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার নিতে হবে। কিসের উত্তরাধিকার ? মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। বোঝাতে হবে যে কীভাবে অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে অর্ধেক কল্পের জন্য স্বর্গের রাজস্ব নেওয়া যায়। বাবা তো একজন ব্যবসায়ী, তাঁর সঙ্গে ব্যবসা করতে হবে। মানুষ জানে যে দেবী দেবতারা পবিত্রই থাকে। ভারতে যখন সত্যযুগ ছিল, তখন দেবী-দেবতারা পবিত্র ছিল। স্বর্গপ্রাপ্তির জন্য নিশ্চয়ই তারা কোনো উপার্জন করেছিল। এই প্রাপ্তি তো কেবল স্বর্গের স্থাপক বাবা ছাড়া অন্য কেউ করাতে পারবে না। পতিত-পাবন বাবা-ই পতিতদেরকে পবিত্র বানিয়ে পবিত্র দুনিয়ার রাজস্ব দান করেন। কতো সস্তায় লেনদেন করেন। কেবল বলছেন - এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। যতক্ষণ আমি এখানে আছি, তোমরা পবিত্র হয়ে যাও। আমি পবিত্র বানানোর জন্যই এসেছি। এই অন্তিম জন্মে তোমরা পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ করলে পবিত্র দুনিয়ার উত্তরাধিকার পেয়ে যাবে। খুব সস্তায় লেনদেন। তাই বাবার মনে খেয়াল এসেছে যে বাচ্চাদেরকে এইভাবে বোঝাতে হবে যে, বাবা পবিত্র হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। এটাই হলো পবিত্র হওয়ার পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। দেবতারাই হলেন সর্বোত্তম। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজস্ব ছিল। তোমরা সমগ্র দৈব দুনিয়ার রাজস্ব বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেতে পারো। বাবার শ্রীমং অনুসারে এই অন্তিম জন্মে পবিত্র থাকার জন্য যোগবলের দ্বারা নিজেকে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান করার উপায়ও বলে দেন। নিজের কল্যাণের জন্য বাচ্চাদেরকে অবশ্যই খরচ করতে হবে। খরচা না করলে তো রাজধানী স্থাপন হবে না। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। বাচ্চাদেরকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। মন, বাণী কিংবা কর্মের দ্বারা কোনো উল্টোপাল্টা কাজ করা যাবে না। দেবতাদের মধ্যে কোনো খারাপ চিন্তা ভাবনা আসবে না, মুখ থেকে এইরকম কথাবার্তা বেরোবে না। ওরা সকলেই সর্বগুণে সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকার, মর্যাদা পুরুষোত্তম...। অতীতে যারা ছিল, তাদেরই গুণগান করা হয়। বাচ্চারা, এখন তোমাদেরকেও দেবী-দেবতা বানাতে এসেছি। তাই মন, বাণী কিংবা কর্মের দ্বারা কোনো খারাপ কাজ করো না। দেবতারা সম্পূর্ণ নির্বিকার ছিলেন। এই গুণ তোমরা এই সময়েই ধারণ করতে পারো কারণ এই মৃত্যুপুরীতে এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। পতিত দুনিয়াকে মৃত্যুপুরী আর পবিত্র দুনিয়াকে অমরপুরী বলা হয়। মৃত্যুপুরীর বিনাশ এখন অতি নিকটে। তাহলে অবশ্যই অমরপুরী স্থাপন হচ্ছে। এটাই সেই মহাভারতের প্রবল যুদ্ধ, যেটা শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে, যার দ্বারা পুরাতন বিকারগ্রস্ত দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যায়। কিন্তু কারোর মধ্যেই এই জ্ঞান নেই। বাবা বলছেন, সকলেই অজ্ঞান নিদ্রায় নিমগ্ন। ৫ বিকারের নেশায় আচ্ছন্ন। বাবা এখন উপদেশ দিচ্ছেন - পবিত্র হও। মাস্টার গড তো হতেই হবে, তাই না ? লক্ষ্মী-নারায়ণকে গড-গডেজ বলা হয়। নিশ্চয়ই ভগবানের (গড) কাছ থেকে এই উত্তরাধিকার পেয়েছিল। এখন ভারত পতিত হয়ে গেছে, সকলে মন, বাণী এবং কর্মের দ্বারা এইরকম কাজই করে। কোনো কথা আগে মনের মধ্যে আসবে, তারপর মুখ দিয়ে বেরোবে। কর্ম করা হলে বিকর্ম তৈরি হয়ে যায়। বাবা বলছেন, ওখানে কোনো বিকর্ম হয় না। এখানে বিকর্ম হয় কারণ এটা হলো রাবণের রাজস্ব। বাবা বলছেন, আর যতটা আয়ু আছে, ততদিন পবিত্র থাকো। পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করার পর আমার সঙ্গে বুদ্ধি যুক্ত করতে হবে যার দ্বারা তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের পাপ নাশ হয়ে যায়। তাহলেই তোমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। বাবা অফার করছেন। বোঝাচ্ছেন যে এনার মাধ্যমে বাবা এইরকম উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। তিনি হলেন শিববাবা আর ইনি হলেন ঠাকুরদাদা। তাই সর্বদা বাপদাদা বলা হয়। শিব বাবা এবং ব্রহ্মা ঠাকুরদাদা। বাবা কতো ভালো লেনদেন করছেন। এই মৃত্যুপুরীর বিনাশ অতি নিকটে। অমরপুরী স্থাপন হচ্ছে। ভারতবাসীদের কল্যাণের জন্যই প্রদর্শনী কিংবা মেলার আয়োজন করা হয়। বাবা এসেই ভারতে রাম রাজ্য স্থাপন করেন। রাম রাজ্যে অবশ্যই পবিত্র আত্মারাই থাকবে। বাবা বলছেন - বাচ্চারা, কাম বিকার অনেক বড় শত্রু। এই ৫ বিকারকেই মায়া বলা হয়। এদেরকে পরাজিত করতে পারলেই তোমরা জগৎজিৎ হয়ে যাবে। কেবল দেবতারাই হলো জগৎজিৎ, আর কেউ জগৎজিৎ হতে

পারে না। বাবা বুঝিয়েছেন যে যদি খ্রিস্টানরা নিজেরা মিলিত হয়ে যায়, তবে সমগ্র বিশ্বে রাজত্ব করতে পারবে। কিন্তু সেটা হওয়ার নেই। এইসব বোমা তো পুরাতন দুনিয়ার ধ্বংসের জন্যই আছে। প্রতি কল্পেই এইভাবে নতুন থেকে পুরাতন দুনিয়া এবং পুরাতন থেকে নতুন হয়। নতুন দুনিয়ায় ঐশ্বরিক রাজত্ব থাকে, যাকে রাজরাজ্য বলা হয়। ঐশ্বরকে না জানার জন্য এমনিই রাম-রাম বলতে থাকে। তবে তোমাদের মতো বাচ্চাদের অন্তরে এইসব বিষয়ে ধারণা থাকা উচিত। বরাবর আমরা ৮৪ বার জন্ম নিয়ে সতাপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছি। এখন পুনরায় সতাপ্রধান হতে হবে। এগুলো শিববাবার নির্দেশ। এই নির্দেশ অনুসারে চললে ২১ জন্মের জন্য পবিত্র দুনিয়ায় উঁচু পদমর্যাদা পাবে। এবার তুমি চাইলে পুরুষার্থ করবে অথবা করবে না, তুমি চাইলে স্মরণ করবে, অন্যদেরকে রাস্তা দেখাবে, অথবা দেখাবে না। প্রদর্শনীর মাধ্যমে বাচ্চারা অনেকজনকে রাস্তা বলে দেয়। নিজেরও কল্যাণ করতে হবে। এটা খুবই সম্ভার লেনদেন। কেবল অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকলে আর শিববাবাকে স্মরণ করলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতাপ্রধান হয়ে যাবে। কতো সস্তা ব্যবসা। জীবনটাই পুরো পাল্টে যায়। এইরকম ভাবে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। বাবার কাছে বিভিন্ন খবরাখবর আসে। রাখি পরাতে গেলে কেউ কেউ বলে যে আজকাল এই তমোপ্রধান দুনিয়ায় পবিত্র থাকা তো অসম্ভব। কিন্তু ওই বেচারারা জানেই না যে এটা হলো সঙ্গমযুগ। বাবা-ই পবিত্র বানান। পরমপিতা এদের সহায়। ওরা জানে না যে এখানে কতো বড় প্রাপ্তি হয়। পবিত্র থাকলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হওয়া যায়। বাবা বলছেন, এই মায়ারূপী ৫ বিকারকে পরাজিত করলে তুমি বিশ্বজিৎ হয়ে যাবে। তাহলে আমরা পবিত্র থাকব না কেন? ফার্স্টক্লাস ব্যবসা। বাবা বলছেন, কাম বিকার খুব বড় শত্রু। একে পরাজিত করতে পারলেই পবিত্র হয়ে যাবে। এটাই হলো যোগবলের দ্বারা মায়াকে পরাজিত করার বিষয়। পরমপিতা পরমাত্মা এসে আমাদেরকে বোঝাচ্ছেন যে আমাকে স্মরণ করলেই খাদ বার হবে, তোমরা সতাপ্রধান দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে। বাবা এই সঙ্গমযুগেই উত্তরাধিকার দেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সবথেকে উত্তম ছিল, এদেরকেই মর্যাদা পুরুষোত্তম দেবী-দেবতা ধর্ম বলা হয়। অনেক ভালো ভাবে বোঝানো হলেও কখনো কখনো এইসব পয়েন্ট ভুলে যাও। পরে মনে হয় যে বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে এই এই পয়েন্টগুলো বোঝানো হয়নি। বোঝানোর জন্য অনেক পয়েন্ট আছে। অনেক সময়ে অনেক উকিলও কিছু পয়েন্ট ভুলে যায়। পরে সেই পয়েন্ট মনে পড়লে আবার লড়াই করে। ডাক্তারদের ক্ষেত্রেও এইরকম হয়। তারা ভাবনা চিন্তা করে যে এই ব্যাধির জন্য এই ঔষধ কাজে আসতে পারে। এখানেও অনেক পয়েন্ট আছে। বাবা বলছেন, আজকে তোমাদেরকে একটা খুব সূক্ষ্ম বিষয় বোঝাচ্ছি। কিন্তু যারা বুঝবে, তারা সবাই পতিত। তাঁকে পতিত পাবন বলা হয়। কিন্তু কাউকে যদি পতিত বলা, তবে সে রেগে যাবে। তবে ভগবানের সামনে গিয়ে সত্যি কথা বলে - হে পতিত পাবন, তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। কিন্তু ঐশ্বরকে ভুলে গেলেই মিথ্যে কথা বলে দেয়। তাই খুব যুক্তি দেখিয়ে বোঝাতে হবে যাতে সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। বাবা বলেন, ইঁদুরের কাছ থেকেও শিক্ষা নাও। ইঁদুর এমন ভাবে কামড়ায় যে রক্ত বেরোলেও কিছুই বুঝতে পারা যায় না। অতএব, বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সমস্ত পয়েন্ট রাখতে হবে। যারা যোগযুক্ত থাকে, তারা প্রয়োজনের সময়ে সাহায্য পেয়ে যায়। যে শোনাচ্ছে, তার থেকেও যে শুনছে সে বাবার কাছে বেশি প্রিয় হতে পারে। বাবা স্বয়ং বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। এমনভাবে বোঝাতে হবে যাতে ওরা মনে করে যে পবিত্র হওয়া তো খুবই ভালো। এই এক জন্ম পবিত্র থাকলে, আমরা ২১ জন্ম পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাব। ভগবানুবাচ - যদি এই অন্তিম জন্ম পবিত্র থাকে, তবে আমি কথা দিচ্ছি যে ড্রামার পরিকল্পনা অনুসারে তোমরা ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার পেতে পারবে। আমরা প্রতি কল্পেই এই উত্তরাধিকার পেয়ে থাকি। যার সেবার প্রতি রুচি থাকবে, সে বুঝবে যে অন্যদেরকে গিয়ে বোঝাতে হবে। দোড়ঝাঁপ করতে হবে। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি অসীম জ্ঞান বর্ষণ করে যাচ্ছেন। যে আত্মা যত পবিত্র, তার তত ভালো ধারণা হয়, খুব নামডাক হয়। প্রদর্শনী এবং মেলার মাধ্যমেই বোঝা যায় যে কে কত ভালো সেবা করতে পারে। টিচারকে পরখ করে দেখতে হবে যে কে কেমন ভাবে বোঝায়। লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং সিঁড়ির ছবি বোঝানো সবথেকে ভালো। যোগবলের দ্বারা পুনরায় এইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়া যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণই আদিদেব এবং আদিদেবী হয়। চতুর্ভূজ চিত্রের দ্বারা লক্ষ্মী-নারায়ণ দুজনকেই বোঝানো হয়। দুটো হাত লক্ষ্মীর আর দুটো হাত নারায়ণের। তবে এই বিষয়টাও ভারতবাসীরা জানে না। মহালক্ষ্মীরও চারটে হাত রয়েছে। এর অর্থ হলো যুগল (জোড়া) রূপ। বিষ্ণু তো চতুর্ভূজই হয়।

প্রদর্শনীতে প্রতিদিন বোঝানো হয়। রথ দেখানো হয়েছে। বলা হয়, তাতে অর্জুন বসে আছে আর কৃষ্ণ রথ চালাচ্ছে। ওগুলো সব গল্পকথা। এগুলোই হলো জ্ঞানের বিষয়। জ্ঞান অমৃতের কলসী লক্ষ্মীর মাথায় দেখানো হয়। বাস্তবে জগদম্ভার ওপরেই এই কলসী রাখা হয়েছে, যিনি পরবর্তীকালে লক্ষ্মী হন। এই বিষয়টাও বোঝাতে হবে। সত্যযুগে সকল মানুষের ধর্ম এবং মত অভিন্ন হয়। দেবতাদের মত একইরকম হয়। দেবতাদেরকেই শ্রী বলা হয়। আর কাউকে শ্রী বলা যাবে না। বাবা ভাবছিলেন যে অল্প কথার মধ্যে বোঝাতে উচিত। এই অন্তিম জন্মে ৫ বিকারকে পরাজিত করলেই তুমি রামরাজ্যের মালিক হয়ে যাবে। কতো সস্তা সওদা। বাবা এসে অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দান করছেন। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তিনিই

জ্ঞান রত্ন দান করেন। ইন্দের সভায় পোখরাজ পরী, নীলম পরী থাকে। সকলেই সাহায্য করছে। অনেক রকমের অলংকার থাকে। তাই নবরত্ন দেখানো হয়। যে ভালো পড়াশুনা করবে, সে অবশ্যই ভালো পদমর্যাদা পাবে। ক্রম অনুসারেই হবে। এটাই হলো পুরুষার্থ করার সময়। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে আমরা বাবার মালার দানা হয়ে যাই। যত বেশি শিববাবাকে স্মরণ করবে, এই স্মরণের যাত্রার প্রতিযোগিতায় তত এগিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি পাপ নাশ হবে।

এই পড়াশোনা তো তেমন জটিল কিছু নয়। কেবল পবিত্র থাকতে হবে আর দিব্যগুণ ধারণ করতে হবে। মুখ থেকে কখনো পাথরের মতো (দুঃখদায়ী) কথা বলা যাবে না। যারা পাথর নিষ্ক্ষেপ করবে, তাদের বুদ্ধিও পাথরের মতো হয়ে যাবে। যারা রত্ন দান করবে, তারাই ভালো পদমর্যাদা পাবে। এটা খুবই সহজ ব্যাপার। আগ্রহী ব্যক্তিদের বোঝাও - পতিত-পাবন, যিনি সবাইকে মুক্তি এবং মুক্ত-জীবন দান করেন, সেই পরমপিতা পরমাত্মা শিব বলছেন - আমার ভারতবাসী আত্মা রূপী বাচ্চারা, কলিযুগের রাবণরাজ্য অর্থাৎ মৃত্যুপুরীর এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হয়ে থাকলে এবং পরমপিতা পরমাত্মা শিবের সাথে বুদ্ধি দ্বারা যোগবলের যাত্রা করলে তমোপ্রধান আত্মা সতোপ্রধান আত্মা হয়ে ৫ হাজার বছর আগের মতো পুনরায় সত্যযুগের দুনিয়ায় পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ মর্যাদা পুরুষোত্তম দিব্য স্বরাজ্য পদ পেতে পারবে। তবে অবশ্যস্বার্থী প্রবল বিনাশের আগেই বাবা আমাদেরকে উত্তরাধিকার দিচ্ছেন, শিক্ষা দিচ্ছেন। যত বেশি পড়াশুনা করবে, তত ভালো পদমর্যাদা পাবে। তিনি অবশ্যই তাঁর সাথে নিয়ে যাবেন। তাহলে আমরা কেন এই পুরাতন শরীর কিংবা এই দুনিয়ার কথা চিন্তা করব? এটা তো তোমাদের জন্য পুরাতন দুনিয়াকে ত্যাগ করার সময়। এইসব কথা নিয়ে যদি বুদ্ধিতে মন্বন চলতে থাকে, তবে অতি উত্তম। পুরুষার্থ করতে করতে যত সময় এগিয়ে আসবে, তখন ভবিষ্যতে আর ঝিমুনি আসবে না। তখন দেখবে যে এই দুনিয়ার তো আর সামান্য সময় অবশিষ্ট আছে তাই বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হতে হবে। সেবা করলে অনেক সাহায্যও পাওয়া যায়। যত বেশী করে কাউকে সুখের রাস্তা দেখাবে, তত খুশিতে থাকবে। পুরুষার্থ তো চলতেই থাকে। ভাগ্য ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়। বাবা পুরুষার্থ করা শেখাচ্ছেন। কেউ কেউ সেই অনুসারে চলতে শুরু করে দেয়, কেউ কেউ করে না। তোমরা জানো যে কোটিপতি কিংবা কোটি-কোটিপতিরা তো এক নিমেষে ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) উঁচু পদমর্যাদা পাওয়ার জন্য মুখ থেকে সর্বদা রত্নই বের করতে হবে, পাথর নয়। মন, বাণী এবং কর্মের দ্বারা এমন কর্ম করতে হবে যাতে মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়া যায়।

২) এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে। সবাইকে পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলতে হবে।

বরদান:- সর্বদা কল্যাণকর ভাবনার দ্বারা গুণগ্রাহী হয়ে অচল-অটল ভব আপন অবস্থাকে অচল-অটল বানানোর জন্য গুণগ্রাহী হও। যদি প্রত্যেক বিষয়ে গুণগ্রাহী হতে পারো, তবে কখনোই চঞ্চল হবে না। গুণগ্রাহী মানে কল্যাণকর ভাবনা। খারাপ গুণের মধ্যেও ভালো গুণ খুঁজে নেওয়াকেই গুণগ্রাহীতা বলা হয়। তাই খারাপ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে থেকেও ভালো গুণ খুঁজে নাও। ওরা যেমন খারাপ গুণের বিষয়ে সুদূঢ়, সেইরকম তুমিও গুণের বিষয়ে মজবুত হও। ভালো গুণ গ্রহণ করো, খারাপ গুণ নয়।

স্লোগান:- যে নিজের সবকিছু বাবাকে অর্পণ করে সর্বদা হাঙ্কা থাকে, সে-ই ফরিস্তা।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই সময়টি হল বিনাশের সময়, রাবণ সবাইকে কবরখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে, বাবা এসেছেন অমৃতবর্ষা করে সঙ্গে নিয়ে যেতে”

*প্রশ্ন:- শিববাবাকে ভোলা ভান্ডারীও বলা হয় - কেন ?

*উত্তর:- কারণ শিব ভোলানাথ যখন আসেন তখন গণিকা, অহল্যা, কুন্ডাদের কল্যাণ করে তাদেরও বিশ্বের মালিক বানিয়ে দেন। তিনি আসেন পতিত দুনিয়ায় এবং পতিত শরীরে, তাই তিনি হলেন ভোলা বাবা, তাইনা। ভোলা বাবার ডাইরেকশন হল - মিষ্টি বাচ্চারা, এখন অমৃত পান করো, বিকার রূপী বিষ ত্যাগ করো।

*গীত:- দূরদেশের নিবাসী....

ওম্ শান্তি । আত্মা রূপী বাচ্চারা গানটি শুনলো অর্থাৎ আত্মারা এই শরীরের কর্মেন্দ্রিয় এই কান দ্বারা গানটি শুনলো। দূর দেশের পথিক, তোমরাও তো হলে পথিক, তাইনা। সব মনুষ্য আত্মারা হল পথিক। আত্মার নিজস্ব কোনো বাস স্থান নেই। আত্মা হল নিরাকার। নিরাকারী দুনিয়ায় থাকে নিরাকারী আত্মারা। সেই স্থানকে বলা হয় নিরাকারী আত্মাদের ঘর, দেশ বা লোক, এই জগৎ কে জীব আত্মাদের দেশ বলা হয়। ওটা হল আত্মাদের দেশ সেখান থেকে আত্মারা এখানে এসে যখন শরীরে প্রবেশ করে, তখন নিরাকার থেকে সাকারে পরিণত হয়। এমন নয় আত্মার কোনো রূপ নেই। রূপও নিশ্চয়ই আছে, নামও আছে। এত সূক্ষ্ম আত্মা বিশাল পার্ট প্লে করে শরীর দ্বারা। প্রত্যেক আত্মায় পার্ট প্লে করার রেকর্ড ভরা আছে। রেকর্ড একবার ভরে গেলে যতবারই প্লে করো, একই ভাবে বাজবে। ঠিক সেই রকম আত্মাও হল এই শরীরের ভিতরে রেকর্ড, যাতে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। যেমন বাবা হলেন নিরাকার, তেমনই আত্মাও হল নিরাকার, কোথাও কোথাও শাস্ত্রে লিখে দিয়েছে ভগবান হলেন নাম রূপ বিহীন, কিন্তু নাম-রূপ বিহীন কোনো বস্তু হয় না। আকাশও হল শূন্য। নাম তো আছে 'আকাশ'। নাম বিহীন কোনো কিছু হয় না। মানুষ বলে পরমপিতা পরমাত্মা। দূরদেশে তো সব আত্মারা বাস করে। এটা হল সাকার দেশ, এখানেও দুটি রাজ্য চলে - রাম রাজ্য এবং রাবণ রাজ্য। অর্ধকল্প রাম রাজ্য, অর্ধকল্প হল রাবণ রাজ্য। বাবা কখনও বাচ্চাদের জন্য দুঃখের রাজ্য বানাবেন না। বলা হয় ঈশ্বর দুঃখ-সুখ প্রদান করেন। বাবা বোঝান, আমি কখনও নিজের সন্তানদের দুঃখ প্রদান করি না। আমার নামই হল দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। এ মানুষের ভুল ধারণা। ঈশ্বর কখনও দুঃখ দেন না। এই সময়টাই হল দুঃখধাম। অর্ধকল্প রাবণ রাজ্যে তো কেবল দুঃখই প্রাপ্ত হয়। সুখ একটুও নেই। সুখধামে যদিও দুঃখ থাকে না। বাবা স্বর্গের রচনা করেন। এখন তোমরা হলে সঙ্গমে। এই দুনিয়াকে কেউ নতুন দুনিয়া তো বলবে না। নতুন দুনিয়ার নামই হল সত্য যুগ। এই নতুন দুনিয়াই যখন পুরানো হয় তখন কলিযুগ বলা হয়। নতুন জিনিস সুন্দর ও পুরানো জিনিস একটু কম সুন্দর হয়, তাই পুরানো জিনিস নষ্ট করা হয়। মানুষ বিষ পান করাকেই সুখ ভাবে। গায়নও আছে - অমৃত পান না করে বিষ পান কেন করো। তারপরে বলা হয় তোমার কল্যাণে সর্বজনের কল্যাণ। (ভগবান) তুমি এসে যা করবে তাতে কল্যাণই হবে। তা নাহলে রাবণ রাজ্যে মানুষ খারাপ কাজই করবে। এই কথা তো বাচ্চারা জেনেছে যে গুরুনানক চলে গেছেন ৫০০ বছর হয়েছে আবার কবে আসবেন ? তখন বলবে নানকের আত্মা জ্যোতিতে জ্যোতি মিলিয়ে গেছে। আসবে কীভাবে। তোমরা বলবে আজ থেকে ৪৫০০ বছর পরে গুরুনানক পুনরায় আসবেন। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ বিশ্বের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি পরিচালনা করছে। এই সময় সব হল তমোপ্রধান, একেই বিনাশের সময় বলা হয়। সব মানুষ যেন মৃত। সবার জ্যোতি নিস্টেজ হয়ে আছে। বাবা আসেন সবাইকে জাগ্রত করতে। বাচ্চারা যারা কাম চিতায় বসে ভস্ম হয়ে গেছে, তাদেরকে অমৃত বর্ষা করে জাগ্রত করে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। মায়া রাবণ কাম চিতায় বসিয়ে কবরখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। এখন বাবা জ্ঞান অমৃত পান করচ্ছেন। এবারে কোথায় জ্ঞান অমৃত আর কোথায় সেই জল। শিখ ধর্মের মানুষের বড় দিন হয় তখন ধুমধাম করে পুকুর পরিষ্কার করে, মাটি বের করে তাই নাম রেখেছে - অমৃতসর। অমৃতের পুকুর। গুরুনানকও বাবার মহিমা বর্ণনা করে গেছেন। তিনি বলেছেন এক ওঁকার, সত্য নাম.....উনি সর্বদা সত্য বলেন। সত্যনারায়ণের কাহিনী আছে, তাইনা। মানুষ ভক্তিমাগে কত রকমের কাহিনী শুনেছে। অমরকথা, তিজরীর কথা বলে শঙ্কর বসে পার্বতীকে কাহিনী শুনিয়েছিলেন। শংকর তো সূক্ষ্ম বতনে থাকেন, সেখানে কি কাহিনী শুনিয়েছেন ? এই সব কথা বাবা বসে বোঝান যে, বাস্তবে তোমাদেরকে অমর কথা শুনিয়ে অমর লোকে নিয়ে যেতে আমি এসেছি। মৃত্যুলোক থেকে অমরলোকে নিয়ে যাই। বাকি সূক্ষ্মবতনে পার্বতী কি দোষ করেছে যে তাকে অমরকথা শোনাবেন। শাস্ত্রে তো অনেক কথা লিখে দিয়েছে। সত্যনারায়ণের সত্যকাহিনী তো নেই। তোমরা সত্যনারায়ণের কাহিনী অনেক বার শুনেছো হয়তো। তাহলে কেউ

সত্যনারায়ণ স্বরূপে পরিণত হয় না বরং আরও পতিত হয়ে যায়। এখন তোমরা বুঝেছো আমরা নর থেকে নারায়ণ, নারী থেকে লক্ষ্মী হচ্ছি। এই হল অমর লোক যাওয়ার প্রকৃত রূপে সত্য নারায়ণের কথা, তিজরীর কথা বা কাহিনী। তোমরা আত্মারা এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করেছো। বাবা বোঝান তোমরা ই গুলগুল (ফুল সম) পূজ্য ছিলে তারপরে ৮৪ জন্মের পর তোমরা ই পূজারী হয়েছো তাই গায়ন আছে - নিজেরাই পূজ্য, নিজেরাই পূজারী। বাবা বলেন - আমি তো হলাম সদা পূজ্য স্বরূপ। আমি এসে তোমাদেরকে পূজারী থেকে পূজ্য স্বরূপে পরিণত করি। এই হল পতিত দুনিয়া। সত্য যুগে পূজ্য পবিত্র মানুষ, এই সময়ে পূজারী পতিত মানুষ। সাধু-সন্ন্যাসীরা গান করে পতিত-পাবন সীতারাম। এই শব্দ গুলি হল সঠিক.... সব সীতারাম হল ব্রাইডস। তারা বলে হে রাম এসে আমাদের পবিত্র করো। সব ভক্তরা আহবান করে, আত্মা আহবান করে - হে রাম। গান্ধী জি গীতা পাঠ পূর্ণ করে বলতেন - হে পতিত-পাবন সীতারাম। এখন তোমরা জানো গীতা কিন্তু কৃষ্ণ শোনান নি। বাবা বলেন - অপিনিয়ন নিতে থাকো যে ঈশ্বর সর্বব্যাপী নন। গীতার ভগবান হলেন শিব, কৃষ্ণ নয়। প্রথমে তো জিজ্ঞাসা করো গীতার ভগবান কাকে বলা হবে। ভগবান নিরাকারকে বলবে অথবা সাকারকে? কৃষ্ণ তো হলেন সাকার। শিব হলেন নিরাকার। তিনি শুধুমাত্র এই দেহ টি লোনে নেন। মাতার গর্ভে জন্ম নেন না। শিবের নিজস্ব শরীর নেই। এখানে এই মনুষ্য লোকে স্থূল শরীর আছে। বাবা এসে প্রকৃত সত্য নারায়ণের কাহিনী শোনাচ্ছেন। বাবার মহিমা হল পতিত-পাবন, সর্বের সদগতি দাতা, সর্বের উদ্ধারকর্তা, দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদাতা। আত্মা, সুখ কোথায় আছে ? এখানে তো হওয়া সম্ভব নয়। সুখ প্রাপ্ত হবে অন্য জন্মে, যখন পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে স্বর্গের স্থাপনা হয়ে যাবে। আত্মা, কার বন্ধন থেকে উদ্ধার করেন ? রাবণের দুঃখ থেকে। এই হল দুঃখ ধাম তাইনা। উনি তখন গাইড হয়ে যান। এই শরীর তো এইখানে শেষ হয়ে যায়। সর্ব আত্মাদের নিয়ে যান। প্রথমে সজন পরে সজনী যায়। শিববাবা হলেন অবিনাশী সুন্দর সজন। সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে পবিত্র বানিয়ে ঘরে নিয়ে যান। বিবাহের পরে যখন আসে তখন প্রথমে থাকে বর বা স্বামী। পরে থাকে বধূ বা স্ত্রী তারপরে থাকে বর পক্ষের লোকজন। এখন তোমাদের মালাও হল এই রকম। উপরে শিববাবা ফুল, তাঁকে নমন করবে। তারপরে যুগল দানা ব্রহ্মা-সরস্বতী। তারপরে থাকো তোমরা, যারা বাবার সহযোগী হয়েছো। ফুল শিববাবার স্মরণের দ্বারা তোমরা সূর্যবংশী, বিষ্ণুর মালা হও। ব্রহ্মা-সরস্বতী ই হলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে যান ব্রহ্মা-সরস্বতী। এনারা পরিশ্রম করেন তবে পূজনীয় হন। কেউ জানে না মালা কি জিনিস। অজ্ঞান বশতঃ ই মালা জপ করতে থাকে। ১৬১০৮ এর মালা হয়। বড় বড় মন্দিরে রাখা হয় তখন কেউ এদিক থেকে, কেউ ওদিক থেকে টানে। বাবা মুম্বাইয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যেতেন, গিয়ে মালা জপ করতেন, রাম নাম জপ করতেন কারণ ফুল তো হলেন একমাত্র বাবা তাইনা। ফুলকেই রাম-রাম বলে। তারপর পুরো মালা মাথায় নিয়ে প্রণাম করে। জ্ঞান কিছুই নেই। পাদ্রীরাও হাতে নিয়ে মালা জপ করে। জিজ্ঞাসা করো কার মালা জপ করে? তারা জানে না। বলবে খ্রীষ্টের স্মরণে জপ করি। তারা এই কথা জানে না যে খ্রীষ্টের আত্মা কোথায় আছে। তোমরা জানো খ্রীষ্টের আত্মা এখন তমোপ্রধান হয়েছো। তোমরাও তমোপ্রধান বেগার ছিলে। এখন বেগার টু প্রিন্স হচ্ছে। একটি প্রিন্স কলেজ ছিল, যেখানে প্রিন্স-প্রিন্সেস রা পড়াশোনা করতো।

তোমরা এখানে পড়াশোনা করে ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের প্রিন্স-প্রিন্সেস হও। এই শ্রীকৃষ্ণ হলেন প্রিন্স তাইনা। কৃষ্ণের ৮৪ জন্মের কাহিনী লেখা আছে। মানুষ কি জানে। এই সব কথা শুধু তোমরা জানো। "ভগবানুবাচ" উনি হলেন সবার পিতা। তোমরা গড ফাদারের কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত করছো, উনি স্বর্গের স্থাপনা করেন। তার নাম হল সত্য খন্ড। এই হল মিথ্যা খন্ড। সত্যখন্ড তো বাবা স্থাপন করবেন। মিথ্যা খন্ড রাবণ স্থাপন করেন। রাবণের রূপ তৈরি করে, অর্থ কিছু বোঝে না, এই কথা কারো জানা নেই যে রাবণ আসলে কে, যাকে দহন করার পরেও জীবিত হয়ে যায়। বাস্তবে ৫- টি বিকার স্ত্রীর, ৫-টি বিকার পুরুষের একেই বলা হয় রাবণ। তাকেই দহন করা হয়। রাবণ মেরে সোনা লুট করে।

তোমরা বাচ্চারা জানো - এই হল কাঁটার জঙ্গল। মুম্বাইয়ে বাবুলনাথের মন্দির আছে। বাবা এসে কাঁটাদের ফুলে পরিণত করেন। সবাই একে অপরকে কাঁটা বিদ্ধ করে অর্থাৎ কাম কাটারী চালাতে থাকে, তাই এর নাম কাঁটার জঙ্গল। সত্যযুগকে গার্ডেন অফ আল্লাহ বলা হয়, সেই ফুলগুলি কাঁটায় হয়ে যায়, কাঁটা গুলি পুনরায় ফুলে পরিণত হয়। এখন তোমরা ৫-টি বিকারকে জয় করো। এই রাবণ রাজ্যের বিনাশ তো হবেই। শেষে মহা যুদ্ধও হবে। প্রকৃতরূপে সত্য বিজয়াদশমী পালনও হবে। রাবণ রাজ্য বিনাশ হবে তখন তোমরা লক্ষা লুটবে। তোমরা সোনার মহল প্রাপ্ত করবে। এখন তোমরা রাবণের উপরে জয় লাভ করে স্বর্গের মালিক হও। বাবা সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজ্য-ভাগ্য প্রদান করেন তাই তাঁকে শিব ভোলা ভান্ডারী বলা হয়। গণিকা, অহল্যা, কুন্ডা দেব সবাইকে বাবা বিশ্বের মালিক করেন। তিনি হলেন ভোলানাথ। তিনি আসেনও পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরে। কিন্তু যারা স্বর্গের উপযুক্ত নয় তারা বিষ পান ত্যাগ করে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, এখন এই হল শেষ জন্মে পবিত্র হও। এই বিকার গুলি তোমাদের আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখী করে। তোমরা কি এই এক জন্মে বিষ

পান ত্যাগ করতে পারো না ? আমি তোমাদের অমৃত পান করিয়ে অমর বানাই তবুও তোমরা পবিত্র হও না। বিষ ব্যতীত, সিগারেট মদ ব্যতীত থাকতে পারে না। আমি অসীম জগতের পিতা তোমাদেরকে বলছি - বাচ্চারা, এই একটি জন্মে পবিত্র হও তাহলে তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেব। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ এবং নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করি - এই হল বাবার কর্তব্য। বাবা এসেছেন সম্পূর্ণ দুনিয়ার দুঃখ থেকে উদ্ধার করে সুখধাম - শান্তিধাম নিয়ে যেতে। এখন সব ধর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এক আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের পুনরায় স্থাপনা হচ্ছে। গ্রন্থেও পরমপিতা পরমাত্মাকে অকালমূর্ত বলা হয়। বাবা হলেন মহাকাল, কালেরও কাল। মৃত্যু রূপী কাল তো এক দুইজন কে নিয়ে যাবে। আমি তো সব আত্মাদের নিয়ে যাব তাই মহাকাল বলা হয়। বাচ্চারা, বাবা এসে তোমাদের খুব বুদ্ধিমান বানিয়ে দেন। আচ্ছা !

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই শেষ জন্মে বিষ ত্যাগ করে অমৃত পান করতে হবে এবং করাতে হবে। কাঁটার ফুলে পরিণত করার সেবা করতে হবে।

২) বিষ্ণুর গলার মালার একটি মুক্তা হতে বাবার স্মরণে থাকতে হবে, সম্পূর্ণ সহযোগী হয়ে বাবার সমান দুঃখ হতা হতে হবে।

বরদান:- ড্রামার ঢাল টি সামনে রেখে খুশীর খোরাক খেয়ে সদা শক্তিশালী ভব
খুশী রূপী ভোজন আত্মাকে শক্তিশালী বানিয়ে দেয়, বলাও হয় - খুশীর মতন খোরাক নেই। এর জন্য ড্রামা রূপী ঢাল-টি ভালো ভাবে কাজে লাগাও। যদি সদা ড্রামার স্মৃতি থাকে তবে কখনও মন খারাপ হবে না, খুশী লুপ্ত হবে না কারণ এই ড্রামা হল কল্যাণকারী তাই অকল্যাণকারী দৃশ্যেও কল্যাণ নিহিত আছে, এমন ভাবলে সদা খুশী থাকবে।

স্লোগান:- পরচিন্তন এবং পরদর্শনের ধূলা থেকে যারা দূরে থাকে তারা হল প্রকৃত সত্য অমূল্য হীরে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখানে তোমাদের সবকিছুই হল গুপ্ত, এইজন্য তোমাদের বাইরের কোনও শৃঙ্গার করার দরকার নেই, নিজেদের নতুন রাজধানীর নেশায় থাকতে হবে”

*প্রশ্ন:- শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর দৈবী কর্ম স্থাপনার জন্য বাচ্চারা, তোমরা কোন্ ধরণের পরিশ্রম কর ?

*উত্তর:- এখন তোমরা পাঁচ বিকারকে ত্যাগ করার পরিশ্রম করে থাকো, কেননা এই বিকারগুলিই সবাইকে ভ্রষ্ট বানিয়েছে। তোমরা জানো যে এইসময় সবাই দৈবী ধর্ম আর কর্ম থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে। বাবা-ই শ্রীমত প্রদান করে শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর শ্রেষ্ঠ দৈবী কর্মের স্থাপন করছেন। তোমরা শ্রীমতে চলে বাবাকে স্মরণের দ্বারা বিকারের উপর বিজয় প্রাপ্ত করে থাকো। পড়ার মাধ্যমে নিজেই নিজেকে রাজতিলক দিয়ে থাকো।

*গীত:- তোমাকে পেয়ে...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আধ্যাত্মিক বাচ্চারা এই গান শুনেছে। আধ্যাত্মিক বাচ্চারাই বলে যে - বাবা। বাচ্চারা জানে যে ইনি হলেন অসীম জগতের বাবা, অসীম জগতের সুখ দাতা অর্থাৎ তিনি হলেন সকলের বাবা। তাঁকে অসীমের জগতের সমগ্র বাচ্চারা, আত্মারা স্মরণ করতে থাকে। কোনো না কোনো প্রকারে স্মরণ করে থাকে কিন্তু তাদের এটা জানা নেই যে আমরা সেই পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে বিশ্বের রাজপদ প্রাপ্ত করছি। তোমরা জানো আমাদের বাবা যিনি সত্যযুগী বিশ্বের রাজপদ প্রদান করেন, যা হল অটল, অচল, অখন্ড। আমাদের সেই রাজস্ব ২১ জন্ম বজায় থাকে। সমগ্র বিশ্বের উপর আমাদের রাজস্ব থাকে, যাকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেনা, চুরি করতে পারে না। আমাদের রাজস্ব হলো অপ্রতিদ্বন্দ্ব, কেননা সেখানে একই ধর্ম থাকে, দ্বৈত নেই। সেটা হল অদ্বৈত রাজ্য। বাচ্চারা যখন এই গান শোনে তখন নিজে মনের মধ্যে রাজধানীর নেশা আনা চাই। এই রকম-এইরকম গান ঘরে রাখতে হবে। তোমাদের সবকিছুই হল গুপ্ত তার বড় বড় ব্যক্তিদের অনেক আত্মহংকার হয়ে থাকে। তোমাদের কোনো আত্মহংকার থাকে না। তোমরা দেখেছো যে বাবা যার মধ্যে প্রবেশ করেছেন তিনিও কত সাধারণ হয়ে থাকেন। এটাও বাচ্চারা জানে যে, এখানে প্রত্যেক মানুষ অনৈতিক নোংরা ছিঃ-ছিঃ কাজই করতে থাকে, এজন্য অবুঝ বলা যায়। বুদ্ধিতে একদমই তালা লেগে গেছে। তোমরা কতই না সুবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলে। বিশ্বের মালিক ছিলে। এখন মায়া এতই অবুঝ বানিয়ে দিয়েছে যে কোনও কাজেরই নেই। বাবার কাছে যাওয়ার জন্য যন্তু - তপস্যা ইত্যাদি অনেককিছু করতে থাকে কিন্তু কিছুই প্রাপ্ত হয় না। এইরকমই ধাক্কা খেতে থাকে। দিন প্রতিদিন অকল্যাণই হতে থাকে। মানুষ যত-যত তমোপ্রধান হয়ে যায়, তত অকল্যাণ হতেই থাকে। ঋষি মুনি যাদের গায়ন আছে, তাঁরা পবিত্র ছিলেন। নেতি-নেতি বলতেন। এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে তাই বলে শিবোহম্ ততস্বম্, সর্বব্যাপি, তোমার আমার সকলের মধ্যেই তিনি আছেন। তারা তো কেবল পরমাত্মা বলে দিয়েছে। পরমপিতা কখনো বলেনা। পরমপিতা, তাঁকে আবার সর্বব্যাপী বলা, এটাও ভুল হয়ে যায় এই জন্য পুনরায় ঈশ্বর বা পরমাত্মা বলে দেয়। পিতা শব্দ বুদ্ধিতে আসেনা। যদি কেউ বলেও ফেলে তবে সেটা কেবল বলামাত্র। যদি পরমপিতা মনে করে, তাহলে বুদ্ধিতে একদম চমক উঠবে। বাবা স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার দিচ্ছেন, তিনি হলেনই হেভেনলি গডফাদার। তথাপি আমরা নরকে কেন পড়ে আছি। এখন আমরা মুক্তি-জীবনমুক্তি কিভাবে পেতে পারি। এটা কারোরই বুদ্ধিতে আসেনা। আত্মা পতিত হয়ে গেছে। আত্মা প্রথমে সতোপ্রধান, সু-বুদ্ধিমান হয়ে থাকে, পুনরায় সত, র, তম-তে আসে, অবুঝ হয়ে পড়ে। এখন তোমাদের এই বোধগম্যতা এসেছে। বাবা আমাদেরকে এই স্মৃতি দিয়েছেন। যখন নতুন দুনিয়া ভারত ছিল তখন আমাদের রাজ্য ছিল। একই মত, একই ভাষা, একই ধর্ম, একই মহারাজা-মহারানীর রাজ্য ছিল। পুনরায় দ্বাপরে বাম মার্গ শুরু হয়, তারপর প্রত্যেকের নিজ-নিজ কর্মের উপর সবকিছু নির্ভরশীল হয়ে যায়। কর্ম অনুসারে এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর গ্রহণ করে। এখন বাবা বলছেন যে আমি তোমাদেরকে এমন কর্ম শেখাচ্ছি যে ২১ জন্ম তোমরা রাজপদ পেতে থাকো। যদিও সেখানেও তো লৌকিক বাবা প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেখানে এই জ্ঞান থাকেনা যে এই রাজস্বের উত্তরাধিকার অবিনাশী বাবা প্রদান করেছেন। পুনরায় দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়, বিকারী সম্বন্ধ হয়ে যায়। পুনরায় কর্ম অনুসারে জন্ম হয়। ভারতে পূজ্য রাজারাও ছিলেন তো পূজারী রাজারাও আছেন। সত্য যুগ ত্রেতাতে সবাই পূজ্য হয়ে থাকেন। সেখানে পূজা বা ভক্তি কোন কিছুই হয় না, পুনরায় দ্বাপরে যখন ভক্তিমার্গ শুরু হয় তখন যথা রাজা-রানী তথা প্রজা পূজারী ভক্ত তৈরি হয়ে যায়। বড় থেকেও বড় রাজা যিনি সূর্যবংশী ছিলেন তিনি পূজারী হয়ে যান।

এখন তোমরা যে নির্বিকারী তৈরি হচ্ছে তার প্রালব্ধ ২১ জন্মের জন্য থাকে। পুনরায় ভক্তিমার্গ শুরু হয়। দেবতাদের মন্দির

বানিয়ে পূজা করতে থাকে। এটা কেবলমাত্র ভারতেই হয়ে থাকে। ৮৪ জন্মের কাহিনী যেটা বাবা শোনাচ্ছেন, এটাও ভারতবাসীদের জন্যই। অন্যান্য ধর্মের আত্মারা তো পরে পরে আসে। পুনরায় তো বৃদ্ধি হতে হতে অনেক অনেক হয়ে যায়। ভ্যারাইটি ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের আত্মাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, প্রত্যেক কথাতে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। রীতি-রিয়াজও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। ভক্তি মার্গের জন্য সামগ্রীও চাই। যে রকম বীজ ছোট হয়, বৃক্ষ কত বড় হয়। বৃক্ষের পাতা ইত্যাদি গণনা করা যায় না। সেরকম ভক্তিরও বিস্তার হয়ে যায়। অনেক অনেক শাস্ত্র তৈরি করতে থাকে। এখন বাবা বাচ্চাদেরকে বলছেন - এই ভক্তি মার্গের সামগ্রী সব সমাপ্ত হয়ে যায়। এখন আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো। ভক্তির প্রভাবও অনেক আছে তাই না। কত সুন্দর, নাচ, তামাশা, গান ইত্যাদির জন্য কত খরচা করতে থাকে! এখন বাবা বলছেন যে আমাকে অর্থাৎ বাবাকে আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। আদি সনাতন নিজের ধর্মকে স্মরণ করো। অনেক প্রকারের ভক্তি জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা করে এসেছ। সন্ন্যাসীরাও আত্মাদেরকে থাকার স্থান - তত্বকে পরমাত্মা মনে করে। ব্রহ্ম বা তত্বকেই স্মরণ করতে থাকে। বাস্তবে সন্ন্যাসীরা যখন সতোপ্রধান আছেন, তখন তারা জঙ্গলে গিয়ে শান্তিতে থাকতেন। এমন নয় যে তাদেরকে ব্রহ্মে গিয়ে লীন হয়ে যেতে হয়। তারা মনে করে যে ব্রহ্মকে স্মরণ করলে শরীর ছাড়ার সাথে সাথে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাবে। বাবা বলেন যে - ব্রহ্মে কেউ লীন হতে পারে না। আত্মা তো হল অবিনাশী তাইনা, আত্মা কিভাবে লীন হতে পারে! ভক্তি মার্গে কত কত মাথা ঠুকতে থাকে, পুনরায় বলে যে ভগবান কোন না কোন রূপে আসবেন। এখন কে সত্য? তারা বলে যে আমরা ব্রহ্মের সাথে যোগ লাগিয়ে ব্রহ্মে লীন হয়ে যাব। গৃহস্থ ধর্মের ব্যক্তির বাবে যে ভগবান কোন না কোন রূপে পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে আসেন। এমন নয় যে উপর থেকে প্রেরণার দ্বারা শেখাবেন। টিচার ঘরে বসে প্রেরণা দেবেন কি? প্রেরণা অক্ষরই নেই। প্রেরণার দ্বারা কোনো কাজ হয় না। যদিও শংকরের প্রেরণার কারণে দ্বারা বিনাশ বলা যায় কিন্তু এটা ড্রামার মধ্যে পূর্বনির্দিষ্ট আছে। তাদেরকে এই মিসাইল ইত্যাদি তো তৈরি করতেই হয়। এটা কেবল মহিমা গাওয়া হয়। কেউই নিজেদের বড়দের মহিমা জানে না। ধর্ম স্থাপককেও গুরু বলে দেয় কিন্তু তারা তো কেবল ধর্ম স্থাপন করেন। গুরু তাঁকে বলা যায় যিনি সন্নতি করেন। তাঁরা তো ধর্ম স্থাপন করতে আসেন, তাঁদের পিছনে তাঁদের বংশাবলি আসতে থাকে। সন্নতি তো কারোরই করেন না। তাহলে তাদেরকে গুরু কিভাবে বলা যাবে! গুরু তো হলেন একজনই যাঁকে সকলের সন্নতি দাতা বলা যায়। ভগবান বাবা-ই এসে সকলের সন্নতি করেন। মুক্তি-জীবনমুক্তি প্রদান করেন। তাঁর স্মরণ কখনো কারোর থেকে ছেড়ে যায় না। যদিও পতির সাথে কতই না ভালোবাসা থাকুক তবুও হে ভগবান, হে ঈশ্বর অবশ্যই বলবে, কেননা তিনিই হলেন সকলের সন্নতি দাতা। বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে এই সবকিছু হলো আমার রচনা, আমি রচয়িতা হলাম তোমাদের বাবা। সকলকে সুখ প্রদানকারী একবাবাই আছেন। ভাই-ভাইকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করতে পারেনা। অবিনাশী উত্তরাধিকার সর্বদা বাবার দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। তোমরা সকল অসীম জগতের বাচ্চাদেরকে অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করি, এই জন্যই আমাকে স্মরণ করতে থাকে - হে পরমপিতা, ক্ষমা করো, করুণা করো। বোঝেনা কিছুই। ভক্তি মার্গে অনেক প্রকারের মহিমা করে। এটাও ড্রামা অনুসার নিজের পার্ট অভিনয় করতে থাকে। বাবা বলছেন যে, আমি এদের কারোর আঁহনে আসি না, এটা তো ড্রামা তৈরী হয়েই আছে। ড্রামাতে আমার আসার পার্ট পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। অনেক ধর্মের বিনাশ, এক ধর্মের স্থাপনা, বা কলিযুগের বিনাশ, সত্যযুগের স্থাপনা করতে হয়। আমি নিজের সময়ের অনুসারে নিজেই আসি। এই ভক্তি মার্গেরও ড্রামাতে পার্ট আছে। যখন ভক্তিমার্গের পার্ট সম্পূর্ণ হয়, তখন আমি আসি। বাচ্চারাও বলে যে, এখন আমরা জেনে গেছি, ৫ হাজার বছরের পর পুনরায় আপনার সাথে মিলিত হয়েছি। কল্পপূর্বও বাবা আপনি ব্রহ্মার শরীরেই এসেছিলেন। এই জ্ঞান তোমাদের এখন প্রাপ্ত হয়, পুনরায় কখনো প্রাপ্ত হবেনা। এই হল জ্ঞান আর সেটা হল ভক্তি। জ্ঞানেরই হল প্রালঙ্ক, উল্লাসিত কলা। সেকেন্ডে জীবন্মুক্তি বলা যায়। বলা হয় যে, রাজা জনক সেকেন্ডে জীবন মুক্তি পেয়েছিলেন। কেবলমাত্র এক জনকই কি জীবন মুক্তি পেয়েছিলেন? জীবন্মুক্তি অর্থাৎ জীবনকে মুক্ত করে, এই রাবণ রাজ্য থেকে।

বাবা জানেন যে সমস্ত বাচ্চাদের কতইনা দুর্গতি হয়ে গেছে। তাদের পুনরায় সদগতি হবে। দুর্গতির থেকে পুনরায় উঁচু গতি, মুক্তি-জীবনমুক্তি পেতে হবে। প্রথমে মুক্তিতে গিয়ে পুনরায় জীবনমুক্তিতে আসবে। শান্তি থেকে পুনরায় সুখধামে আসবে। এই চক্রের সমগ্র-রহস্য বাবা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের সাথে আরও অন্যান্য ধর্ম আসা যাওয়া করে। মনুষ্যসৃষ্টি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাবা বলেন যে এই সময় এই মনুষ্য সৃষ্টির বৃক্ষ তমোপ্রধান প্রায় ক্ষণভঙ্গুর অবস্থা হয়ে গেছে। আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ভীতি সবই নষ্ট হয়ে গেছে। অন্যান্য সকল ধর্ম দাঁড়িয়ে আছে। ভারতে কেউ একজনও নিজেকে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের বলে মনে করে না। আছে দেবতা ধর্মের, কিন্তু এই সময়ে এটা কেউই বোঝেনা যে আমরা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের ছিলাম, কেননা দেবতার তো পবিত্র ছিলেন। মনে করে যে আমরা তো পবিত্র নই। আমরা অপবিত্র পতিত, নিজেদেরকে দেবতা কিভাবে বলব? এটাও ড্রামার প্ল্যান অনুসারে রীতি শুরু হয়ে যায় নিজেকে হিন্দু বলার। আদমশুমারিতেও হিন্দুধর্ম লিখে দেয়। যদি গুজরাতিও হয়, তবুও হিন্দু গুজরাতি বলে দেয়। তাদেরকে

জিজ্ঞাসা করো যে সত্যিই হিন্দু ধর্ম কোথা থেকে এসেছে ? তো এটা কারো জানা নেই, কেবল বলে দেবে যে আমাদের ধর্ম কৃষ্ণ স্থাপন করেছেন। কবে ? দ্বাপরে। দ্বাপর থেকেই এই লোকেরা নিজেদের ধর্মকে ভুলে হিন্দুধর্ম বলতে শুরু করেছে এইজন্য তাদেরকে দৈবী ধর্ম ভ্রষ্ট বলা যায়। সেখানে সবাই ভাল কর্ম করতে থাকে। এখানে সবাই নোংরা ছিঃ-ছিঃ কর্ম করে এই জন্য দেবী-দেবতা ধর্মভ্রষ্ট, কর্ম-ভ্রষ্ট বলা যায়। এখন পুনরায় শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শ্রেষ্ঠ দৈবী কর্মের স্থাপনা হচ্ছে এইজন্য বলা যায় যে, এখন এই পাঁচ বিকারকে পরিত্যাগ করতে থাকো। এই বিকার অর্ধেক কল্প ধরে আছে। এখন একজন্মে একে ত্যাগ করতে হবে - এতেই পরিশ্রম লাগে। পরিশ্রম ছাড়া খোড়াই বিশ্বের রাজত্ব প্রাপ্ত হবে। বাবাকে স্মরণ করবে তবেই নিজেকে তোমরা রাজতিলক দিতে পারবে, অর্থাৎ রাজত্বের অধিকারী হতে পারবে। যত ভালো রীতি স্মরণে থাকবে, শ্রীমতে চলবে তো তোমরা রাজাদেরও রাজা হতে পারবে। যিনি পড়াবেন সেই শিক্ষক তো পড়াতে এসেছেন। এই পাঠশালা হলই মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার। নর থেকে নারায়ন হওয়ার কথা শোনান। এই কথা কতই না নামীগ্রামী। একে অমর কথা, সত্য নারায়ণের কথা, তীজরীর কথা বলা যায়। তিনটির অর্থও বাবা বুঝিয়ে দেন। ভক্তি মার্গে তো অনেক কথা আছে। তো দেখো গান কত সুন্দর আছে। বাবা আমাদেরকে সমগ্র বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন, যে মালিকানা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সর্বদা এটা স্মৃতিতে রাখতে হবে যে আমি এক মত, এক রাজ্য, এক ধর্ম স্থাপনের নিমিত্ত, এইজন্য এক মত হয়ে থাকতে হবে।

২) নিজেকে রাজতিলক দেওয়ার জন্য বিকারগুলিকে ছাড়ার পরিশ্রম করতে হবে। পড়ার উপর সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করতে হবে।

বরদানঃ- ত্রিকালদর্শী স্থিতি দ্বারা মায়ার আক্রমণ হতে সুরক্ষিত থেকে অতীন্দ্রিয় সুখের অধিকারী ভব সঙ্গম যুগের বিশেষ বরদান বা ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্ব হল - অতীন্দ্রিয় সুখ। এই অনুভব অন্য কোনও যুগে হয় না। কিন্তু এই সুখের অনুভূতির জন্য ত্রিকালদর্শী স্থিতি দ্বারা মায়ার আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকো। যদি বার বার মায়ার আক্রমণ হতে থাকে তবে চাইলেও অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করতে পারবে না। যে একবার অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভব করে নেয়, তাকে ইন্দ্রিয়ের সুখ আকর্ষণ করতে পারবে না, নলেজফুল হওয়ার কারণে তার সামনে সেটা তুচ্ছ মনে হবে।

স্লোগানঃ- কর্ম আর মনের দ্বারা - এই দুই সেবার সমতা বজায় থাকলে শক্তিশালী বায়ুমন্ডল তৈরী করতে পারবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে মহাবীর, মায়ার ঝড় দেখে তোমাদের ভয় পেতে নেই, এক বাবা ব্যতীত আর কারোর পরোয়া করো না, অবশ্যই পবিত্র হতে হবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চাদের ভিতরে কোন্ সাহস থাকলে তবেই খুব উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে ?

*উত্তরঃ - শ্রীমত অনুযায়ী চলে পবিত্র থাকার। যদি অনেক ঝামেলা হয়, অনেক বিপর্যয়ও সহ্য করতে হয়- কিন্তু বাবা পবিত্র হওয়ার যে শ্রেষ্ঠ মত দিয়েছেন সেই অনুযায়ী নিরন্তর চলতে থাকলে অনেক উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। কোনো ব্যাপারে ভয় পাওয়ার নেই, যাই কিছু হোক না কেন...নাথিং নিউ।

*গীতঃ- ভোলানাথের থেকে নিরালা আর কেউ নেই...

ওম্ শান্তি । এ হলো ভক্তি মার্গের লোকেদের গান। জ্ঞান মার্গে গান ইত্যাদির কোনো দরকার নেই কারণ বলা হয়েছে যে বাবার থেকে আমাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় ভক্তি মার্গের যে সব নিয়ম- রীতি সেই সব এক্ষেত্রে আসতে পারে না। বাচ্চারা কবিতা ইত্যাদি তৈরী করে সেইটা আর সবাইকে শোনানোর জন্য। তার অর্থও যতোক্ষণ তোমরা না বোঝাবে ততোক্ষণ কেউ বুঝতে পারবে না। এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বাবাকে পেয়েছো বলে খুশীর পারদ উপরে ওঠা উচিত। বাবা ৮৪ জন্মের চক্রের নলেজও শুনিয়েছেন। খুশী হওয়া উচিত- আমরা এখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছি। বাবার থেকে বিষ্ণুপুরীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। সুনিশ্চিত বুদ্ধিই বিজয়ন্ত্রী অর্থাৎ বিজয় লাভ করে। যারা সুনিশ্চিত থাকে তারা সত্যযুগে যাবেই। তাই বাচ্চাদের সর্বদা খুশী থাকা উচিত -- ফলো ফাদার। বাচ্চারা জানে যে, শিববাবা যেই দিন থেকে ঐনার (ব্রহ্মা) মধ্যে প্রবেশ করেছেন তো খুব ঝামেলা হয়েছে। পবিত্রতার উপর খুবই ঝগড়া চলেছে। বাচ্চারা বড় হলে, বলবে বিবাহ করো, বিবাহ না করে চলবে কি করে। মানুষ যদিও গীতা পড়ে কিন্তু বোঝে না কিছুই। সবচেয়ে বেশী অভ্যাস ছিল বাবার(ব্রহ্মা)। একদিনও গীতা পাঠ করা মিস করতেন না। যখন জানতে পারলেন গীতার ভগবান হলেন শিব, নেশা চড়ে গেল আমি তো বিশ্বের মালিক হচ্ছি। এইটা তো হলো শিব ভগবানুবাচ, তবুও পবিত্রতারও খুবই ঝামেলা হলো। এতে তো বাহাদুরি চাই, তাই না! তোমরা হলেই মহাবীর- মহাবীরনী। এক ব্যতীত আর কারোর পরোয়া নেই। পুরুষ হলো রচয়িতা, রচয়িতা নিজেই পবিত্র হলে রচনাকে পবিত্র রূপে তৈরী করেন। ব্যাস! এই ব্যাপারেই খুব ঝগড়া চলে। বড়-বড় ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। কারোরই পরোয়া করেনি। যাদের ভাগ্যে নেই তো বুঝবেই বা কি করে। পবিত্র থাকতে চাইলে থাকো, না হলে গিয়ে নিজের ব্যবস্থা নিজে করে। এতো সাহস তো থাকা চাই না! বাবার সামনে কতো ঝামেলা হয়েছে। বাবাকে কখনো মুষ্ণুর পড়তে দেখেছো ? আমেরিকা পর্যন্ত সংবাদপত্রে বেরিয়ে গেছে। নাথিং নিউ। এইটা তো পূর্ব কল্পের ন্যায় হচ্ছে, এতে ভয়ের কি আর আছে। আমাদের তো নিজের বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে। নিজের রচনাকে বাঁচাতে হবে। বাবা জানেন যে সমস্ত ক্রিয়েশন হলো এই সময় পতিত। সবাইকে আমারই পবিত্র করে তুলতে হবে বাবাকেই সকলে বলে হে পতিত-পাবন, লিবরেটর এসো, তো ওনারই সহানুভূতি জাগে। করুণাময় যে না! তাই বাবা বোঝান- বাচ্চারা, কোনো ব্যাপারেই ভয় পেও না। ভয় পেলে এতো উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। মাতাদের উপরেই অত্যাচার হয়। এরও উদাহরণ রয়েছে - দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ । বাবা ২১ জন্মের জন্য নগ্ন হওয়া থেকে বাঁচিয়ে দেন। দুনিয়া এই কথাটা জানে না। পতিত তমোপ্রধান পুরানো সৃষ্টিও হবেই। প্রতিটি জিনিস নূতন থেকে আবার পুরানো অবশ্যই হবে। পুরানো নিবাস স্থল অবশ্যই ত্যাগ করতেই হয়। নূতন দুনিয়া গোল্ডেন এজ্জ, পুরানো দুনিয়া আয়রণ এজ্জ--- সর্বদা তো থাকতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে-- এইটা হলো সৃষ্টি চক্র। দেবী-দেবতাদের রাজ্য পুনরায় স্থাপিত হচ্ছে। বাবাও বলেন আবার তোমাদের গীতা জ্ঞান শোনাচ্ছি। এখানে রাবণ রাজ্যতে আছে দুঃখ। রামরাজ্য কাকে বলা হয়, এইটাও কেউ বোঝে না। বাবা বলেন আমি স্বর্গ অথবা রামরাজ্য স্থাপনা করতে এসেছি। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা অনেক বার রাজস্ব পেয়েছো আর তারপর হারিয়েছো। এইটা সকলের বুদ্ধিতে আছে। ২১ জন্ম আমরা সত্যযুগে থাকি, সেইটাকে বলা হয় ২১ প্রজন্ম অর্থাৎ যখন বৃদ্ধাবস্থা হয় তখন শরীর ত্যাগ করে। কখনো অকাল মৃত্যু হয় না। এখন তোমরা যেন ত্রিকালদর্শী হয়ে উঠেছো। তোমরা জানো শিববাবা কে ? শিবের মন্দিরও অনেক তৈরী করেছে। মূর্তি তো বাড়ীতেও রাখতে পারে, তাই না! কিন্তু ভক্তি মার্গও ড্রামাতে নির্ধারিত। বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হয়। কৃষ্ণের অথবা শিবের মূর্তি বাড়ীতেও রাখা যেতে পারে। জিনিস তো হলো একই। তবে এতো দূরে দূরে কেন যাও ? ওদের কাছে গেলে কি কৃষ্ণপুরীর উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে ? এখন তোমরা জানো যে, জন্ম-জন্মান্তর আমরা ভক্তি করে এসেছি। রাবণ রাজ্যেরও কতো আড়ম্বর দেখো। এইসব হলো শেষের দিকের আড়ম্বর। রামরাজ্য তো ছিলো সত্যযুগে, সেখানে এই বিমান ইত্যাদি সব

ছিলো, আবার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আবার এই সময়ে সবকিছু বের হয়েছে। এখন এই সব শিখছে, যারা শেখার তারা সংস্কার নিয়ে যাবে। সেখানে এসে আবার বিমান তৈরী করবে। ভবিষ্যতে এইটা তোমাদের কাছে সুখদায়ক হবে। এই সায়েন্স আবার তোমাদের কাজে আসবে। এখন এই সায়েন্স হলো দুঃখের জন্য- সেইখানে আবার সুখের জন্য হবে। এখন স্থাপনা চলছে। বাবা নূতন দুনিয়ার জন্য রাজধানী স্থাপন করছেন, বাম্বারা- তাই তো তোমাদের মহাবীর হতে হবে। দুনিয়াতে এইটা লোকে কমই জানে যে ভগবান এসেছেন। বাবা বলেন গৃহস্থলীর মধ্যে থেকেও কমল ফুলের মতোন পবিত্র থাকো, এতে ভয়ের কিছু নেই। অনেক গালি দেবে। গালি তো ইনিও অনেক পেয়েছেন। কৃষ্ণ গালি খেয়েছে- এইরকম দেখানো হয়। এখন কৃষ্ণ তো গালি খেতে পারে না। গালি তো কলিযুগে থায়। তোমাদের যে রূপ এখন আছে-- কল্পের শেষে আবার এই সময়ে হবে। মধ্যবর্তী সময়ে কখনো হতে পারে না। জন্ম বাই জন্ম ফিচার্স পরিবর্তিত হতে থাকে, এই ড্রামা তৈরী হয়েই আছে। ৮৪ জন্মতে যারা যেই রকম দেখতে (ফিচার্স) জন্মেছিলো তারাই জন্ম গ্রহণ করবে। এখন তোমরা জানো এই ফিচার্স পরিবর্তন করে অন্য জন্মে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের ফিচার্স হয়ে যাবে। তোমাদের বুদ্ধির তালা এখন খুলেছে। এইটা হলো নূতন কথা। বাবাও নূতন, কথাও নূতন। এই কথা কেউ তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে না। যখন ভাগ্যে থাকবে তখন কিছু বুঝবে। এছাড়া মহাবীর তাদের বলা হয় যারা কি না যতোই ঝড় আসুক না কেন, অনড় থাকে। এখন সেই অবস্থা হতে পারে না। হবে অবশ্যই। মহাবীর কোনো ঝড়ে ভয় পাবে না। সেই অবস্থা শেষে হবে- সেইজন্য গাওয়া হয়েছে অতীন্দ্রিয় সুখ গোপ-গোপীদের জিজ্ঞাসা করো। বাম্বারা, বাবা এসেছেন তোমাদের স্বর্গের যোগ্য করে গড়ে তুলতে। পূর্ব কল্পের ন্যায় নরকের বিনাশ হতেই হবে। সত্যযুগে তো একই ধর্ম হবে। চাহিদাও থাকে অখন্ডতার, এক ধর্ম হওয়া উচিত। এইটাও কারোর জানা নেই যে রামরাজ্য, রাবণ রাজ্য হলো আলাদা- আলাদা। এখন বাবার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস থাকলে শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে। প্রত্যেকের নাড়ী দেখা হয়। সেই অনুযায়ী আবার রায়ও দেওয়া হয়ে থাকে। বাবাও বাম্বাদের বলেছেন- যদি বিবাহ করতে হয় তো যাও গিয়ে করো। অনেক বন্ধু- পরিচিত ইত্যাদি বসে আছে, ওদের বিবাহ করিয়ে দেবে। তবুও কেউ না কেউ বেরিয়ে যায়। তাই প্রত্যেকের নাড়ী দেখা হয়। জিজ্ঞাসা করে বাবা এই অবস্থা, আমি পবিত্র থাকতে চাই, আমার আত্মীয় আমাকে বাড়ী থেকে বের করে, এখন কি করা উচিত? আরে, এটাও জিজ্ঞাসা করছো, পবিত্র থাকতে হবে, যদি না থাকতে পারো তো গিয়ে বিবাহ করো। আচ্ছা, মনে করো কারোর আশীর্বাদ (বিবাহের পাকা কথা) হয়েছে, খুশী হতে হবে, এইটা কোনো ব্যাপার না। বিবাহের সময় যখন হাতে গাঁটছড়া বাঁধে সেই সময় বলে এই পতি হলো তোমার গুরু। আচ্ছা, তুমি তাকে দিয়ে লিখিয়ে নাও, তুমি মানছো যে আমি তোমার গুরু ঈশ্বর, লেখো। আচ্ছা, এখন আমি আদেশ দিচ্ছি পবিত্র থাকতে হবে। এর জন্য তো সাহস চাই, তাই না! লক্ষ্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে। প্রাপ্তি খুবই মহান। কামের আগুন তখনই লাগে যখন প্রাপ্তি সম্বন্ধে অবগত থাকে না। বাবা বলেন - এতো বড় প্রাপ্তি হয় যখন, তবে এক জন্ম পবিত্র থাকা কী এমন বড় কথা হলো! আমি হলাম তোমার পতি, ঈশ্বর। আমার অঙ্গাতেই পবিত্র থাকতে হবে। বাবা যুক্তি গুলি বলে দেন। ভারতে এইটা হলো রীতি - স্ত্রীকে বলে দেয় তোমার স্বামী হলো ঈশ্বর। তার আদেশ পালন করে থাকতে হবে। স্বামীর পা টিপতে হবে, কারণ মনে করে লক্ষ্মীও নারায়ণের পা টিপে দিতেন। এই অভ্যাস কোথা থেকে এলো? ভক্তি মার্গের চিত্র থেকে। সত্যযুগে তো এইরকম ব্যাপার হয় না। নারায়ণ কি আর কখনো ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যে লক্ষ্মী পা টিপবে! ক্লান্ত হওয়ার তো কোনো প্রশ্নই নেই। 'এসব হলে তো দুঃখের ব্যাপার হয়ে যায়। সেইখানে দুঃখ- কষ্ট কোথা থেকে আসে। তখন বাবা ফটো থেকে লক্ষ্মীর চিত্রই বাদ দিয়ে দিলেন। নেশা তো চড়ে, তাই না! ছোটবেলা থেকেই বৈরাগ্য ছিল, সেইজন্য ভক্তি খুবই করতেন। তাই বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। তোমরা জানো যে আমরা এক বাবারই বাম্বা- তাই নিজেদের মধ্যে ভাই - বোন হয়ে গেলাম। পিতামহের কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। বাবাকে ডাকা হয় অপবিত্র দুনিয়াতে। হে পতিত-পাবন সকল সীতাদের রাম। বাবাকে বলা হয় ঠুং(সত্য), সত্য ভূ-খন্ড স্থাপন করতে যিনি সক্ষম। তিনিই সমগ্র সৃষ্টির আদি-মধ্য- অন্তের সত্য জ্ঞান তোমাদের প্রদান করেন। তোমাদের আত্মা এখন জ্ঞান সাগর হচ্ছে। মিষ্টি বাম্বাদের সাহস থাকা দরকার, আমাদের বাবার শ্রীমত অনুযায়ী চলতে হবে। অসীম জগতের পিতা অসীম জগতের রচনাকে স্বর্গের মালিক করে দেন। তাই পুরুষার্থ করে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। সমর্পণ করতে হবে। তোমরা ওঁনাকে নিজের উত্তরাধিকারী করলে তবে তিনিও তোমাদের ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রদান করবেন। বাবা বাম্বাদের প্রতি নিজেকে সঁপে দেন। বাম্বারা বলে বাবা এই তন-মন- ধন্যবাদ সব আপনার। আপনি বাবাও হন, আবার বাম্বাও হন। গায়ও - স্বমেব মাতাশ্চ পিতা স্বমেব... এক-এরই কত বড় মহিমা। ওঁনাকে বলাই হয় সকলের দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী। সত্যযুগে পঞ্চ তন্ত্রও সুখ প্রদানকারী। কলিযুগে পঞ্চ তন্ত্রও তমোপ্রধান হওয়ার কারণে দুঃখ দেয়। সেখানে তো থাকেই সুখ। এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। তোমরা জানো যে এইটা সেই ৫ হাজার বছর পূর্বের লড়াই। এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। তাই বাম্বাদের সর্বদা খুশীতে থাকা উচিত। ভগবান তোমাদের অ্যাডস্ট করেছেন, তারপর বাম্বারা তোমাদের শৃঙ্গারও করান, অধ্যয়ণও করান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সর্বদা বাপ সমান হওয়ার সাহস রাখতে হবে। বাবার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত থাকতে হবে।

২) কোনো ব্যাপারেই ভয় পেতে নেই। পবিত্র অবশ্যই হতে হবে।

বরদানঃ- সর্বদা দয়া আর কল্যাণের দৃষ্টির দ্বারা বিশ্বের সেবা করে বিশ্ব পরিবর্তক ভব বিশ্ব পরিবর্তক বা বিশ্ব সেবাদারী আত্মাদের মুখ্য লক্ষণ হলো- নিজের দয়া আর কল্যাণের দৃষ্টির দ্বারা বিশ্বে সম্পন্ন বা সুখী করে তোলা। যা কিছু অপ্রাপ্ত বস্তু আছে, ঐশ্বরীয় সুখ, শান্তি আর জ্ঞানের ধন দ্বারা, সমস্ত শক্তির দ্বারা সকল আত্মাদেরকে ভিত্তারী থেকে অধিকারী করে তোলা। এইরকম সেবাদারী নিজের প্রতিটি সেকেন্ড, কথা আর কর্ম, সম্বন্ধ, সম্পর্ক সেবাতেই নিয়োগ করে। তাদের কোনো কিছু দেখা, চলা ফেরা, খাওয়া - দাওয়া সব কিছুতেই সেবা সমাহিত হয়ে থাকে।

স্নোগানঃ- সম্মান, প্রতিপত্তির ত্যাগ করে নিজের সময়কে অসীম জগতের সেবায় সফল করাই হলো পরোপকারী হওয়া।

মাতেশ্বরী জীর অমূল্য মহাবাক্য : -

পরমার্থের দ্বারা আচার ব্যবহার (জীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্য) স্বতঃতই সিদ্ধ (প্রমাণিত) হয়ে যায় :

ভগবানুবাচ : তোমরা আমার দ্বারা পরমার্থকে জানলে আমার পরম পদকে প্রাপ্ত করবে। অর্থাৎ পরমার্থকে জানলে তোমার আচার ব্যবহার সিদ্ধ হয়ে যাবে। দেখো, দেবতাদের সামনে প্রকৃতি তো চরণের দাসী হয়ে থাকে। এই পাঁচ তন্ত্র সুখ স্বরূপ হয়ে মনোবাঞ্ছিত সেবা করতে থাকে। এই সময় দেখো মনোবাঞ্ছিত সুখ না মেলার কারণে মানুষের জীবনে দুঃখ, অশান্তি প্রাপ্ত হতেই থাকে। সত্যযুগে তো এই প্রকৃতি সুখদায়ী হয়ে থাকে। দেখো, দেবতাদের জড় চিত্রেও কতো কতো আভূষণ পরানো হয়। তো যখন চৈতন্য রূপে প্রত্যক্ষ হবেন, সেই সময় তবে কতো বৈভব হবে ! এই সময় মানুষ না খেতে পেয়ে মরছে অথচ জড় মূর্তির পিছনে কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। তো এখানে কোথায় অন্তর দেখো। নিশ্চয়ই তারা এমন কোনো শ্রেষ্ঠ কর্ম করেছিলেন তবেই তো তাদের এমন স্মরণিক তৈরী হয়েছে। কতো পূজাও করা হয় তাদের। তারা নির্বিকারী প্রবৃত্তিতে থেকেও কমল ফুলের মতো অবস্থাতে, কিন্তু এখন তারা নির্বিকারী প্রবৃত্তির পরবর্তে বিকারী প্রবৃত্তিতে চলে গেছে। যার জন্য সকল পরমার্থকে ভুলে ব্যবহারে বা আচরণের দিকে চলে গেছে। সেইজন্য রেজাল্ট উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে। এখন স্বয়ং পরমাত্মা এসে বিকারী প্রবৃত্তির থেকে বের করে নির্বিকারী প্রবৃত্তি শেখাচ্ছেন আমাদেরকে। যার দ্বারা আমাদের জীবনকে সদা কালের জন্য সুখী বানিয়ে থাকি। সেইজন্য প্রথমে চাই পরমার্থ তারপর আচরণ। পরমার্থের মধ্যে থাকলে আচার ব্যবহার অটোমেটিক্যালি সফল হয়ে যাবে। ওম্ শান্তি।

"তন, মন, ধন আর সম্বন্ধের শক্তি"

আজ সর্বশক্তিমান বাবা তাঁর নিজের শক্তিশালী বাচ্চাদের দেখছেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মা শক্তিশালী হয়েছে, কিন্তু নম্বর অনুক্রমে। অবিনাশী উত্তরাধিকার হলো বাবার সর্বশক্তি আর বরদাতার বরদান। বাবা আর বরদাতা - এই ডবল সম্বন্ধ থেকে এই শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি প্রত্যেক বাচ্চার জন্ম থেকেই প্রাপ্ত হয়। জন্ম থেকেই বাবা তোমাদের সর্বশক্তির অধিকারী অর্থাৎ জন্মসিদ্ধ অধিকারের অধিকারী বানিয়ে দেন, সেইসঙ্গে জন্ম হতেই বরদাতা হিসেবে মাস্টার সর্বশক্তিমান বানিয়ে "মাস্টার শক্তি ভব"র বরদান দিয়ে দেন। সব বাচ্চার একের থেকে একইরকম ডবল অধিকার লাভ হয়, কিন্তু ধারণ করার শক্তি নম্বর অনুক্রমিক বানিয়ে দেয়। বাবা সবাইকে সদা আর সর্ব শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন, কিন্তু বাচ্চারা যথা-শক্তি হয়ে যায়। সাধারণতঃ, লৌকিক জীবনে বা অলৌকিক জীবনে সমুদয় শক্তিই সফলতার আধার। যতোধিক শক্তি ততোধিক সফলতা। মুখ্য শক্তি হলো - তনের, মনের, ধনের আর সম্বন্ধের। এই চারই আবশ্যিক। যদি এই চারের মধ্যে থেকে একটা শক্তিও কম থাকে তবে জীবনে সদা ও সর্ব সফলতা হয় না। অলৌকিক জীবনেও চার শক্তিই প্রয়োজন।

এই অলৌকিক জীবনে আত্মা আর প্রকৃতি উভয়ের সুস্বাস্থ্য আবশ্যিক। যখন আত্মা সুস্থ, তখন স্ব-স্থিতির কারণে তনের হিসেব-নিকেশ অথবা তনের রোগ শূল থেকে কাঁটায় রূপান্তরিত হওয়ার কারণে আত্মা নিজেকে সুস্থ অনুভব করে। তার মুখে, আচার-আচরণে রোগের কষ্টজনিত কোনো চিহ্ন থাকে না। মুখে তারা রোগের বর্ণন করে না, কর্মভোগের বদলে কর্মযোগের স্থিতির বর্ণন করে, কারণ রোগের বর্ণনও রোগ বৃদ্ধির কারণ হয়ে যায়। তারা না কখনও রোগের কষ্ট অনুভব করবে, আর না অন্যকে কষ্টের কথা শুনিye কষ্টের তরঙ্গ ছড়াবে। অর্থাৎ মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে শক্তির বরদানে সময় অনুযায়ী সহন শক্তি, অন্তলীন করার শক্তি প্রয়োগ করবে, তাছাড়া, যথা সময়ে শক্তির বরদান বা উত্তরাধিকার কার্য-ব্যবহারে প্রয়োগ করার ফলে বরদান অর্থাৎ আশীর্বাদ তোমাদের জন্য ওষুধের কাজ করে দেয়। কারণ সর্বশক্তিমান বাবার দ্বারা যে সর্বশক্তি প্রাপ্ত হয়, তা' যে পরিস্থিতি অনুসারে, যে সময়ে, যে বিধিতে তোমরা কার্যে প্রয়োগ করতে চাও, ঠিক সেই ভাবেই এই সব শক্তি তোমাদের সহযোগী হতে পারে। এই শক্তিকে বা প্রভু-বরদানকে যে রূপে চাও সেই রূপ ধারণ করতে পারো, এই মুহূর্তে শীতলতার রূপে, পরমুহূর্তে জ্বালানোর রূপে। এই রূপ জলের শীতলতারও অনুভব করতে পারে, আবার আগুনে জ্বালানোর অনুভবও করতে পারে, ওষুধেরও কাজ করতে পারে এবং শক্তিশালী বানানোর মাজনেরও কাজ করতে পারে। শুধু যথা সময়ে কার্যে প্রয়োগ করার অথরিটি হও। এই সর্বশক্তি তোমরা সব মাস্টার সর্বশক্তিমানের সেবাধারী। যখনই তুমি যাকে অর্ডার করবে, সে 'হাজির হজুর' বলে সহযোগী হবে, কিন্তু যে এই সেবা নেবে, তারও সুচতুর (পারদর্শী) হওয়া প্রয়োজন। অতএব, তনের শক্তি আত্মিক শক্তির আধারে সদা অনুভব করতে পারো অর্থাৎ সদা সুস্থ থাকার অনুভব করতে পারো।

এই অলৌকিক ব্রাহ্মণ জীবন সদাই সুস্বাস্থ্য জীবন। বরদাতার থেকে 'সদা সুস্থ ভব'র বরদান প্রাপ্তি হয়েই আছে। বাপদাদা দেখেন বরদানপ্রাপ্ত অনেক বাচ্চা সময় মতো কার্যে প্রয়োগ করে লাভ নিতে অপারগ অথবা এটা বলা যায় যে তারা তাদের সকল শক্তি অর্থাৎ তাদের সেবাধারীদের থেকে নিজের উদারতা এবং বিশাল বুদ্ধির দ্বারা সেবা নিতে অপারগ। 'মাস্টার সর্বশক্তিমান' - এই স্থিতি কিছুমাত্র কম নয়! এটা শ্রেষ্ঠ স্থিতিও আর সেইসঙ্গে ডাইরেক্ট পরমাত্মা দ্বারা 'পরম টাইটেল'ও। টাইটেলের কতখানি নেশা আছে তোমাদের! টাইটেল তোমাদের কতো কার্য সফল করে দেয়। এই টাইটেল পরমাত্ম-টাইটেল, এতে কতো খুশি আর শক্তি ভরে আছে! যদি এই এক টাইটেলের স্থিতিরূপী সীটে সেট থাকতে পারো, তবে এই সর্বশক্তি তোমার সেবার জন্য সদা হাজির রয়েছে অনুভূত হবে, তোমার অর্ডারের অপেক্ষায় থাকবে। অতএব, বরদান এবং অবিনাশী উত্তরাধিকার কার্যে লাগাও। যদি মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্বমানে স্থিত না হও, তাহলে শক্তিসমূহকে অর্ডার অনুযায়ী চালনা করার পরিবর্তে বারবার বাবার কাছে আর্জি পেশ করতে থাকো, এই শক্তি দাও, আমার এই কাজ করিয়ে দাও, এটা যেন হয়ে যায়, এইভাবে যেন হয়ে যায়। সেইজন্য যারা আর্জি পেশ করে তারা কখনই সদা খুশি থাকতে পারে না। একটা জিনিস সম্পন্ন হবে, তারপরে আরেকটা শুরু হবে। সেইজন্য মালিক হয়ে, যোগযুক্ত হয়ে সেবাধারীদের থেকে যুক্তিযুক্তভাবে যদি সেবা নাও তো সদা আপনা থেকেই সুস্থতা অনুভব করবে। একে বলে, তনের শক্তির প্রাপ্তি।

এইরকমই মনের শক্তি অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প শক্তি। মাস্টার সর্বশক্তিমানের প্রতিটা সঙ্কল্পে এত শক্তি আছে যে সে যা চায়, যে

সময়ে চায় তা' করতে পারে এবং করাতেও পারে। কারণ তার সঙ্কল্প সদা শুভ, শ্রেষ্ঠ আর কল্যাণকারী হবে। সুতরাং যেখানে কল্যাণের জন্য শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্প ওঠে তা' অবশ্যই সফল হয় আর মাস্টার সর্বশক্তিমান হওয়ার কারণে মন কখনো মালিককে প্রতারণা করতে পারে না, দুঃখ অনুভব করাতে পারে না। মন একাগ্র অর্থাৎ এক জায়গায় (ঠিকানায়) স্থির থাকে, দিশাহীন হয়ে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায় না। যখন যেখানে চাও সেখানে মনকে তোমরা স্থির করতে পারো। মন কখনো উদাস হতে পারে না, কারণ সেই সেবাধারী দাস হয়ে যায়। এই হলো মনের শক্তি, যা অলৌকিক জীবনে তোমরা প্রাপ্ত করেছ।

তৃতীয়তঃ, এইরকমই ধনের শক্তি অর্থাৎ জ্ঞান-ধনের শক্তি। জ্ঞান-ধন স্থূল ধনের প্রাপ্তি নিজে থেকেই করায়। যেখানে জ্ঞান-ধন আছে, সেখানে প্রকৃতি দাসী হয়ে যায়। এই স্থূল ধন প্রকৃতির সাধনের জন্য। জ্ঞান-ধন থেকে প্রকৃতির সমুদয় উপকরণ স্বতঃই প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য জ্ঞান-ধন সব ধনের রাজা। যেখানে রাজা, সেখানে সর্ব পদার্থ নিজে থেকেই প্রাপ্ত হয়, পরিশ্রম করতে হয় না। যদি কোনও লৌকিক পদার্থ প্রাপ্ত করতে পরিশ্রম করতে হয় তাহলে তার কারণ জ্ঞান-ধনের অভাব। বাস্তবে, জ্ঞান-ধন তোমাদের পদ্মাপদমপতি বানায়। পরমার্থ-চিন্তায় ব্যবহার করা সবকিছু স্বতঃই সফল হয়ে যায়। সেইজন্য যাদের পরমাত্ম-ধন আছে তারা পরমেশ্বরী(পরমার্থী) হয়ে যায় অর্থাৎ তারা সবকিছু পরমার্থে করে। সঙ্কল্প করারও আবশ্যিকতা নেই, নিজে থেকেই সর্ব আবশ্যিকতা পূরণ হতে থাকে। ধনের এত শক্তি আছে, যা অনেক জন্মের জন্য এই জ্ঞান-ধন রাজার রাজা বানিয়ে দেয়। সুতরাং ধনেরও শক্তি সহজে প্রাপ্ত হয়ে যায়।

এইরকমই সম্বন্ধের শক্তি। সম্বন্ধের শক্তিপ্রাপ্তির শুভ ইচ্ছা এইজন্যই হয়, কারণ সম্বন্ধে স্নেহ আর সহযোগের প্রাপ্তি হয়। এই অলৌকিক জীবনে সম্বন্ধের শক্তি ডবল রূপে প্রাপ্ত হয়। জানো তোমরা, কীভাবে ডবল শক্তির প্রাপ্তি হয়? এক - বাবা দ্বারা সর্ব সম্বন্ধ, দুই - দৈবী পরিবার দ্বারা সম্বন্ধ। তাহলে ডবল সম্বন্ধ তো হয়েই গেল, তাই না! বাবার সাথেও আর নিজেদের মধ্যেও। সুতরাং সম্বন্ধ দ্বারা সদা নিঃস্বার্থ স্নেহ, অবিনাশী স্নেহ আর অবিনাশী সহযোগ সদাই প্রাপ্ত হতে থাকে। অতএব, তোমাদের সম্বন্ধেরও শক্তি আছে, তাই না! যে কোনো ক্ষেত্রে, বাবা, বাচ্চাদের কেন চায়, অথবা বাচ্চা, বাবাকে কেন চায়? সহযোগের জন্য, যাতে প্রয়োজনের সময় সহযোগ পাওয়া যায়। সুতরাং এই অলৌকিক জীবনে চার শক্তি বরদান রূপে, অবিনাশী উত্তরাধিকার রূপে তোমাদের প্রাপ্ত হয়। যখন চার রকমের শক্তি তোমরা প্রাপ্তই করেছ, প্রতি মুহূর্তে তার স্থিতি কেমন হবে? সদা মাস্টার সর্বশক্তিমান, এই স্থিতির সীটে সদা স্থিত তোমরা? অন্য কথায় একেই বলা হয়ে থাকে স্ব-এর রাজা বা রাজযোগী। রাজার ভান্ডার সদা পরিপূর্ণ থাকে। সুতরাং রাজযোগী অর্থাৎ শক্তির ভান্ডার সদা পরিপূর্ণ, বুঝেছ? একে বলে, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অলৌকিক জীবন। সদা মালিক হয়ে সর্বশক্তিকে কার্যে লাগাও। যথাশক্তির পরিবর্তে সদা শক্তিশালী হও। দরখাস্ত (আর্জি) পেশকার নয়, সদা সন্তুষ্ট থাকো। আচ্ছা।

মধুবনে আসার চাক্স সবাইই তো পাচ্ছ, তাই না! প্রাপ্ত হওয়া এই ভাগ্য সদা সাথে রাখো। ভাগ্যবিধাতাকে সাথে রাখা অর্থাৎ ভাগ্যকে সাথে রাখা। তিনটে জোন থেকে তোমরা এসেছ। আলাদা-আলাদা স্থানের তিন নদী এসে একত্রিত হয়েছে - একে বলে, ত্রিবেণীর সঙ্গম। বাপদাদা তো বরদাতা হয়ে সবাইকে বরদান দেন। বরদানকে কার্যে প্রয়োগ করা, সেটা প্রত্যেকের নিজের উপর নির্ভর করছে। আচ্ছা।

চারিদিকের পূর্ণ উত্তরাধিকারের আর বরদানের অধিকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, মাস্টার সর্বশক্তিমান সব শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, যারা সদা সন্তুষ্টতার তরঙ্গ ছড়ায়, সেই সন্তুষ্ট আত্মাদের, সদা পরমার্থ-চিন্তা দ্বারা ব্যবহারে সফলতা প্রাপ্তকারী মহান আত্মাদের বাপদাদার স্নেহ আর শক্তিসম্পন্ন স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

"সবার সহযোগে সুখময় সংসার" কার্যক্রমের জন্য অব্যক্ত বাপদাদার প্রেরণা"

এটা এমন বিষয় যে সবাই নিজে থেকে এসে তাদের সহযোগ দেওয়ার অফার করবে। তাদের সহযোগের মাধ্যমে তারা সম্বন্ধেও আসবে, সেইজন্য নিজেদের উদ্যোগেই অফার দেবে। শুধু শুভ ভাবনা, শুভ কামনা সম্পন্ন সেবাধারীরা যেন সেবায় এগিয়ে যায়। শুভ ভাবনার ফল প্রাপ্ত হবে না, এতো হতেই পারে না। সেবাধারীদের শুভ ভাবনা, শুভ কামনার ক্ষেত্র সহজে ফল দেওয়ার নিমিত্ত হবে। ফল প্রস্তুত, শুধু ক্ষেত্র তৈরি হতে সামান্য দেরি। ফল তো স্বয়ং বেরিয়ে আসবে, কিন্তু তার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রয়োজন। এখন সেই ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে।

কার্যতঃ, সেবা তো সবারই করা আবশ্যিক, কিন্তু তবুও বিশেষ সন্না যারা আছে, তাদের মধ্যে থেকে এখনও কাছে আসেনি

। রাজনৈতিক সন্থাদের সেবা হয়তো হয়েছে, বা ধর্মীয় সন্থাদের হয়েছে, কিন্তু তাদের সহযোগী হয়ে সামনে আসার, প্রয়োজনের সময় তাদের সহযোগ দেওয়ার আবশ্যকতা আছে । তার জন্য শক্তিশালী তির লাগাতে হবে । দেখা যায় যে শক্তিশালী তির সেটাই হয় যার মধ্যে সর্ব আন্থাদের সহযোগের ভাবনা আছে, খুশির ভাবনা আছে, সন্তোষ আছে । এতে সব কার্য সহজে সফল হয় । এখন যে সেবা করো তা' তোমরা আলাদা আলাদা ভাবে করো, কিন্তু যেভাবে আগের কালে কোনো কাজ করতে কেউ বাইরে যেত তো পুরো পরিবারের আশীর্বাদ নিয়ে যেত । সেই আশীর্বাদই সবকিছু সহজ করে দেয় । সুতরাং, বর্তমান সেবায় এই অ্যাডিশন (এখনই বৃদ্ধি) প্রয়োজন । অতএব, কোনও কার্য শুরু করার পূর্বে সকলের শুভ ভাবনা, শুভ কামনা নাও, সকলের সন্তুষ্টতার বল ভরে নাও, তবেই শক্তিশালী ফল বেরোবে ।

এখন এত পরিশ্রম করার আবশ্যকতা নেই । সবাই রিক্ত (খালি) হয়ে আছে । পরিশ্রম করার প্রয়োজন নেই । তারা এতটাই খালি যে ফুঁ দিলে তারা উড়ে এসে এখানে পড়বে । আর আজকাল সবাই মনে করছে, অন্য কোনো পাওয়ারের প্রয়োজন আছে যা সবকিছু কন্ট্রোল করতে পারবে - হয় তা' সে রাজ্যের হোক, কিম্বা ধর্মের । ভিতরে ভিতরে তারা খুঁজছে । এখন কেবল ব্রাহ্মণ আন্থাদের সেবার বিধিতে প্রভেদ আনতে হবে, সেটাই মন্ত্র হয়ে যাবে । এখন কেবল সেই মন্ত্রকে নিয়ে আসো আর সফল হও । ৫০ বছর পরিশ্রম করেছে । এই সবই হওয়ার ছিল, তোমরা অনুভাবী হয়ে গেছ । এখন সব কার্যে এই লক্ষ্য রাখো যে 'সকলের সহযোগে সফলতা' - এই টপিক ব্রাহ্মণদের জন্য । আর দুনিয়ার লোকের জন্য টপিক - সবার সহযোগে সুখময় সংসার' ।

আচ্ছা । এখন তো তোমাদের সবার সফলতার প্রত্যক্ষ রূপ প্রতীয়মান হবে । কোনও ভুল হয়ে যাওয়া কাজও তোমাদের দৃষ্টিতে, তোমাদের সহযোগে সহজে ঠিক হয়ে যাবে, যার কারণে ভক্তিতে তারা হর্ষরবে (উল্লাসধ্বনি) ডাকবে । এই সমস্ত সফলতাও প্রত্যক্ষ রূপে তোমাদের সামনে আসবে । সফলতার রীতি অনুযায়ী তোমরা কেউ বলবে না যে, হ্যাঁ এটা হয়ে যাবে', কিন্তু তোমাদের ডিরেকশন নিজে থেকেই সফলতা প্রাপ্ত করাতে থাকবে । তবেই তো প্রজা তাড়াতাড়ি তৈরি হবে, সবদিক থেকে বেরিয়ে তোমাদের দিকে আসবে । সফলতার এই পার্ট এখন বহাল থাকবে । কিন্তু প্রথমে এত শক্তিশালী হও যাতে সফলতা স্বীকার করবে না, তখনই এই প্রত্যক্ষতা হবে । নয়তো, যারা সফলতা নিশ্চিত করবে তারাই যদি সফলতার মধ্যে আটকে যায় তাহলে কি করবে ? সুতরাং এইসব বিষয় এখন থেকেই শুরু হতে হবে । বাবার যে গায়ন আছে তিনি সার্জনও, ইঞ্জিনিয়ারও, উকিলও, জজও, সবাই এটা প্র্যােকটিক্যালি অনুভব করবে, তখন সবদিক থেকে বুদ্ধি সরে গিয়ে এক দিকে যাবে । ভিড় তো এখন তোমাদের কাছে আসতে চলেছে । বাপদাদা এই দৃশ্য দেখেন আর কখনো কখনো এখনও দৃশ্য দেখেন - একটা বড় পার্থক্য রয়েছে মনে হয় ! তোমরা কে, তা' বাবা জানেন ! অতীত ওয়ান্ডারফুল পার্ট হতে চলেছে, যা স্বপ্নেও আন্দাজ হয় না । শুধু সামান্য আটকে আছে, যেমন পর্দা কখনো কখনো একটু আটকে যায় । যখন তোমরা পতাকা উত্তোলন করো তো কখনো আটকে যায়, ঠিক সেইরকমই এখন একটু একটু আটকে থাকছে । তোমরা যে হও, যেমনই হও, তোমরা খুব মহান । যখন তোমাদের বিশেষত্ব প্রত্যক্ষ হবে তখন তো ইষ্ট হবে । অবশেষে তো ভক্ত মালাও প্রত্যক্ষ হবে, তাই না ! কিন্তু আগে ঠাকুর সেজে তৈরি হবে তবেই তো ভক্ত আসবে, নয় কি ? আচ্ছা !

বরদান:- নিজের আরামেরও ত্যাগ দ্বারা সেবা করে সদা সন্তুষ্ট, সদা আনন্দময় ভব সেবাধারী নিজের রাত-দিনের আরামকেও ত্যাগ করে সেবাতেই আরাম বোধ করে, যারাই তাদের সম্পর্কে আসে বা তাদের সম্বন্ধে থাকে, তারা নৈকট্যের এমন শীতলতা অনুভব করে যেন শক্তি ও শান্তির শীতল ঝর্ণার নিচে বসে আছে । শ্রেষ্ঠ চরিত্রবান সেবাধারী কামধেনু হয়ে সদাকালের জন্য সকলের মনোকামনা পূরণ করে দেয় । এইরকম সেবাধারীর সদা উৎফুল্ল এবং সদা সন্তুষ্ট থাকার বরদান স্বতঃই প্রাপ্ত হয় ।

স্লোগান:- জ্ঞান-স্বরূপ যদি হতে হয়, তাহলে সবসময় স্টাডির প্রতি অ্যাটেনশন দাও, বাবা আর পঠন-পাঠনের প্রতি সমান ভালোবাসা হতে দাও ।

“মিষ্টি বাচ্চারা - এখন বিশেষতঃ ভারত এবং সমগ্র বিশ্বে বৃহস্পতির দশা বসবে, তোমাদের মতো বাচ্চাদের দ্বারা বাবা ভারতকে সুখধাম বানাচ্ছেন”

*প্রশ্ন:- ১৬ কলা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য বাচ্চারা, তোমরা কোন্ পুরুষার্থ করছো ?

*উত্তর:- যোগবল জমা করার। যোগবলের দ্বারা তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হচ্ছে। এই কারণে বাবা বলেন, দান করো আর গ্রহণ মুক্ত হও। কাম বিকার অধঃপতনে নিয়ে যায়, এই বিকার দান করলেই তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। ২ - দেহ-অভিমানকে ত্যাগ করে দেহী-অভিমानी হও। শরীরের ভান ত্যাগ করো।

*গীত:- তুমিই মাতা পিতা...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী (আত্মা রূপী) বাচ্চারা নিজের রুহানী বাবার মহিমা শুনলো। তারা কেবল গান গায় আর তোমরা প্র্যাকটিক্যাল বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার নিচ্ছে। তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের দ্বারাই ভারতকে সুখধাম বানাচ্ছেন। যাদের দ্বারা বানাচ্ছেন, নিশ্চয়ই তারাই সুখধামের মালিক হবে। বাচ্চাদের মধ্যে অসীম খুশি থাকা উচিত। বাবার অশেষ মহিমা। তাঁর কাছ থেকেই আমরা উত্তরাধিকার পাই। বাচ্চারা, এখন তোমাদের ওপর, আদর্শ সারা দুনিয়ায় বৃহস্পতির অবিনাশী দশা লেগেছে। তোমরা ব্রাহ্মণরাই এখন জেনেছো যে এবার গোটা দুনিয়ায় বিশেষ করে ভারতে বৃহস্পতির দশা লাগবে, কারণ তোমরা এখন ১৬ কলা সম্পূর্ণ হচ্ছে। বর্তমানে কোনো কলাই অবশিষ্ট নেই। বাচ্চাদের অনেক খুশি হওয়া উচিত। এমন যেন না হয় যে এখানে খুশি আছে আর বাইরে গেলেই তা উধাও হয়ে যাবে। যার গুণগান করা হয়, তিনি এখন তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছেন। বাবা বোঝাচ্ছেন, ৫ হাজার বছর আগেও তোমাদেরকে রাজত্ব দিয়ে গেছিলাম। এখন তোমরা দেখতে পাবে যে ধীরে ধীরে সকলে আর্তনাদ করতে থাকবে। তোমাদের স্লোগান চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। যেমন ইন্দিরা গান্ধী বলত যে এক ধর্ম, এক ভাষা, এক রাজত্ব হোক। সেক্ষেত্রেও তো আত্মাই বলত। আত্মা জানো যে বরাবর ভারতে একটাই রাজধানী ছিল যেটা এখন অতি নিকটে। তোমরা জানো যে যেকোনো মুহূর্তে সবকিছুর বিনাশ হয়ে যেতে পারে। এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। ভারত পুনরায় ১৬ কলা সম্পূর্ণ হবেই। তোমরা জানো যে আমরা এই যোগবলের দ্বারা-ই ১৬ কলা সম্পূর্ণ হচ্ছে। বলা হয় - দান করো আর গ্রহণ মুক্ত হও। বাবাও বলছেন, বিকার আর খারাপ গুণগুলো দান করো। এটা রাবণের রাজ্য। বাবা এসে এখান থেকে মুক্ত করেন। এদের মধ্যে আবার কাম বিকার সবথেকে ক্ষতিকর। তোমরা দেহ-অভিমानी হয়ে গেছ। এখন দেহী-অভিমानी হতে হবে। শরীরের ভান ত্যাগ করতে হবে। তোমরা বাচ্চারা এইসব কথাগুলো বুঝতে পারো। দুনিয়ার মানুষ জানে না। যে ভারত আগে ১৬ কলা সম্পূর্ণ ছিল, দেবতাদের রাজ্য ছিল, সেই ভারতেই এখন গ্রহণ লেগেছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল। ভারত তখন স্বর্গ ছিল। এখন বিকারের গ্রহণ লেগেছে, তাই বাবা বলছেন - দান দাও, আর গ্রহণ মুক্ত হও। এই কাম বিকারই অধঃপতনে নিয়ে যায়। তাই বাবা বলেন - এটাকে দান করলেই তোমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। যদি না দাও, তবে হতেও পারবে না। আত্মারা নিজ নিজ ভূমিকা পেয়েছে। এটাও তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে। তোমাদের মতো আত্মাদের অনেক ভূমিকা আছে। তোমরা সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব পেয়ে যাও। এটা একটা সীমাহীন নাটক। অনেক অভিনেতা রয়েছে। সবথেকে ফার্স্টক্লাস অভিনেতা হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ। বিষ্ণুই ব্রহ্মা-সরস্বতী এবং ব্রহ্মা-সরস্বতীই বিষ্ণু হয়। কিভাবে এরা ৮৪ বার জন্ম নেয় ? পুরো চক্রটাই বুদ্ধিতে এসে যায়। শাস্ত্র পড়ে কেউই কিছু বুঝতে পারে না। ওখানে তো কল্পের আয়ুকেই লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। তাহলে তো স্বস্তিকা চিহ্নও আঁকা যাবে না। ব্যবসায়ীরা হিসাবের খাতায় স্বস্তিকা চিহ্ন এঁকে রাখে। গণেশের আরাধনা করে। এটা তো অসীম জগতের হিসাব। স্বস্তিকায় চারটে ভাগ থাকে। জগন্নাথের মন্দিরেও হাঁড়িতে ভাত রান্না করা হয়ে গেলে, সেটাকে চার ভাগ করে। ওখানে কেবল চালের ভোগই হয়, কারণ ওদিকে প্রচুর ভাত খায়। শ্রীনাথের মন্দিরে ভাত হয় না। ওখানে খাঁটি ঘিয়ের সুস্বাদু ভোগ তৈরি হয়। ভোগ রান্নার সময়ে সবাই পরিচ্ছন্ন হয়ে মুখ বন্ধ রেখে রান্না করে। খুব শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে সেই ভোগ নিয়ে যায়। তারপর ভোগ নিবেদন হয়ে গেলে সকল পান্ডারা সেই প্রসাদ পায়। দোকানে নিয়ে গিয়ে রাখে। সেখানে অনেক ভিড় হয়। বাবা এইসব দেখেছেন। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এখন কে পড়াচ্ছেন ? প্রিয়তম বাবা নিজে এসে তোমাদের সেবক হয়েছেন, তোমাদের সেবা করছেন। এতোটা নেশা হয় কি ? আমাদের মতো আত্মাদেরকে স্বয়ং বাবা এসে শিক্ষা দিচ্ছেন। আত্মাই সবকিছু করছে। কিন্তু মানুষ সেই আত্মাকেই নির্লিপ বলে দেয়। তোমরা জানো যে, আত্মার মধ্যেই ৮৪ জন্মের অবিনাশী ভূমিকা ভরা আছে। সেই আত্মাকেই নির্লিপ বলে দেওয়া মানে রাত-দিনের পার্থক্য হয়ে যায়। যদি কেউ দেড় মাস ধরে বসে বসে এগুলো বোঝার

চেষ্টা করে, তাহলেই এইসব পয়েন্ট বুঝতে পারবে। দিনে দিনে অনেক পয়েন্ট বেরিয়ে আসছে। এটা অনেকটা কস্তুরীর মতো। যখন বাচ্চারা পাকাপাকি ভাবে নিশ্চিত হয়, তখন তারা বুঝতে পারে যে বরাবরের মতো স্বয়ং পরমপিতা পরমাত্মাই এসে দুর্গতি থেকে সদগতি প্রদান করছেন।

বাবা বলছেন, তোমাদের ওপর এখন বৃহস্পতির দশা বসেছে। আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়েছিলাম, তারপর রাবণ রাহুর দশা বসিয়েছে। এখন পুনরায় বাবা স্বর্গের মালিক বানাতে এসেছেন। তাই নিজের ক্ষতি করা উচিত নয়। ব্যবসায়ীরা সর্বদা নিজের হিসাব ঠিক রাখে। যদি কেউ নিজের ক্ষতি করে, তবে তাকে আনাড়ি বা অপটু বলা হয়। খুব কম সংখ্যক ব্যবসায়ী এই ব্যবসা করতে পারে। এটাই অবিনাশী ব্যবসা। বাকি সমস্ত ব্যবসা তো ধূলিস্মাৎ হয়ে যাবে। এখন তোমরা সত্যিকারের ব্যবসা করছো। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, সওদাগর, রত্নাকর। তোমরা দেখো যে প্রদর্শনীতে অনেকেই আসে। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কমজনই সেন্টারে আসে। ভারত অতি বিশাল। সব জায়গায় তোমাদেরকে যেতে হবে। প্রায় সমগ্র ভারতেই তো জলের গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছে। এটাও তোমাদেরকে বোঝাতে হবে। ওই জলের গঙ্গা মোটেও পতিতপাবনী নয়। তোমাদের মতো জ্ঞান-গঙ্গাদের গিয়ে গিয়ে বোঝাতে হবে। চতুর্দিকে মেলা, প্রদর্শনী হতেই থাকে। দিনে দিনে আরো ছবি বানানো হয়। ছবি এতো সুন্দর হবে যাতে দেখলেই মজা হয়, মানুষ ভাবে যে এরা তো ঠিক কথাই বলছে - এখন সত্যই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সিঁড়ির ছবিও খুবই ভালো। এখন ব্রাহ্মণ ধর্ম স্থাপন হচ্ছে। এই ব্রাহ্মণরাই এরপর দেবতা হবে। তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো। নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস করো যে আমার মধ্যে কোনো ছোট কিংবা বড় কাঁটা নেই তো ? কাম বিকারের কাঁটা নেই তো ? ক্রোধের কাঁটা সূক্ষ্ম হলেও ক্ষতিকারক। দেবতারা ক্রোধ করে না। দেখানো হয়েছে যে শঙ্কর নয়ন খুললেই বিনাশ হয়ে যায়। এটাও এক ধরনের কালিমা লিপ্ত করা। বিনাশ তো অবশ্যই হবে। সূক্ষ্মবতনে শঙ্করের গলায় সাপ থাকা সম্ভব নয়। সূক্ষ্মবতন আর মূলবতনে বাগান কিংবা সাপ কিছুই থাকতে পারে না। এগুলো সব এখানেই থাকে। স্বর্গ এখানেই হয়। এখন মানুষ কাঁটার মতো হয়ে গেছে। তাই এই দুনিয়াকে কাঁটার জঙ্গল বলা হয়। সত্যযুগ হলো ফুলের বাগান। তোমরা দেখছো যে বাবা কতো সুন্দর বাগান বানাচ্ছেন। সবথেকে সুন্দর বাগান বানাচ্ছেন। সবাইকে সুন্দর বানিয়ে দেন। তিনি নিজে সদাসুন্দর। তাই তাঁর সজনী অথবা বাচ্চাদেরকেও সুন্দর বানাচ্ছেন। কিন্তু রাবণ তো একেবারে কালো করে দিয়েছে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন খুশি হওয়া উচিত যে এখন আমাদের ওপর বৃহস্পতির দশা বসেছে। যদি সুখ এবং দুঃখ অর্ধেক অর্ধেক হয়, তবে তাতে লাভ আছে কি ? না, ৩/৪ ভাগ সুখ আর ১/৪ ভাগ দুঃখ থাকে। এইভাবেই এই ড্রামা বানানো আছে। অনেকেই জিজ্ঞেস করে, এই ড্রামা এইভাবেই কেন বানানো আছে ? কিন্তু এটা তো অনাদি। কেন তৈরি করা হয়েছে - এই প্রশ্ন উঠতেই পারে না। এইভাবেই এই অনাদি, অবিনাশী ড্রামা বানানো আছে। যেভাবে বানানো আছে, পুনরায় সেভাবেই তৈরি হচ্ছে। কেউই মোক্ষলাভ করতে পারে না। এই সৃষ্টি তো অনাদিকাল থেকে চলে আসছে, আর চলতেই থাকবে। কখনোই প্রলয় হয় না।

বাবা এসে নতুন দুনিয়া বানাচ্ছেন, কিন্তু এতে কতো সূক্ষ্ম মার্জিন রয়েছে। মানুষ যখন পতিত হয়ে যায়, তখনই তাঁকে আহ্বান করে। বাবা এসে সকলের কায়া কল্পতরু করে দেন যাতে অর্ধেক কল্প কখনোই তোমাদের অকালে মৃত্যু হয় না। তোমরা মৃত্যুঞ্জয় হয়ে যাও। তাই বাচ্চাদেরকে অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। যত ভালো পদমর্যাদা পাবে, ততই কল্যাণ। বেশি উপার্জনের জন্য সবাইকেই পুরুষার্থ করতে হয়। যে কাঠ কুড়ায়, সেও চায় বেশি উপার্জন করতে। কেউ কেউ লোক ঠকিয়ে উপার্জন করে। টাকা পয়সা নিয়েই যত ঝামেলা। ওখানে কেউ তোমাদের সম্পত্তি লুণ্ঠ করতে পারবে না। দেখছো তো, দুনিয়ায় কি কি ঘটনা ঘটছে। ওখানে এইরকম কোনো দুঃখের ঘটনা ঘটবে না। এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে অনেক উত্তরাধিকার নিয়ে নাও। নিজেকে চেক করতে হবে যে আমি কি স্বর্গে যাওয়ার যোগ্য ? (নারদের মতো) মানুষ অনেক তীর্থযাত্রা করলেও কোনো লাভ হয় না। গানেও বলা হয়েছে - চতুর্দিকে ভ্রমণ করলাম, কিন্তু সর্বদা দূরেই থাকলাম। বাবা এখন তোমাদেরকে কতো ভালো যাত্রা শেখাচ্ছেন। এতে কোনো পরিশ্রম করতে হয় না। বাবা শুধু এটাই বলছেন যে মামেকং (কেবল আমাকে) স্মরণ করলেই বিকর্মের বিনাশ হবে। খুব ভালো ভালো উপায় বলে দিই। বাচ্চারাই শুনছে। এটা আমার লোন নেওয়া শরীর। এই বাবা তো খুবই খুশি হন। আমি স্বয়ং বাবাকে এই শরীর লোন দিয়েছি। বাবা আমাকে বিশ্বের মালিক বানাচ্ছেন। ভাগীরথ নাম তো আছেই। তোমরা বাচ্চারা এখন রামরাজ্যে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। তাই সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। কাঁটা হওয়া উচিত নয়।

তোমরা হলে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। সকলের মূল আধার হলো মুরলী। মুরলী না পড়লে তোমরা শ্রীমং পাবে কোথা থেকে ? এমন তো নয় যে কেবল একজন ব্রাহ্মণীই প্রতিদিন মুরলী শোনাবে। যেকোনো মুরলী পড়ে শোনাতে পারে। বলতে হবে যে আজকে আপনি শোনান। আজকাল বোঝানোর জন্য প্রদর্শনীর ছবিগুলোও কত সুন্দরভাবে বানানো হয়েছে। এই প্রধান ছবিটা

নিজের দোকানে নিয়ে গিয়ে রাখা। অনেকের কল্যাণ হবে। মানুষকে বলো যে আপনি যদি আসেন, তবে আপনাকে বুম্বিয়ে বলব যে কিভাবে এই সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হয়। কারোর কল্যাণের জন্য যদি কিছু সময় যায়, তবে কোনো সমস্যা নেই। ওই লেনদেন করার সাথে সাথে এভাবেও মানুষকে লাভবান করতে পারো। এটা বাবার অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দোকান। সবথেকে ভালো ছবি হলো সিঁড়ির ছবি আর গীতার ভগবানের ছবি। ভারতেই ভগবান শিব এসেছিলেন। তাই তাঁর জন্মদিন পালন করা হয়। এখন সেই বাবা পুনরায় এসেছেন। যজ্ঞ রচিত হয়েছে। তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে রাজযোগের শিক্ষা দিচ্ছেন। বাবা এসে রাজাদের রাজা বানিয়ে দেন। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে সূর্য বংশের রাজা-রানী বানিয়ে দিই, যাদেরকে বিকারগ্রস্ত রাজারা প্রণাম করে। তাই স্বর্গের মহারাজা, মহারানী হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা কাউকে বাড়ি বানাতে না বলেন না। বানাতে চাইলে বানাও। টাকা পয়সা তো মাটিতে মিশে যাবে। তাহলে কেন এগুলো দিয়ে বাড়ি বানিয়ে আরাম করে থাকব না? প্রয়োজনের কাজে অর্থ ব্যবহার করতে হবে। বাড়িও বানাও, খাওয়ার জন্যও রাখো। অনেকে দানপূণ্যও করে। যেমন কাশ্মীরের রাজা তার নিজের যত ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল, সব আর্থ সমাজকে দিয়ে দিয়েছিল। প্রত্যেকেই নিজের জাতি বা ধর্মের জন্য কিছু করে। এখানে ঐরকম কোনো ব্যাপার নেই। সবাই সন্তান। কোনো জাতিভেদ নেই। ওগুলো তো শারীরিক জাতিভেদ। আমি তোমাদের মতো মাতাদেরকে পবিত্র করে বিশ্বের রাজত্ব দিয়ে দিই। ড্রামা অনুসারে ভারতবাসীরাই রাজ্য ভাগ্য নেবে। তোমরা বাচ্চারা এখন জেনেছো যে আমাদের ওপর বৃহস্পতির দশা বসেছে। শ্রীমতে কেবল এটাই আছে যে মামেকং স্মরণ করো। ভক্তিমার্গে ব্যবসায়ীরা ধার্মিক উদ্দেশ্যে দান করার জন্য কিছু পরিমাণ অর্থ অবশ্যই আলাদা করে রাখে। পরের জন্মে ঋণিকের জন্য হলেও তার ফল পাওয়া যায়। এখন তো আমি ডাইরেক্ট এসেছি। তাই তোমরা ওগুলো এই কাজেই সার্থক করো। আমি তো কিছুই চাই না। শিববাবাকে কি নিজের জন্য কোনো বাড়ি বানানোর দরকার আছে? এইসব তোমাদের মতো ব্রাহ্মণদের। গরিব, বড়লোক সকলে একসাথেই থাকে। কেউ কেউ অসন্তোষ প্রকাশ করে - ভগবানের কাছেও কি সমান দৃষ্টি নেই? কাউকে মংহলে রাখা হয়, কাউকে ঝুপড়িতে রাখা হয়। কিন্তু এইরকম কথা বললে শিববাবাকেই ভুলে যায়। শিববাবা স্মৃতিতে থাকলে কখনোই এই ধরনের কথাবার্তা বলবে না। সবাইকে জিজ্ঞেস করা হয়। যদি দেখা যায় যে কোনো ব্যক্তি বাড়িতে এইরকম আরামে থাকে, তবে এখানেও সেইরকম বন্দোবস্ত করা হয়। সেইজন্যই সবাইকে খাতির করতে বলা হয়। যদি কিছু না থাকে, তবে সেটা দিয়ে দেওয়া হবে। বাচ্চাদের প্রতি বাবার ভালোবাসা আছে। অন্য কেউ এতটা ভালোবাসতে পারবে না। বাচ্চাদেরকে কতো করে বোঝান - পুরুষার্থ করো আর অন্যদের বোঝানোর জন্য যুক্তি রচনা করো। এর জন্য কেবল তিন পা জায়গা হলেই চলবে যেখানে কন্যারা বোঝাতে পারবে। যদি কোনো ধনী ব্যক্তির হাউস পাওয়া যায়, তবে সেখানে আমরা ছবি টাঙিয়ে দেব। সকালে আর সন্ধ্যায় এক ঘন্টা করে ক্লাস করিয়ে চলে আসব। সব খরচ আমরা করব, আর নাম হবে আপনার। অনেক মানুষ এসে কড়িতুল্য থেকে হীরেতুল্য হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অন্তরে যত কাঁটা আছে, সেগুলো ভালো করে চেক করে বের করতে হবে। রামরাজ্যে যাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) অবিনাশী জ্ঞানরত্নের ব্যবসা করে কারোর কল্যাণের জন্য সময় দিতে হবে। নিজে সুন্দর হয়ে অন্যকেও সুন্দর বানাতে হবে।

বরদান:- ফুলস্টপ (পূর্ণচ্ছেদ) দিয়ে শ্রেষ্ঠ মানসিক অবস্থার মেডেল প্রাপ্ত করতে সক্ষম মহাবীর ভব অনাদিকাল ধরে চলে আসা এই নাটকের আধ্যাত্মিক সেনাদেরকে অন্য কেউ মেডেল দেয় না, কিন্তু ড্রামা অনুসারে তারা নিজেরাই শ্রেষ্ঠ মানসিক অবস্থার মেডেল পেয়ে যায়। এই মেডেল তারাই পায়, যারা প্রত্যেক আত্মার ভূমিকাকে সাক্ষী হয়ে দেখে এবং অতি সহজেই পূর্ণচ্ছেদ দিয়ে দেয়। এইরকম আত্মাদের ফাউন্ডেশন (ভিত্তি) অনুভবের আধারে গঠিত হয়, তাই কোনোরকম সমস্যা রূপী দেওয়াল তাদেরকে আটকাতে পারে না।

স্লোগান:- প্রত্যেকটা সমস্যা রূপী পাহাড়কে অতিক্রম করে আপন লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য উড়ন্ত বিহঙ্গ হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা — তোমরা এখন অমরলোক স্থাপনের নিমিত্ত হয়েছ, যেখানে কোনও দুঃখ বা পাপ হবে না, ওটা হলো নির্বিকারী ওয়ার্ল্ড"

*প্রশ্নঃ - — ঈশ্বরীয় পরিবারের চমকপ্রদ প্ল্যান (পরিকল্পনা) কোনটি ?

*উত্তরঃ - — ঈশ্বরীয় পরিবারের প্ল্যান হলো — "ফ্যামিলি প্ল্যানিং করা"। এক সত্য ধর্ম স্থাপন করে অনেক ধর্মের বিনাশ করা। মানুষ বার্থ কন্ট্রোল করার জন্য প্ল্যান তৈরি করে থাকে, বাবা বলেন ওদের প্ল্যান অনুসারে কাজ হবে না। আমিই এসে নতুন দুনিয়া স্থাপন করি অবশিষ্ট সব আত্মারা তখন উপরে ঘরে চলে যায়। অল্প সংখ্যক আত্মারাই থাকে।

ওম্ শান্তি । এটি একটি বাড়ি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং একটি প্রতিষ্ঠান। বাচ্চারা, তোমাদের আত্মা জানে যে উনি হলেন শিববাবা। আত্মারা হলো শালগ্রাম। যার শরীর আছে, শরীর বলবে না যে আমার আত্মা। আত্মা বলে আমার শরীর। আত্মা হলো অবিনাশী, শরীর বিনাশী। এখন তোমরা নিজেদের আত্মা বলে জেনেছ। আমাদের বাবা শিব, তিনি হলেন সুপ্রীম ফাদার। আত্মা জানে তিনি আমাদের সুপ্রীম ফাদার, সুপ্রীম টিচার, এবং সুপ্রীম গুরুও। ভক্তি মার্গে আহ্বান করে বলে থাকে — ও গড ফাদার, মৃত্যুর সময়ও ডেকে বলে — হে ভগবান, হে ঈশ্বর। আহ্বান করে, তাইনা। কিন্তু কারো বুদ্ধিতেই যথার্থ রীতিতে বসেনি, ফাদার তো সব আত্মাদের একজনই। তারপরও ডেকে বলে- হে পতিত-পাবন, সুতরাং তিনি একজন গুরু, ডেকে বলে আমাদের দুঃখ থেকে মুক্ত করে শান্তিধামে নিয়ে চলো, সুতরাং তিনি একজনই বাবা, পতিত-পাবন এবং সদ্ধরু। সৃষ্টি চক্র কিভাবে ঘোরে, মানুষ ৮৪ জন্ম কিভাবে নিয়ে থাকে, অসীম জগতের হিস্টি-জিয়োগ্রাফী তিনিই এসে শোনান সেইজন্য তিনি সুপ্রীম টিচার। অজ্ঞানতায় বাবা আলাদা, টিচার আলাদা, গুরুও আলাদা হয়। অসীম জগতের বাবা, টিচার এবং সদ্ধরু একজনই। কত পার্থক্য। অসীম জগতের পিতা বাচ্চাদের অনন্ত উত্তরাধিকার প্রদান করেন। লৌকিক পিতা সীমিত উত্তরাধিকার দিয়ে থাকে। সেখানে পড়াশোনাও সীমিত। ওয়ার্ল্ডের হিস্টি-জিয়োগ্রাফী সম্পর্কে কেউ জানেনা। এটাও কেউ জানেনা লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে রাজ্য পেয়েছিল ? কত সময় ধরে রাজ্য শাসন করেছিল ? ত্রেতায় রাম-সীতা কতদিন রাজ্য শাসন করেছে ? কিছুই জানে না। এখন বাচ্চারা তোমরা বুঝেছ অসীমের পিতা এসেছেন আমাদের শিক্ষা প্রদান করতে। এরপর বাবা সন্নতির পথও বলে দেন। বাবা বলেন তোমরা ৮৪ জন্ম নিতে-নিতে পতিত হয়ে যাও, এখন পবিত্র হতে হবে। এটা হলো তমোপ্রধান দুনিয়া। প্রতিটি জিনিসকেই সতো, রজো এবং তমোর মধ্য দিয়ে আসতে হবে। এই যে সৃষ্টি তারও আয়ু আছে নতুন থেকে পুরানো, পুরানো থেকে আবার নতুন হয়। এটা তো সবাই জানে, ভারতই সত্যযুগে ছিল, সেখানে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল, আত্মা তারপর ওদের কী হয়েছে ? ওরা পুনর্জন্ম নিয়ে, সতোপ্রধান থেকে সতো, সতো থেকে রজো তমোতে এসেছে। এতবার জন্ম নিয়েছে। ভারতে ৫ হাজার বছর আগে যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল তখন ওখানে মানুষের গড় আয়ু ছিল ১২৫ -১৫০ বছর। তাকে বলে অমরলোক। ওখানে কখনোই অকালে মৃত্যু হয় না। এটা হলো মৃত্যুলোক। অমরলোকে মানুষ অমর হয়, আয়ু বৃদ্ধি পায়। সত্যযুগে পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম ছিল, তাকে বলে নির্বিকারী ওয়ার্ল্ড। এখন হলো বিকারগ্রস্ত ওয়ার্ল্ড। বাচ্চারা তোমরা এখন জানো আমরা শিববাবার সন্তান। উত্তরাধিকার শিববাবার কাছ থেকেই পাওয়া যায়। এই দাদাও (ব্রহ্মা) ঐ দাদার (গ্রান্ড ফাদার) কাছ থেকেই উত্তরাধিকার পায়। ড্যাডির (পিতা) প্রপারটির উপর সবার অধিকার থাকে। ব্রহ্মাকে বলা হয় প্রজাপিতা। আদম আর ইভ, আদম তার স্ত্রী। অসীমের পিতা হলেন নিরাকার গড ফাদার। প্রজাপিতা হলেন সাকার ফাদার। এনার নিজের শরীর আছে । শিববাবার নিজের শরীর নেই। সুতরাং তোমরা ব্রহ্মা বাবার মাধ্যমে শিববাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাও। দাদার (পিতামহ) সম্পত্তি তো বাবার দ্বারাই প্রাপ্ত হবে, তাইনা। ব্রহ্মা বাবার মাধ্যমে তোমরা শিববাবার দ্বারা মানুষ থেকে দেবতা হয়ে উঠেছো। শিখ ধর্ম গ্রন্থে ওরা তাঁর মহিমা করেছেন "মানুষকে দেব-দেবীতে পরিণত করতে ঈশ্বরের বেশি সময় লাগেনি"। গুরুগ্রন্থে অনেক মহিমা করা হয়েছে। যেমন বাবা বলেন অল্ফ (ঈশ্বর)কে স্মরণ করলে বাদশাহী তোমাদের। এমনকি গুরু নানকও বলেছেন:- ঈশ্বরের নাম জপ কর, সুখ পাবে। ঐ নিরাকার অকালমূর্ত বাবারই মহিমা ওরা গেয়ে থাকে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে সুখ প্রাপ্ত হবে। সবাই পিতাকে স্মরণ করে, যখন লড়াই শেষ হবে, লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে শুধু একটি ধর্ম থাকবে। এটাই বোঝার বিষয়। ভগবানুবাচ — পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর ভগবানকেই বলা হয়। উনিই দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী। আমরা যখন বাবার সন্তান নিশ্চয়ই আমাদের সুখে থাকা উচিত। প্রকৃতপক্ষে ভারতবাসীরাই সত্যযুগে ছিল। বাকি সব আত্মারা শান্তিধামে ছিল, এখন তো সব আত্মারাই এখানে

আসছে। এরপর আমরা গিয়ে দেবী-দেবতা হব। স্বর্গেও ভূমিকা পালন করতে হয়। এই পুরানো দুনিয়া হলো দুঃখ ধাম, নতুন দুনিয়া সুখধাম। ঘর যখন পুরানো হয়ে যায় তখন ওখান থেকে ইঁদুর, সাপ ইত্যাদি বেড়িয়ে আসে। এই দুনিয়াও তেমন হয়ে গেছে। এই কল্পের আয়ু হাজার বছরের। এখন এর অন্তিম সময়। গান্ধীজীও চাইতেন যে নতুন দুনিয়া দিল্লি হোক, রাম রাজ্য হোক। কিন্তু এই কাজ তো বাবার। দেবতাদের রাজ্যকেই রাম রাজ্য বলে। নতুন দুনিয়াতে তো অবশ্যই লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য হবে। রাধা-কৃষ্ণ দুজনেই ভিন্ন-ভিন্ন রাজধানীর, বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তারা লক্ষ্মী-নারায়ণ হন। এই সময় তারা নিশ্চয়ই তেমনই কর্ম করছে। বাবা তোমাদের কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতি সম্পর্কে বসে বুঝিয়েছেন। রাবণ রাজ্যে মানুষ যে কর্ম করবে তা বিকর্ম হয়ে যাবে। সত্য যুগে কর্ম অকর্ম হয়ে যায়। গীতাতেও এই বিষয়ে বলা হয়েছে, কিন্তু সেখানে নাম বদলে দেওয়া হয়েছে। এটাই হলো ভুল। কৃষ্ণ জয়ন্তী হয় সত্যযুগে। শিব হলেন নিরাকার পরমপিতা। কৃষ্ণ সাকার মানুষ। প্রথমে শিব জয়ন্তী তারপর কৃষ্ণ জয়ন্তী ভারতেই পালন করা হয়। ভক্তি মার্গে শিবরাত্রি বলা হয়। বাবা এসে ভারতকে স্বর্গের রাজ্য দিয়ে থাকেন। শিব জয়ন্তীর পরে উদযাপিত হয় কৃষ্ণ জয়ন্তী, এই দুইয়ের মাঝখানে উদযাপন হয় রাখী কেননা পবিত্রতা প্রয়োজন। পুরানো দুনিয়ার বিনাশও হওয়া চাই। তারপর লড়াই শুরু হলে সব শেষ হয়ে যাবে আর তোমরা এসে নতুন দুনিয়াতে রাজত্ব করবে। তোমরা এই পুরানো দুনিয়া, মৃত্যুলোকের জন্য পড়াশোনা করছ না। তোমাদের পড়াশোনা হলো নতুন দুনিয়া অমরলোকের জন্য। এই রকম কোনো কলেজ হবে না। এখন বাবা বলছেন মৃত্যুলোকের অন্তিম সময় সেইজন্য দ্রুততার সাথে পঠন-পাঠন করে বিচক্ষণ হতে হবে। উনি বাবা, পতিত-পাবন, শিক্ষা প্রদান করেন। সুতরাং এটা হলো গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি। ভগবানুবাচ তাইনা। কৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স। সেও শিববাবার কাছে থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করে। এই সময় সবাই ভবিষ্যতের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে নিচ্ছে কেননা যত পড়বে ততই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে। না পড়লে পদ কম হয়ে যাবে। যেখানেই থাকো না কেন, ঈশ্বরীয় পড়াশোনা কর। মুরলী তো বিদেশেও যায়।

বাবা রোজ সাবধান থাকার কথা মনে করিয়ে দিয়ে বলেন - বাচ্চারা, বাবাকে স্মরণ কর এর দ্বারা তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। আত্মার মধ্যে যে খাদ জমা হয়ে গেছে তা বেরিয়ে যাবে। আত্মাকে ১০০% পিওর হতে হবে। এখন আত্মা ইমপিওর (অপবিত্র)। ভক্তি তো মানুষ অনেক করে থাকে, তীর্থে যায়, মেলাতেও লক্ষ মানুষ যায়। এতো জন্ম-জন্মান্তর ধরে চলে আসছে। পরিশ্রম করে কত মন্দির ইত্যাদি করে তারপরও সিঁড়ি দিয়ে নামতেই থাকে (অধঃপতন হওয়া)। এখন তোমরা জান — আমরা উত্তরণের কলা দ্বারা সুখধামে যাব, তারপর আবার নীচে নামব। কলা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে। একটা নতুন বাড়ির চাকচিক্য ১০ বছর পরে অবশ্যই কমে যাবে। তোমরা নতুন দুনিয়া সত্যযুগে ছিলে। ১২৫০ বছর পরে রাম রাজ্য শুরু হয়েছিল, এখন তো সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে গেছে। জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। দুনিয়া পুরানো হয়ে গেছে। ওরা তো ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর জন্য কত পরিকল্পনা করে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। এই প্ল্যানিং তো গডফাদারের কাজ, সত্যযুগে ৯-১০ লক্ষ মানুষ থাকবে। বাকি সবাই নিজের ঘর সুইট হোমে চলে যাবে। এ হলো ঈশ্বরীয় ফ্যামিলি প্ল্যানিং। এক ধর্মের স্থাপনা, বাকি সব ধর্মের বিনাশ। বাবা নিজের কাজ করে চলেছেন। ওরা বলে (লৌকিকে) যদিও বিকারে যাও সন্তান যেন না হয়। এসব করে কখনোই কিছু হবে না। এই প্ল্যানিং অসীম জগতের বাবার হাতে রয়েছে। বাবা বলেন আমিই দুঃখ ধামকে সুখধাম নির্মাণ করি। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আমি আসি। কলিযুগের শেষে আর সত্যযুগের প্রথমে। এখন হলো সঙ্গম। যখন পতিত দুনিয়া থেকে পাবন দুনিয়া তৈরি হয়। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ ঘটিয়ে নতুন দুনিয়া স্থাপন করা এটা একমাত্র বাবার কাজ। সত্যযুগে একটাই ধর্ম ছিল, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক, মহারাজা-মহারানী ছিল। এটাও তোমরা জানো, এই মালা কার তৈরি। সবার উপরে শিববাবা তারপর যুগল দানা ব্রহ্মা-সরস্বতী। ওনাদের এই মালা যা বিশ্বকে নরক থেকে স্বর্গ, পতিত থেকে পাবন করে তোলে। যে সার্ভিস করে চলে যায় তার কথাই স্মরণে থাকে। সুতরাং বাবা বোঝান — সত্যযুগে তোমরা পবিত্র ছিলে তাইনা! প্রবৃত্তি মার্গ পবিত্র ছিল। সুখে কেউ বাবাকে স্মরণ করে না। দুঃখেই সবাই স্মরণ করে। বাবা হলেন মুক্তিদাতা, দয়াশীল, স্নিগ্ধ (সুখদাতা)। তিনিই এসে সবাইকে মুক্তি-জীবনমুক্তি দিয়ে থাকেন। তাঁকেই আহ্বান করে বলা হয়, তুমি এসে আমাদের সুইট হোমে নিয়ে চলো। এখন সুখ নেই। এ হলো প্রজার উপর প্রজার রাজ্য শাসন। সত্যযুগেও রাজা-রানী, প্রজা থাকে। বাবা বলেন — দেখ তোমরা কেমন বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো, ওখানে তোমাদের কাছে অগাধ ধন থাকে। সোনার তৈরি ইঁট দিয়ে বাড়ি তৈরি হয়। মেশিন থেকে সোনার ইঁট বেরিয়ে আসে। তারপর তার উপরে হীরে-জহরত দিয়ে মোড়ানো হয়। দ্বাপরেও কত হীরে ছিল, যা লুট করে নিয়ে গেছে। এখন তো অল্প সোনাও দেখা যায় না। এসবই ড্রামায় নির্ধারিত। বাবা বলেন আমি প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আসি। পুরানো দুনিয়া বিনাশের জন্য অটোম্যাটিক বোমা ইত্যাদি তৈরি হয়েছে। এটা হলো সায়েন্স। বুদ্ধি দিয়ে এমনই সব জিনিস আবিষ্কার করেছে যার দ্বারা নিজের কুলকেই বিনাশ করবে। এসব তো রেখে দেওয়ার জন্য তৈরি হয়নি। রিহার্সাল চলতেই থাকবে। যতক্ষণ পর্যন্ত রাজধানী স্থাপন না হচ্ছে ততক্ষণ লড়াই হবে না। প্রস্তুতি চলছে লড়াইয়ের, এর সাথে প্রাকৃতিক

বিপর্যয়ও হবে। এতো মানুষ থাকবে না।

এখন বাচ্চাদের এই পুরানো দুনিয়াকে ভুলে যেতে হবে। শুধু সুইট হোম স্বর্গের বাদশাহীকে স্মরণ করতে হবে। যেমন নতুন ঘর তৈরি হলে বুদ্ধিতে শুধু নতুন ঘরই স্মরণে থাকে তাইনা! এখন নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। বাবা হলেন সবার সঙ্গীত দাতা। সব আত্মারা চলে যাবে, শুধু শরীর এখানে শেষ হয়ে যাবে। আত্মা পবিত্র হবে বাবার স্মরণ দ্বারা, পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। দেবতারা পবিত্র তাই না ! তাদের সামনে কখনও বিড়ি, তামাক ইত্যাদি রাখা হয় না, ওরা হলো বৈষ্ণব। সত্যযুগকে বিষ্ণুপুরী বলা হয়। ওটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া। এটা বিকারগ্রস্ত দুনিয়া। এখন নির্বিকারী দুনিয়াতে যেতে হবে। সময় অল্প, এটা নিজেরাই বুঝে— অটোম্যাটিক বোমা দ্বারা সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। লড়াই তো হবেই। ওরা বলে আমাদের কেউ প্রেরণা দেয়, যা আমরা বানিয়ে থাকি। ওরা জানে যে নিজের কুলেরই বিনাশ হতে চলেছে। কিন্তু না বানিয়ে থাকতে পারে না। শঙ্কর দ্বারা বিনাশ এও ড্রামায় নির্ধারিত। বিনাশ সামনে অপেক্ষা করছে। জ্ঞান যজ্ঞ দ্বারা বিনাশ প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। এখন তোমরা স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য অধ্যয়ন করছ। এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে নতুন তৈরি হবে। এই চক্র ঘুরতেই থাকে। হিস্ট্রি মাস্ট রিপিট (ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অবশ্যই হবে)। প্রথমে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল তারপর চন্দ্র বংশী ক্ষত্রিয় ধর্ম; এরপর ইসলাম, বৌদ্ধ ইত্যাদি ধর্ম এসেছে। বিনাশের পরে নিশ্চয়ই প্রথম নম্বরেই আসবে (সনাতন ধর্ম)। বাচ্চারা তোমাদের কে পড়াচ্ছেন ? নিরাকার শিববাবা, উনিই শিক্ষক এবং সঙ্কর। তিনি এসেই শিক্ষা প্রদান করেন, সেইজন্যই লেখা হয়েছে শিব জয়ন্তী থেকে গীতা জয়ন্তী। গীতা জয়ন্তী থেকে শ্রী কৃষ্ণ জয়ন্তী। (পরমপিতা শিব দ্বারা গীতা রচনা, গীতা পাঠ দ্বারা শ্রী কৃষ্ণ হয়ে ওঠা) । শিববাবা সত্যযুগের স্থাপনা করেন। কৃষ্ণপুরী সত্য যুগকে বলা হয়। তোমাদের কোনও সাধু, সন্ত, মানুষ পড়াচ্ছেন না। ইনি হলেন দুঃখ হরণকারী, সুখ কর্তা, অসীম জগতের পিতা। ২১ জন্মের জন্য তোমাদের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। বিনাশ তো হবেই, এই সময়ের জন্যই বলা হয় — কিছু মানুষের সম্পদ ধুলায় মিশে যাবে, কিছু মানুষের সম্পদ সরকার নিয়ে নেবে। প্রচুর চুরি ইত্যাদিও হবে। আগুনও লাগবে। এই যজ্ঞে সব স্বাহা হবে। কোথাও অল্প-স্বল্প আগুন লাগলেও এখন তা নিভে যাবে। এরজন্য কিছু সময় দিতে হবে, সব নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে, ছাড়ানোর জন্যও কেউ থাকবে না। রক্তের নদী বয়ে যাওয়ার পর দুধের নদী বইবে। যাকে বলে অকারণে রক্তপাত। বাচ্চারা সাক্ষাতকার করেছে আবারও সেই সময় তোমরা সবকিছু চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখতে পাবে। বিনাশের আগে বাবাকে স্মরণ করলে তমোপ্রধান থেকে আত্মা সতোপ্রধান হয়ে উঠবে। বাবা নতুন দুনিয়া স্থাপন করার জন্য তোমাদের তৈরি করছেন। রাজধানী সম্পূর্ণ স্থাপন হলে তারপর বিনাশ হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বিষ্ণুপুরীতে যাওয়ার জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলতে হবে। সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে, অশুদ্ধ খাওয়া দাওয়া পানাহার (অশুদ্ধ পানীয়) ত্যাগ করতে হবে। বিনাশের আগেই নিজের সবকিছু সফল করতে হবে।

২) দ্রুততার সাথে পঠন-পাঠন দ্বারা হুঁশিয়ার হতে হবে। কোনো রকম বিকর্ম যাতে না হয় তার প্রতি মনোযোগী হতে হবে।

বরদান:- — ত্যাগ আর তপস্যা দ্বারা সেবায় সফলতা অর্জনকারী প্রকৃত সেবাধারী ভব সেবাতে সফলতার মুখ্য সাধন হলো ত্যাগ আর তপস্যা। ত্যাগ অর্থাৎ মনসা সঙ্কল্পেও ত্যাগ, কোনও পরিস্থিতির কারণে, মর্যাদার কারণে, বাধ্য হয়ে ত্যাগ করা সেটা কিন্তু ত্যাগ নয়। জ্ঞান স্বরূপ দ্বারা, সঙ্কল্পেও ত্যাগী হও আর তপস্বী অর্থাৎ সদা বাবার ভালোবাসায় (লগনে) লভলীন, জ্ঞান, প্রেম, আনন্দ, সুখ, শান্তির সাগরে সমাহিত হয়ে যাওয়া। এরকম ত্যাগী, তপস্বীই সেবায় সফলতা প্রাপ্ত করতে সমর্থ প্রকৃত সেবাধারী হয়।

স্লোগান:- নিজের তপস্যার দ্বারা শান্তির ভাইব্রেশন (প্রকল্পন) ছড়িয়ে দেওয়াই হলো বিশ্ব সেবাধারী হওয়া।

“মিস্তি বাচ্চারা - তোমরা এই ইউনিভার্সিটিতে এসেছো পুরানো দুনিয়া থেকে মরে নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্ম, এখন তোমাদের স্রীতি ভালোবাসা এক বাবার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে”

*প্রশ্নঃ - কোন বিধি দ্বারা বাবার স্মরণ তোমাদের বিত্তবান বানিয়ে দেয় ?

*উত্তরঃ - বাবা হলেন বিন্দু। তোমরা বিন্দু রূপে বিন্দুকে স্মরণ করো তাহলে বিত্তবান হয়ে যাবে। যেমন একের সাথে বিন্দু লাগালে ১০ আরেকটি লাগালে ১০০, আরেকটিতে ১০০০ হয়ে যায়। সেইভাবেই বাবার স্মরণে বিন্দু যুক্ত হতে থাকে। তোমরা বিত্তবান হয়ে যাও। স্মরণের দ্বারা প্রকৃত সৎ উর্পাণ হয়।

*গীতঃ- আসরে জ্বলে উঠলো প্রদীপ শিখা

ওম্ শান্তি। এই গীতের অর্থ খুবই বিচিত্র - স্রীতি ভালোবাসা কার জন্ম? কার উদ্দেশ্যে এই ভালোবাসা? ভগবানের কারণ এই দুনিয়া থেকে মরে তাঁর কাছেই যেতে হবে। এইভাবে কি কখনও কারো সঙ্গে ভালোবাসা হয়? মনে এই চিন্তন আসবে যে মরে যাবো? তাহলে কি ভালোবাসা থাকবে? গীতের অর্থ কত ওয়ান্ডারফুল। দীপশিখার সঙ্গে বহ্নিপতঙ্গের এমনই ভালোবাসা যে শিখার চারিপাশে ঘুরে ঘুরে পুড়ে মরে। তোমাদেরকেও বাবার ভালোবাসায় এই দেহ ত্যাগ করতে হবে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করতে-করতে দেহ ত্যাগ করতে হবে। এই গানটি কেবল একের উদ্দেশ্যে। অসীমের পিতা যখন আসেন, তাঁর সঙ্গে যারা স্রীতি ভালোবাসা রাখে, তাদেরকে এই দুনিয়া থেকে মরতে হয়। ভগবানের সঙ্গে স্রীতি রাখলে মৃত্যুর পরে কোথায় যাবে। নিশ্চয়ই ভগবানের কাছেই যাবে। মনুষ্য দান - পুণ্য তীর্থ-যাত্রা ইত্যাদি করে ভগবানের কাছে যাওয়ার জন্ম। শরীর ত্যাগ করার সময়ও মানুষ বলে ভগবানকে স্মরণ করো। ভগবান হলেন নামী-স্রামী অর্থাৎ সুবিখ্যাত। তিনি এসে সম্পূর্ণ দুনিয়া টি শেষ করে দেন। তোমরা জানো আমরা এই ইউনিভার্সিটিতে আসি পুরানো দুনিয়া থেকে মরে নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার জন্ম। পুরানো দুনিয়াকে পতিত দুনিয়া, নরক বা হেল বলা হয়। বাবা নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার পথ বলে দেন। শুধুমাত্র আমাদের স্মরণ করো, আমি হলাম হেভেনলী গড ফাদার। দেহের পিতার কাছে তোমাদের ধন প্রাপ্ত হয়, সম্পত্তি, বাড়ি ইত্যাদি প্রাপ্ত করবে। কন্যা সন্তানদের তো কিছুই প্রাপ্ত হওয়ার কথা নয়। তাদেরকে তো অশ্বের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সে উত্তরাধিকারী নয়। এই ভগবান হলেন সর্ব আত্মাদের পিতা, তাঁর কাছে সবাইকে আসতে হবে। কোনো সময়ে বাবা নিশ্চয়ই আসেন সবাইকে ঘরে (পরমধাম) ফিরিয়ে নিয়ে যান কারণ নতুন দুনিয়ায় খুব মানুষের সংখ্যা খুব অল্প থাকে। পুরানো দুনিয়ায় থাকে অনেক। নতুন দুনিয়ায় মানুষ থাকে কম আর সুখ থাকে বেশী। পুরানো দুনিয়ায় অনেক মানুষ তাই দুঃখও বেশী, তাই আহ্বান করে। বাপু গান্ধী বলতেন হে পতিত-পাবন এসো। শুধুমাত্র তাঁকে জানতেন না। বুদ্ধিতে আছে পতিত-পাবন হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, তিনি হলেন বিশ্বের উদ্ভারকর্তা। রাম-সীতাকে তো সম্পূর্ণ দুনিয়া ভকিত করবে না। সম্পূর্ণ দুনিয়া পরম পিতা পরমাত্মাকে লিভেরটর, গাইড বলে স্বীকার করে। লিবারেট করেন অর্থাৎ উদ্ভার করেন দুঃখ থেকে। আচ্ছা, দুঃখ কে দেয়? বাবা তো দুঃখ দিতে পারেন না কারণ তিনি তো হলেন পতিত-পাবন। পবিত্র দুনিয়ায় সুখধামে নিয়ে যান। তোমরা হলে আত্মিক পিতার আত্মারূপী সন্তান। যেমন পিতা, তেমন সন্তান। লৌকিক পিতার লৌকিক অর্থাৎ শারীরিক সন্তান হয়। এখন বাচ্চারা তোমাদের এই কথাটি বুঝতে হবে আমরা হলাম আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মা এসেছেন আমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করতে। আমরা তাঁর সন্তান হলে স্বর্গের উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত করবো। তিনি স্বর্গ স্থাপন করেন। আমরা হলাম স্টুডেন্ট, এই কথাটি ভোলা উচিত নয়। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে শিববাবা মধুবনে মুরলী বাজান। ওই কাঠের মুরলী তো এখানে নেই। কৃষ্ণের নৃত্য করা, মুরলী বাজানো, সবই হল ভকিতমার্গের। বাকি জগনের মুরলী তো কেবলমাত্র শিববাবা বাজান। তোমাদের কাছে ভালো ভালো গান রচনা করতে সক্ষম এমন জন আসবে। গান বিশেষতঃ পুরুষরাই রচনা করে। তোমাদের তো জগনযুক্ত গান করা উচিত যাতে শিববাবা স্মরণে থাকে।

বাবা বলেন আমাদের অলঙ্ককে স্মরণ করো। শিবকে বলা হয় বিন্দু। ব্যবসায়ীরা বিন্দু লিখে তখন বলবে শিব। একের পাশে বিন্দু বসালে হয়ে যাবে ১০ আরেকটি বিন্দু বসালে হয়ে যায় ১০০। আরও বিন্দু লিখলে ১০০০ হয়ে যাবে। সুতরাং তোমাদেরও শিবকে স্মরণ করা উচিত। যত শিবকে স্মরণ করবে বিন্দু-বিন্দু লাগতে থাকবে। তোমরা অধিকল্পের জন্ম বিত্তবান হয়ে যাও। সেখানে গরিব হয়ই না। সবাই সুখী থাকে। দুঃখের নাম নেই। বাবার স্মরণে বিকর্ম বিনাশ হতে থাকবে। তোমরা অনেক বিত্তবান হয়ে যাবে। একেই বলা হয় সৎ পিতার দ্বারা প্রকৃত সৎ উর্পাণ। এই জমা ধন সঙ্গে যাবে। মানুষ তো সব খালি হাতে চলে যায়। তোমাকে হাত ভরে ফিরতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন পবিত্রতা থাকলে শান্তি, সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। তোমরা আত্মা প্রথমে পবিত্র ছিলে পরে অপবিত্র হয়েছো। সন্ন্যাসীদের সেমি পবিত্র বলা হবে। তোমাদের হল সম্পূর্ণ সন্ন্যাস। তোমরা জানো তারা কতখানি সুখ প্রাপ্ত করে। একটু সুখ তারপরে তো দুঃখই থাকে। পূর্বে তারা সর্বব্যাপী বলতো না। সর্বব্যাপী বললেই পতন ঘটে। দুনিয়ায় অনেক রকমের মেলার আয়োজন হয় কারণ উর্পাণ হয়, তাইনা। এও তাদের একরকমের ব্যবসা। বলা হয় নর থেকে নারায়ণ হওয়ার ব্যবসা ছাড়া আর সব ব্যবসাই ধূল্য পরিণত হয়। অর্থাৎ এই ব্যবসাই

বিশেষ বিশেষ কেউই করে। বাবার আপন হয়ে সর্বস্ব দেহ সহ বাবাকে সর্মপণ করতে হবে, কারণ তোমরা চাও যাতে নতুন শরীর প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন তোমরা কৃষ্ণ পুরীতে যেতে পারো কিন্তু আত্মা যখন তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবে। কৃষ্ণ পুরীতে এমন বলা হবে না - আমাদের পবিত্র করো। এখানে সব মানুষ আহ্বান করে হে লিবারেটর এসো। এই পাপ আত্মাদের দুনিয়া থেকে আমাদের উদ্ধার করো।

এখন তোমরা জানো, বাবা এসেছেন আমাদেরকে নিজের সঙ্গে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। সেখানে যাওয়া তো ভালো কথা তাইনা। মানুষ শান্তি চায়। এখন শান্তি কাকে বলে? কর্ম হীন হয়ে তো কেউ থাকতে পারে না। শান্তি তো আছেই শান্তিধামে। তবুও শরীর ধারণ করে কর্ম তো করতেই হবে। সৎযুগে কর্ম করা সৎবেও শান্তি থাকে। অশান্তিতে মানুষের দুঃখ হয় তাই বলে শান্তি পাই কীভাবে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে শান্তিধাম তো হল আমাদের ঘর। সৎ যুগে শান্তিও থাকে, সুখও থাকে। সবকিছু থাকে। এবারে সবটা চাই নাকি শুধুমাত্র শান্তি চাই। এখানে তো আছে দুঃখ তাই পতিত-পাবন বাবাকে এখানেই আহ্বান করে। ভক্তি করে ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার করার জন্ম। ভক্তিতে প্রথমে অবযভিচারী পরে বযভিচারী হয়। বযভিচারী ভক্তিতে দেখো কি কি করে। সিঁড়ির চিত্রে খুব সুন্দর করে দেখানো হয়েছে কিন্তু সবচেয়ে প্রথমে স্মরণ করা উচিত - ভগবান কে? স্রীকৃষ্ণকে এমন স্বরূপ কে প্রদান করেছে? পূর্ব জন্মে কে ছিল? বোঝানোর জন্ম যুক্তি চাই। যারা ভালো রীতি সাভিস করে তাদের মনও সাক্ষী দেয়। ইউনিভার্সিটিতে যারা ভালো ভাবে পড়াশোনা করে তারা বুদ্ধিতে তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। নম্বর অনুযায়ী তো অবশ্যই হয়। কেউ বুদ্ধিহীনও হয়। শিববাবাকে আত্মা বলে - আমার বুদ্ধির তালা খুলে দাও। বাবা বলেন বুদ্ধির তালা খোলার জন্মই তো এসেছি। কিন্তু তোমাদের কর্ম এমন যে বুদ্ধির তালা খোলেই না। তখন বাবা কি করতে পারেন? অনেক পাপ করেছে। এখন বাবা তাদের কি করবেন? টিচারকে যদি স্টুডেন্ট বলে যে আমরা কম পড়া করি তো টিচার কি করবে? টিচার কোনোরকম কৃপা তো করবে না! স্টুডেন্টের জন্ম একসটরা টাইম রাখবে। তার জন্ম তো নিষেধ করা হয় নি। স্মরণশী খোলা আছে বসে প্যাকটিস করো। ভক্তি মাগে তো কেউ বলবে মালা জপ করো, কেউ বলবে মন্ত্র জপ করো। এখানে তো বাবা নিজের পরিচয় দেন। বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যার দ্বারা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। অতএব ভালো রীতি বাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা উচিত। এতেও বাবা বলেন কখনও বিকারপ্রস্তুত হবে না। একটু বিকারের অনুভূতি হলে বৃষ্টি হয়ে যাবে। সিগারেট ইত্যাদি একবার টেস্ট করলে সজাদোষের রঙ খুব সহজেই লেগে যায়। তারপর নেশা মুক্ত করা কঠিন হয়ে যায়। কত রকমের অজুহাত দেয়। কোনো খারাপ স্বভাব থাকা উচিত নয়। কু স্বভাব ত্যাগ করতে হবে। বাবা বলেন জীবিত থেকে দেহের অনুভব ত্যাগ করে আমাকে স্মরণ করো। দেবতাদের ভোগ অর্পণ করা হয় সর্বদা পবিত্র, তাই তোমরাও পবিত্র ভোজন গ্রহণ করো। আজকাল তো খাঁটি ঘী পাওয়া যায় না, তাই তেল ব্যবহার করা হয়। সেখানে তেল ইত্যাদি থাকে না। এখানে তো দুধের দোকানে শুদ্ধ ঘী রাখা থাকে, অশুদ্ধও রাখা থাকে। দুটির উপরে লেখা থাকে - পিওর ঘী, দামে তফাৎ থাকে। এখন বাচ্চারা তোমাদের তো ফুলের মতন খুশীতে থাকা উচিত। স্বর্গে ন্যাচারাল বিউটি থাকে। সেখানে প্রকৃতিও হয় সতোপ্রধান। লক্ষ্মী-নারায়ণের মতন ন্যাচারাল বিউটি এখানে কেউ বানাতে পারে না। এই চোখ দিয়ে তাদের কেউ দেখতে পারে না। হ্যাঁ, যদিও সাক্ষাৎকার হয় কিন্তু সাক্ষাৎকার হলেও হুবহু চিত্র তো কেউ বানাতে পারেনা। তা যদি কোনো আর্টিস্ট সাক্ষাৎকারের সময় বসে বানায় কিন্তু খুব কঠিন। সুতরাং বাচ্চারা তোমাদের খুব নেশা থাকা উচিত। এখন বাবা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছেন। বাবার কাছে আমরা স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো। এখন আমাদের ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে। এমন এমন চিন্তন বুদ্ধিতে থাকলে খুশীতে থাকবে। বিকারের চিন্তন একটুও আসা উচিত নয়। বাবা বলেন কাম হল মহা শত্রু। তাইজন্ম স্রোপদীও ডেকেছিল। তার কোনো ৫-জন স্বামী ছিল না। সে তো ডেকেছিল যে দুঃশাসনের অত্যাচার থেকে আমায় রক্ষা করো। তাহলে ৫ জন স্বামী কীভাবে ছিল। এমন কথা হতে পারেনা। কষণে কষণে তোমরা বাচ্চারা নতুন পয়েন্টস প্রাপ্ত করো তাই চেঞ্জ করতে হবে, অল্প কিছু চেঞ্জ করে লেখা উচিত।

তোমরা লেখো কিছু সময়ের মধ্যে আমরা এই ভারতকে পরিস্তান বানিয়ে দেব। তোমরা ছালাঞ্জ করো। বাবা বলেন বাচ্চাদেরকে, সান শোজ ফাদার, ফাদার শোজ সান। ফাদার কে? শিব ও শালগ্রাম, এঁদের গায়ন আছে। শিববাবা যা বোঝান সেসব ফলো করো। ফলো ফাদারও গায়ন আছে। লৌকিক ফাদারকে ফলো করলে তো তোমরা পতিত হয়ে যাও। বাবা তো ফলো করান পবিত্র করার জন্ম। তফাৎ তো আছে তাইনা। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, ফলো করে পবিত্র হও। ফলো করলেই স্বর্গের মালিক হবে। লৌকিক পিতাকে ফলো করে ৬৩ জন্ম তোমরা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেছো। এখন বাবাকে ফলো করে উপরে উঠতে হবে। বাবার সঙ্গে ফিরে যেতে হবে। বাবা বলেন এই এক একটি জ্ঞান রতন হল লক্ষ টাকার। তোমরা বাবাকে জেনে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত কর। তারা তো বলে বরহেম বিলীন হয়ে যাবে। বিলীন তো হবে না, পুনরায় আসতে হবে। বাবা রোজ বোঝান - মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, সর্বপ্রথমে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। পারলৌকিক পিতা উত্তরাধিকার দেন পবিত্র হওয়ার, তাই অসীম জগতের পিতাকে বলা হয় পবিত্র বানাও। তিনি হলেন পতিত-পাবন। লৌকিক পিতাকে পতিত-পাবন বলা হবে না। লৌকিক পিতা নিজেই আহ্বান করে থাকে হে পতিত-পাবন এসো। সুতরাং দুই পিতার পরিচয় সবাইকে দিতে হবে। লৌকিক পিতা বলবেন বিবাহ করে পতিত হও, পারলৌকিক পিতা বলেন পবিত্র হও। আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। এক পিতা সবাইকে পবিত্র করেন। এই পয়েন্ট গুলি বোঝানোর জন্ম খুব ভালো। ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের পয়েন্ট বিচার সাগর মন্থন করে বোঝাও। এই হল তোমাদেরই পেশা। তোমরাই পতিতদের পবিত্র বানাবে। পারলৌকিক পিতা এখন বলছেন পবিত্র হও যখন বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এখন কি করা উচিত? নিশ্চয়ই পারলৌকিক পিতার মতানুযায়ী চলা উচিত, তাইনা। এই প্রতিজ্ঞাও লেখা

উচিত প্রদর্শনীতে। পারলৌকিক পিতাকে ফলো করবো। পতিত বৃত্তি ত্যাগ করবো। লেখো বাবার কাছে গ্যারান্টি নিলাম। সব কথার মূল হল পবিত্রতা। বাচ্চারা, তোমাদের দিন-রাত খুশী অনুভব হওয়া উচিত - বাবা আমাদের স্বর্গের উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। অল্ফ এবং বে, বাদশাহী। এখন তোমরা বুঝেছো শিব জয়ন্তীর অর্থ হল ভারতের স্বর্গের জয়ন্তী। গীতা হল সর্ব শাস্ত্র শিরোমণি। গীতা মাতা। উত্তরাধিকার তো বাবার কাছেই প্রাপ্ত হবে। গীতার রচয়িতা হলেন শিববাবা। পারলৌকিক পিতার কাছে পবিত্র হওয়ার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। আচ্ছা!

মিস্টি - মিস্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্মেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঝুঁনার আত্মাবূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) আমরা হলাম গডলি স্টুডেন্ট, এই কথাটি সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে। কোনো রকম কু স্বভাব যেন না থাকে। সেসব দূর করতে হবে। বিকারের চিন্তন একটুও যেন না আসে।

২) জীবিত অবস্থায় দেহের অনুভূতি ভুলে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। ভিন্ন ভিন্ন পয়েন্টস বিচার সাগর মন্থন করে পতিতদের পবিত্র করার কর্তব্য করতে হবে।

বরদানঃ-

জন্মগত অধিকারের (বার্থ রাইট) নেশার দ্বারা লক্ষ্য এবং লক্ষণ গুলি সমান করে স্প্রেষ্ঠ ভাগ্যবান ভব যেমন লৌকিক জন্মে স্থূল সম্পত্তি হল বার্থ রাইট অর্থাৎ জন্মগত অধিকার, ঠিক সেইরকম বরাহ্মণ জন্মে দিব্য গুণ বৃপী সম্পত্তি, ঈশ্বরীয় সুখ এবং শক্তি হল বার্থ রাইট। বার্থ রাইটের নেশা ন্যাচারাল রূপে থাকলে পরিস্রম করার প্রয়োজন নেই। এই নেশায় থাকলে লক্ষ্য এবং লক্ষণ সমান হয়ে যাবে। নিজেকে নিজের প্রকৃত স্বরূপ, চরিত্র, স্প্রেষ্ঠ পিতা ও পরিবারের সদস্য রূপে জানো এবং স্বীকার করো আর এইভাবেই স্প্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হও।

স্লেগানঃ-

প্রতিটি কর্ম স্ব স্থিতিতে স্থিত হয়ে করো, তাহলে সহজেই সফলতার নক্ষত্র হয়ে যাবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - প্রাণেশ্বর বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদেরকে প্রাণ দান করতে, প্রাণদান প্রাপ্ত হওয়া অর্থাৎ তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়া”

*প্রশ্ন:- ড্রামার প্রত্যেক রহস্যকে জানার কারণে কোন্ দৃশ্য তোমাদের জন্য নতুন নয় ?

*উত্তর:- এই সময়ে সারা দুনিয়ার মধ্যে যে হাঙ্গামা হচ্ছে, বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে নিজেরই কুলকে খুন করার জন্যে অনেক সাধন তৈরি করে চলেছে। এটা কোনো নতুন কথা নয়। কেননা তোমরা জানো যে এই দুনিয়া তো পরিবর্তন হবেই। মহাভারত লড়াইয়ের পরই আমাদের নতুন দুনিয়া আসবে।

*গীত:- কে এসেছে আজ আমার মনের দ্যারে...

ওম্ শান্তি । সকাল সকাল কে এসে মুরলী বাজাচ্ছেন ? দুনিয়া তো একদমই ঘোর অন্ধকারে আছে। তোমরা এখন মুরলী শুনছে। জ্ঞান সাগর, পতিতপাবন প্রাণেশ্বর বাবার থেকে। তিনি হলেন প্রাণের রক্ষা কর্তা ঈশ্বর। বলা হয় না, যে - হে ঈশ্বর এই দুঃখ থেকে বাঁচাও। তারা লৌকিকের সহায়তা প্রার্থনা করে। এখন বাচ্চারা, তোমাদের অসীমের জগতের সহায়তা প্রাপ্ত হচ্ছে, কেননা তিনি হলেন অসীম জগতের বাবা, তাই না! তোমরা জানো যে - আত্মাও হল গুপ্ত। বাচ্চাদের শরীর প্রত্যক্ষ । তাই বাবার শ্রীমং হল বাচ্চাদের প্রতি। সকল শাস্ত্রের শিরোমণী গীতা গাওয়া হয়ে থাকে। কেবলমাত্র সেখানে শ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে। এখন তোমরা জানো যে শ্রীমং ভগবানুবাচ। এটাও বুঝে গেছে যে ব্রহ্মাচারীকে শ্রেষ্ঠাচারী তৈরী করতে পারেন এক বাবা-ই। তিনি নর থেকে নারায়ণ তৈরি করেন। সত্যনারায়ণের কথাও আছে। গাওয়াও হয়ে থাকে অমরকথা। অমরপুরীর মালিক অথবা নর থেকে নারায়ণ বানানোর কথা হল একই। এটা হল মৃত্যুলোক। ভারতই অমরপুরী ছিল। এটা কারোরই জানা নেই। এখানেই অমর বাবা পার্বতীদেরকে শুনিয়েছেন। একজন পার্বতী বা একজন দ্রৌপদী ছিলেন না। এসব তো অনেক বাচ্চারা শুনছে। শিব বাবা ব্রহ্মা দ্বারা শোনাচ্ছেন। বাবা বলছেন যে, আমি ব্রহ্মার দ্বারা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছি।

বাবা বুঝিয়েছেন, বাচ্চাদেরকে আত্ম অভিমानी অবশ্যই হতে হবে। বাবা-ই তৈরি করতে পারেন। দুনিয়াতে একটি মানুষও নেই যার মধ্যে আত্মার জ্ঞান আছে। আত্মারই জ্ঞান নেই তো পরমাত্মার জ্ঞান কিভাবে হতে পারে। বলে দেয় যে আমিই আত্মা তথা পরমাত্মা। কত বড় ভুলে সমগ্র দুনিয়া ফেঁসে আছে। একদমই পাথরসম বুদ্ধি হয়ে গেছে। বিদেশীদেরও পাথরসম বুদ্ধি কম নয়, এটা বুদ্ধিতে আসেনা যে আমরা এই যে বস্তুস্ব ইত্যাদি তৈরি করছি, এটা তো নিজেরও খুন, সমগ্র দুনিয়াকে খুন করার জন্য তৈরি করছি। তাই এই সময় বুদ্ধি কোনো কাজেরই নয়। নিজেরই বিনাশের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি করছে। বাচ্চারা, তোমাদের জন্য এসব কোনও নতুন কথা নয়। তোমরা জানো যে ড্রামা অনুসারে তাদেরও পার্ট আছে। ড্রামার বন্ধনে বাঁধা আছে। পাথরসম বুদ্ধি না হলে এরকম কাজ করতে পারে কি? সমগ্র কুলের বিনাশ করছে। আশ্চর্যের বিষয়, তাইনা - কি করছে! বসে বসে আজ ঠিক চলেছে, কাল মিলিটারি বুদ্ধিব্রষ্ট হলে তো প্রেসিডেন্টকেও মেরে দেয়। এইরকম-এইরকম ঘটনা প্রায়শই ঘটে চলেছে। কাউকেই সহ্য করতে পারেনা। শক্তিশালী তাই না! আজকালের দুনিয়াতে হাঙ্গামা অনেক হচ্ছে, পাথরসম বুদ্ধিও অনেক আছে। এখন বাচ্চারা তোমরা জানো যে বিনাশ কালে যারা বাবার থেকে বিপরীত বুদ্ধি হয়ে যায়, তাদের জন্য বিনশন্তী গাওয়া হয়ে থাকে। এখন এই দুনিয়ার পরিবর্তন হবে। এটাও তোমরা জানো যে বরাবর মহাভারতের লড়াই লেগেছিল। বাবা এসে রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। শাস্ত্রতে তো টোটাল বিনাশ দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু টোটাল বিনাশ তো হয় না, তাহলে তো প্রলয় হয়ে যাবে। মানুষ কেউই থাকবেনা, কেবল মাত্র পাঁচ তত্ত্ব থেকে যাবে। এরকম তো হতে পারে না। প্রলয় হয়ে গেলে তো মানুষ কোথা থেকে আসবে। দেখায় যে শ্রীকৃষ্ণ আগুল চুষতে চুষতে পিপুল গাছের পাতার উপর সাগরে ভেসে আসছেন। বালক কি করে এইরকম আসতে পারে ? শাস্ত্রে এইরকম-এইরকম কথা লিখে দিয়েছে যেটার কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না। এখন তোমাদের অর্থাৎ কুমারীদের দ্বারা এই বিদ্বানদের, ভীষ্ম পিতামহ ইত্যাদিদেরও জ্ঞান-বাণ লাগাবে। তারাও পরবর্তীকালে আসবে। যত যত তোমরা সেবার প্রতি শক্তি ভরবে, বাবার পরিচয় সবাইকে দিতে থাকবে ততই তোমাদের প্রভাব বৃদ্ধি হবে। হ্যাঁ, বিঘ্নও আসবে। এটাও গাওয়া হয়েছে, আসুরিক সম্প্রদায় কর্তৃক এই জ্ঞান যজ্ঞে অনেক বিঘ্ন পরবে। বেচারী পাথরসম বুদ্ধিযুক্ত মানুষ কিছুই জানে না যে এটা কি ? বলে যে এদের জ্ঞানই হল সবকিছু থেকে আলাদা। এটাও তোমরা বুঝে গেছো যে এ হল নতুন দুনিয়ার জন্য নতুন কথা। বাবা বলছেন যে - এই রাজযোগ তোমাদেরকে আর কেউ শেখাতে পারবেন না। জ্ঞান আর যোগ বাবা-ই

শেখাচ্ছেন। সঙ্গতি দাতা এক বাবা-ই, তিনি-ই হলেন পতিতপাবন, তো অবশ্যই পতিতদেরকে এই জ্ঞান দেবেন তাই না! বাচ্চারা তোমরা বুঝে গেছ যে আমরা পরশ বুদ্ধি হয়ে পরশনাথ হচ্ছি। মানুষ তো মন্দির অনেক বানিয়েছে। কিন্তু তাঁরা কে, কি করে গেছেন, অর্থ কিছুই বোঝেনা। পরশনাথেরও মন্দির আছে, কিন্তু কারো জানা নেই। ভারত পারশপুরী ছিল, সোনা হিরে জহরত-এর মহল ছিল। কালকের কথা। তারা তো কেবল এক সত্য যুগের আয়ু-ই লক্ষ বছর বলে দিয়েছে। আর বাবা বলছেন যে - সমগ্র ড্রামা-ই হল ৫০০০ বছরের, এইজন্য বলা যায় যে - আজকের ভারত কি হয়ে গেছে! কালকের ভারত কি ছিল! লক্ষ বছরের কথা তো কারো স্মৃতিতে থাকতে পারে না। বাচ্চারা, তোমাদের এখন এই স্মৃতি প্রাপ্ত হয়েছে। তোমরা জানো যে, বাবা প্রত্যেক ৫০০০ বছর পর এসে আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেন। বাচ্চারা তোমরা স্বর্গের মালিক ছিলে। ৫০০০ বছরের কথা। কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এই লক্ষ্মী নারায়ণের রাজ্য কবে ছিল? কত বছর হয়েছে? তো লক্ষ বছর বলে দেবে। তোমরা বোঝাতে পারো যে এটা তো হল ৫০০০ বছরের কথা। বলা হয় যে মিশুখ্রিস্টের থেকে এত সময় পূর্বে এই ভারত স্বর্গ ছিল। বাবা আসেনই ভারতে। এটাও বাচ্চাদেরকে বোঝানো হয়েছে - বাবার জয়ন্তী পালন করা হয় তো অবশ্যই কিছু করার জন্য এসেছেন। তিনি হলেন পতিতপাবন, তাই অবশ্যই তাঁকে এসে পবিত্র করতে হয়। তিনি জ্ঞানের সাগর তো অবশ্যই জ্ঞান প্রদান করবেন, তাই না। যোগে বস, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, এটাই হল জ্ঞান তাই না। তারা তো হল হঠযোগী। পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকে। আরো কি-কি সব করতে থাকে। মাতারা তোমরা তো এইরকম করতে পারবে না। বসতেও পরবে না। বাবা বলেন যে - মিষ্টি বাচ্চারা, এসব কিছুই তোমাদের করার দরকার নেই। স্কুলে ছাত্রা নিয়ম-শৃঙ্খলা অনুসারে বসে তাই না। বাবা তো সেটাও করতে বলছেন না। যেরকম ইচ্ছা সেরকমই বসো। বসে বসে ক্লান্ত হয়ে যাও, তো আচ্ছা শুয়ে পড়ো। বাবা কোনও কথাতে মানা করেন না। এসব তো একদমই সহজ বোঝার বিষয়, এতে কোনো পরিশ্রমের কথা নেই। যদি শরীর অসুস্থ হয়ে থাকে। জানা নেই শুনতে শুনতে শিব বাবার স্মরণে থাকাকালীন প্রাণ শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। বলা হয় না যে, গঙ্গার তীর হবে, গঙ্গার জল মুখে থাকবে, তখন যেন শরীর থেকে প্রাণ বেরিয়ে যায়। সেসব তো হল ভক্তি মার্গের কথা। বাস্তবে এটি হল জ্ঞান অমৃতের কথা। তোমরা জানো যে, সত্যি-সত্যিই এইরকম ভাবে প্রাণ বেরিয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমরা পরমধাম থেকে এখানে এসেছ। আমাকে ছেড়ে চলে এসেছ। বাবা বলেন যে, আমি তো বাচ্চাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাব। আমি এসেছি বাচ্চারা তোমাদেরকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তোমাদের এখন না নিজের ঘরের কথা জানা আছে, না আত্মার বিষয়ে জানা আছে। মায়া একদমই তোমাদের ডানা কেটে দিয়েছে, এই জন্য আত্মা উড়তে পারে না কেননা তমোপ্রধান হয়ে গেছে। যতক্ষণ সতোপ্রধান না হয় ততক্ষণ শান্তিধামে কিভাবে যেতে পারে! এটাও জানে যে ড্রামার প্ল্যান অনুসার সবাইকে তমোপ্রধান হতেই হয়। এই সময় সমস্ত বৃক্ষ একদমই তমোপ্রধান ক্ষণভঙ্গুর হয়ে গেছে। বাচ্চারা জানে যে সকল আত্মারা এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। নতুন দুনিয়া হয়ই সতোপ্রধান। এখানে কারো সতোপ্রধান অবস্থা হতে পারে না। এখানে আত্মা পবিত্র হয়ে গেলে তো এখানে থাকতেই পারবে না, একদম পালিয়ে যাবে। সবাই ভক্তি করেই মুক্তিতে যাওয়ার জন্য অথবা শান্তিধামের যাওয়ার জন্য। কিন্তু কেউই ফিরে যেতে পারে না। নিয়ম তা বলেনা। বাবা এই সব রহস্য বসে বোঝাচ্ছেন ধারণ করার জন্য, তবুও মুখ্য কথা হলো বাবাকে স্মরণ করা, সদর্শন চক্রধারী হওয়া। বীজকে স্মরণ করার সাথে সাথে সমস্ত বৃক্ষ বুদ্ধিতে এসে যায়। বৃক্ষ প্রথমে ছোট হয় তারপর ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। অনেক ধর্ম আছে তাই না। তোমরা এক সেকেন্ডে জেনে যাও। দুনিয়াতে কারোরই এসব বিষয় জানা নেই। মানুষ সৃষ্টির বীজরূপ হলেন সকলের এক বাবা। বাবা কখনো সর্বব্যাপী হতে পারেন নাকি! বড় থেকেও বড় ভুল হল এটা। তোমরা বোঝাতেও থাকো, মানুষকে কখনো ভগবান বলা যায়না। বাবা বাচ্চাদেরকে সমস্ত কথা সহজ করে বোঝাচ্ছেন তবুও যাদের ভাগ্যে আছে, নিশ্চয় আছে তো তারা অবশ্যই বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে। নিশ্চয়ই না হলে তো কখনোই বুঝতে পারবে না। ভাগ্যতেই নেই তো পুরুষার্থ কি করবে। ভাগ্যতে নেই তো তারা বসেই এমন ভাবে যে কিছুই বুঝতে পারেনা। এতটাও নিশ্চয়ই নেই যে বাবা এসেছেন অসীম জগতের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। যেরকম কোনও নতুন ব্যক্তি মেডিকেল কলেজে গিয়ে বসে তো কী বুঝবে? কিছুই না। এখানেও এইরকম এসে বসে। এই অবিনাশী জ্ঞানের বিনাশ হয় না। এটাও বাবা বুঝিয়েছেন - রাজধানী স্থাপন হচ্ছে তাই না! তাই চাকর-বাকর, প্রজা সব চাই। প্রজাদেরও চাকর-বাকর সবকিছুই চাই তাই না। তো এইরকমও আসবে। কারো কারো তো খুব ভালো ভাবে বোধগম্য হয়ে যায়। নিজেদের মতামতও লিখতে থাকে, তাই না। পরবর্তীকালে কিছু উন্নতি করার প্রচেষ্টা করবে। কিন্তু এই সময় অসম্ভব হবে, কেননা ওই সময় তো অনেক হাঙ্গামা হবে। দিন দিন ঝড় তুফান (ঝামেলা) বৃদ্ধি হতে থাকবে। এত সেন্টার আছে। অনেকে ভালো ভাবে বুঝবেও। এটাও লেখা আছে যে - ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা। বিনাশও সামনে দেখতে থাকবে। বিনাশ তো হবেই। সরকার থেকে বলা হয় যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা হোক কিন্তু এর দ্বারা কি-ই বা করা যাবে? বৃক্ষের বৃদ্ধি তো হবেই। যতক্ষণ বাবা আছেন ততক্ষণ সকল ধর্মের আত্মাদেরকে এখানে থাকতেই হবে। যখন যাওয়ার সময় হবে তখন আত্মাদের আসা বন্ধ হয়ে যাবে। এখন তো সকলকে এখানে আসতেই হবে। কিন্তু এই কথা কেউই বুঝবে না। বাপুজীও বলতেন যে এটা হল

রাবণ রাজ্য, আমাদের রামরাজ্য চাই। বলে যে অমুক ব্যক্তি স্বর্গবাসী হয়েছেন এর মানে হল যে এটা এখন নরক তাই না। মানুষ এতটাও বোঝেনা। স্বর্গবাসী হয়েছে তো ভালোই হয়েছে তাই না। অবশ্যই নরকবাসী ছিল। বাবা বোঝাচ্ছেন মানুষের চেহারা মানুষের মতই কিন্তু চরিত্র বাঁদরের মতো। সবাই গাইতে থাকে যে পতিত-পাবন সীতারাম। আমরা হলাম পতিত, পবিত্র করেন বাবা। তারা সবাই হলো ভক্তি মার্গের সীতা। বাবা হলেন রাম। কাউকে সোজাভাবে বোলো তো মানবে না। রামকে আহ্বান করে। এখন বাচ্চারা তোমাদেরকে বাবা তৃতীয় নেত্র দিয়েছেন। তোমরা যেন অন্য এক দুনিয়ার হয়ে গেছো। পুরানো দুনিয়াতে কি সব করতে থাকতে। এখন তোমরা বুঝে গেছো। বাচ্চারা তোমরা অবুঝ থেকে বুঝদার হয়েছে। রাবণ তোমাদেরকে কতোই অবুঝ বানিয়ে দিয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, এই সময় সকল মানুষ তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তবেই তো বাবা এসে সতোপ্রধান বানাচ্ছেন। বাবা বলছেন যে যদিও বাচ্চারা তোমরা নিজেদের সেবা করতেও থাকো, কেবল একটা কথা স্মরণে রাখো - বাবাকে স্মরণ করো। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার রাস্তা আর কেউ বলে দিতে পারবে না। সকলকে আধ্যাত্মিক ডাক্তার হলেন একজনই। তিনি এসে আত্মাদেরকে ইঞ্জেকশন দিচ্ছেন কেননা আত্মাই তমোপ্রধান হয়ে গেছে। বাবাকে অবিনাশী ডাক্তার বলা যায়। এখন আত্মা সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছে, এর ইঞ্জেকশন চাই। বাবা বলছেন যে, বাচ্চারা নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো আর নিজের বাবাকে স্মরণ করো। বুদ্ধির যোগ উপরের দিকে যুক্ত করো। বেঁচে থেকেও ফাঁসির মতো ঝুলতে থাকো অর্থাৎ বুদ্ধির যোগ সুইট হোমে যুক্ত করো। আমাকে সুইট সাইলেন্স হোমে যেতে হবে। নির্বাণ ধামকে সুইট হোম বলা যায়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ-

১) এই পুরানো দুনিয়া বিনাশ হয়েই পড়ে আছে, এইজন্য এর থেকে নিজেকে আলাদা মনে করতে হবে। বৃক্ষের বৃদ্ধির সাথে সাথে যে বিঘ্ন বা তুফান আসে, তাকে ভয় পেয়ো না, পার হতে হবে।

২) আত্মাকে সতোপ্রধান বানানোর জন্য নিজেকে স্তান যোগ এর ইঞ্জেকশন দিতে হবে। নিজের বুদ্ধির যোগ সুইট হোমে যুক্ত রাখতে হবে।

বরদানঃ- নিজের ভাগ্য আর ভাগ্যবিধাতার স্মৃতির দ্বারা সকল সমস্যার থেকে মুক্ত হয়ে মাস্টার রচয়িতা ভব সর্বদা বাঃ আমার ভাগ্য আর বাঃ ভাগ্য বিধাতা! মনের এই সূক্ষ্ম আওয়াজকে শুনতে থাকো আর খুশিতে নাচতে থাকো। যা জানার ছিল সেটা জেনে নিয়েছি, যেটা পাওয়ার ছিল সেটা পেয়ে গেছি - এই অনুভবে থাকো, তাহলে সকল সমস্যার হতে মুক্ত হয়ে যাবে। এখন হল সমস্যায় জর্জরিত আত্মাদেরকে বের করার সময়, এই জন্য আমি হলাম মাস্টার সর্বশক্তিমান, আমি হলাম মাস্টার রচয়িতা এই স্মৃতিতে থাকো। শৈশবের ছোট ছোট কথাতে সময় নষ্ট ক'রো না।

স্লোগানঃ- কমল আসনধারীই মায়া আকর্ষণ থেকে পৃথক এবং বাবার স্নেহে প্রিয় শ্রেষ্ঠ কর্মযোগী।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের উপার্জন করার অনেক শখ থাকা উচিত, এই অধ্যয়ণেই হলো উপার্জন"

*প্রশ্ন:- জ্ঞান বিহীন কোন্ খুশীর কথাও বিঘ্ন রূপে পরিণত হয় ?

*উত্তর:- সাক্ষাৎকার হওয়া, এইটা খুশীর ব্যাপার হলেও কিন্তু যথার্থ রূপে জ্ঞান না থাকলে আরোই মুশরে পড়ে। মনে করো কারোর বাবার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে, বিন্দু দেখলে তো কি আর বুঝবে, আরোই মুশরে পড়বে। সেইজন্য জ্ঞান বিহীন সাক্ষাৎকার হলে কোনো লাভ নেই। এতে আরোই মায়ার বিঘ্ন আসতে থাকে। কারোর সাক্ষাৎকারের উল্টো নেশাও চড়ে যায়।

*গীত:- ভাগ্যকে জাগিয়ে আমরা এসেছি...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা গান শুনেছে। কুমারীরাও শুনেছে যে এইটা হলো পাঠশালা। পাঠশালাতে কোনো না কোনো ভাগ্য তৈরী করা হয়। লোকিকে তো অনেক রকমের ভাগ্য আছে। কেউ সার্জেন হওয়ার, কেউ ব্যারিস্টার হওয়ার ভাগ্য তৈরী করে। ভাগ্যকে এইম্ অবজেক্ট বলা হয়। ভাগ্য তৈরী করা ছাড়া পাঠশালাতে কি পড়বে! এই ক্ষেত্রে এখন বাচ্চারা জানে যে আমরাও এসেছি ভাগ্য করে। নূতন দুনিয়ার জন্য নিজের রাজ্য - ভাগ্য নিতে এসেছি। এই রাজযোগ হলোই নূতন দুনিয়ার জন্য। তাদের হলো পুরানো দুনিয়ার জন্য। তারা পুরানো দুনিয়ার জন্য ব্যারিস্টার, ইঞ্জিনিয়ার, সার্জেন ইত্যাদি তৈরী হয়। সেই সব হতে হতে এখন পুরানো দুনিয়ার জন্য টাইম তো খুবই কমে গেছে। সেই সব তো শেষ হয়ে যাবে। ওই ভাগ্য তো এই মৃত্যুলোকের জন্য অর্থাৎ এই জন্মের জন্য। তোমাদের এই অধ্যয়ণ হলো নূতন দুনিয়ার জন্য। তোমরা নূতন দুনিয়ার জন্য ভাগ্য তৈরী করে এসেছো। নূতন দুনিয়াতে তোমাদের রাজ্য - ভাগ্য প্রাপ্ত হবে। কে পড়ান ? অসীম জগতের পিতা, যাঁর থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার থাকে। যেমন ডাক্তারের থেকে ডাক্তারির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, সেইটা হয়ে যায় এই জন্মের উত্তরাধিকার। এক উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় বাবার থেকে, দ্বিতীয় উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় নিজের অধ্যয়ণের দ্বারা। আচ্ছা, আবার যখন বৃদ্ধাবস্থা হয় তখন গুরুর কাছে যায়। কি চাহিদা থাকে ? বলে আমাদের শান্তিধামে যাওয়ার শিক্ষা দাও। আমাদের সঙ্গতি দাও। এখান থেকে বের করে শান্তিধামে নিয়ে যাও। এখন বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, টিচারের থেকেও উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয় এই জন্মের জন্য, এছাড়া গুরুর থেকে কিছুই প্রাপ্তি হয় না। টিচারের কাছে পড়ে কিছু না কিছু উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। টিচার হবে, সেলাই টিচার হবে-- কারণ জীবিকার তো দরকার আছে না! বাবার উত্তরাধিকার থাকা সত্ত্বেও পড়াশুনা করে যেন আমিও নিজেরটা উপার্জন করতে পারি। গুরুর থেকে তো কিছুই উপার্জন হয় না। হ্যাঁ, কেউ কেউ গীতা ইত্যাদি ভালো করে পড়ে তারপর গীতার উপর ভাষণ ইত্যাদি করে । এই সমস্ত হলো অল্প সময়ের সুখের জন্য। এখন তো এই মৃত্যুলোকে আছে সামান্য সময়। পুরানো দুনিয়া শেষ হতে চলেছে। তোমরা জানো যে আমি এসেছি নূতন দুনিয়ার ভাগ্য তৈরী করতে। এই পুরানো দুনিয়া ধ্বংস হতে চলেছে। বাবার থেকে প্রাপ্ত বা নিজের সব ভূ- সম্পত্তি ভস্মীভূত হয়ে যাবে। তোমাদের হাত আবার শূন্য হয়ে যাবে। এখন তো উপার্জন চাই-- নূতন দুনিয়ার জন্য। পুরানো দুনিয়ার মানুষ তো সেইটা করতে পারবে না। নূতন দুনিয়ার জন্য উপার্জন করতে সক্ষম হলেন শিববাবা। এখানে তোমরা নূতন দুনিয়ার জন্য ভাগ্য তৈরী করতে এসেছো। একমাত্র এই বাবা হলেন তোমাদের বাবাও, টিচারও, গুরুও । আর তিনি আসেনও সঙ্গমে। ভবিষ্যতের জন্য উপার্জন করার প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। এখন এই পুরানো দুনিয়াতে সামান্য কিছুদিন আছে। এইটা দুনিয়ার মানুষ জানে না। বলবে নূতন দুনিয়া আবার কখন আসবে, এই ব্যাপারে অনেকে এমনও আছে যারা বলে - এরা সব মিথ্যা বলার জন্য। এইরকম বুঝদারও অনেক আছে। বাবা বলবেন নূতন দুনিয়া স্থাপন হবে। বাচ্চা বলবে এইটা হলো মিথ্যে গল্পকথা। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা মনে করো নূতন দুনিয়ার জন্য ইনি হলেন আমাদের পিতা, টিচার, সঙ্গুরু। বাবা আসেনই শান্তিধাম, সুখধামে নিয়ে যেতে। কেউ ভাগ্য তৈরী করে না- যদিও কিছু বোঝে না। একই বাড়ীতে স্ত্রী পড়াশুনা করছে, পুরুষ পড়াশুনা করবে না, বাচ্চারা পড়াশুনা করবে তো মা- বাবা পড়াশুনা করবে না। এইরকম হতে থাকছে। শুরুতে আত্মীয়ের আত্মীয়ও এসেছিলো কিন্তু মায়ার ঝড়ের প্রভাবে আশ্চর্য ভাবে শুনেছে, অন্যদেরকেও এই জ্ঞান শুনিয়েছে, তারপর বাবাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। গাওয়াও হয়েছে আশ্চর্য ভাবে শোনে, বাবার হবে, পাঠ পড়বে- তবুও-- হয় ড্রামার যা প্রকৃতি। বাবা নিজে বলেন- হয় ড্রামা, হয় মায়া। ড্রামারই ব্যাপার, তাই না ! স্ত্রী- পুরুষ একে অপরকে ডিভোর্স দেয়। বাচ্চারা বাবাকে ত্যাগ করে দেয়, এখানে তো সেইটা নেই। এখানে ডিভোর্স দিতে পারে না। বাবা তো এসেছেনই বাচ্চাদের সত্যিকারের উপার্জন করতে। বাবা কি আর কাউকে খাদে ফেলতে পারেন! বাবা তো হলেনই পতিত- পাবন, পরম করুণাময়। বাবা এসে

গাইড হয়ে দুঃখ থেকে লিবারেট বা মুক্ত করেন আর গাইড হয়ে সাথে নিয়ে যান। এইরকম কোনো লৌকিক গুরু বলবে না যে আমি তোমাদেরকে সাথে নিয়ে যাবো। এইরকম গুরু কখনো দেখেছো, কখনো শুনেছো ? গুরুদের তোমরা জিজ্ঞাসা করো-- আপনাদের যে এতো ফলোয়ার্স আছে, আপনারা দেহত্যাগ করলে কি এই ফলোয়ার্সদেরকে সাথে নিয়ে যাবেন ? এইরকম তো কখনো কেউ বলবে না যে আমি ফলোয়ারদেরকে সাথে নিয়ে যাবো। এইটা তো হতে পারে না। কখনো কেউ বলতে পারে না যে আমি তোমাদের সবাইকে নির্বাণধাম বা মুক্তিধামে নিয়ে যাবো। এইরকম প্রশ্নও কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারে না যে আমাকে আপনি সাথে নিয়ে যাবেন ? শাস্ত্রে আছে ভগবানুবাচ, আমি তোমাদের নিয়ে যাবো। মশার ঝাঁকের মতো সব যায়। সত্যযুগে তো মানুষ কম হয়। কলিযুগে তো অনেক মানুষ। শরীর ত্যাগ করে বাকি আত্মারা তাদের হিসাব - পত্র মিটিয়ে ফেলে চলে যাবে। যেতে অবশ্যই হবে, এতো মানুষ থাকতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা ভালো করে জানো- এখন আমাদের যেতে হবে আপন গৃহে। এই শরীর তো ত্যাগ করতে হবে। আমি মরলে এই দুনিয়াও আমার কাছে মৃত হবে। নিজেকে শুধুমাত্র আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই পুরানো পোশাক তো ছাড়তে হবে। এই দুনিয়াও হলো পুরানো। যেইরকম পুরানো বাড়ীতে বসে নূতন বাড়ী সামনে তৈরী হতে থাকলে মনে করবে যে আমাদের জন্য তৈরী হচ্ছে। বুদ্ধি চলে যাবে নূতন বাড়ীর দিকে। ওটাতে এইটা তৈরী করো, এই করো। মায়া মমতা সমস্ত পুরানোর থেকে সরে গিয়ে নূতনের সাথে জুড়ে যাবে। সে হলো পার্থিব জগতের কথা। এইটা হলো অসীম জগতের কথা। পুরানো দুনিয়ার প্রতি মায়া-মমতা সরিয়ে নূতন দুনিয়ার প্রতি মায়া- মমতা থাকতে হবে। তোমরা জানো যে এই পুরানো দুনিয়া তো শেষ হয়ে যাবে। নূতন দুনিয়া হলো স্বর্গ। সেখানে আমরা রাজার পদ প্রাপ্ত করবো। যত যোগে থাকবো, জ্ঞানের ধারণা করবো, অন্যদেরকে বোঝাবো, ততই খুশীর পারদ উপর দিকে উঠবে। পরীক্ষা খুবই কঠিন। আমরা ২১ জন্মের জন্য স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি। বিত্তশালী (সাহকার) হওয়া তো ভালো কথা তাই না ! সৃষ্টি চক্রকে স্মরণ করবে, যে যত নিজ সম তৈরী করবে ততোই লাভ। রাজা হতে চাও তো প্রজা তৈরী করতে হবে। প্রদর্শনীতে এতো লোক আসে। তারা সকলে প্রজা হতে থাকবে, কারণ এই অবিনাশী জ্ঞানের বিনাশ তো হয় না। বুদ্ধিতে এসে যাবে- পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে হবে। পুরুষার্থ বেশী করলে তবে প্রজাতে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে। তা না হলে সামান্য ক্ষমতার প্রজা হবে। নম্বর অনুযায়ীই তো হয় না। রাম রাজ্যের স্থাপনা চলছে। রাবণ রাজ্যের বিনাশ হয়ে যাবে। সত্যযুগে তো থাকবেই দেবতারা।

বাবা বুঝিয়েছেন- স্মরণের যাত্রার দ্বারা তোমরা সতোপ্রধান দুনিয়ার মালিক হবে। মালিক তো রাজা - প্রজা সকলেই হয়। প্রজাও বলবে আমাদের ভারত হলো সবার থেকে উচ্চ। বরাবর ভারত অনেক উঁচুতে ছিলো। এখন কি আর আছে! ছিলো অবশ্যই। এখন তো একদমই গরীব হয়ে গেছে। প্রাচীন ভারত সব থেকে বিত্তশালী ছিলো। তোমরা জানো যে- আমরা এই ভারতবাসীরা অবশ্যই সবার থেকে উচ্চ দেবী- দেবতা কুলের ছিলাম। আর কাউকে দেবতা বলা যায় না। এখন তোমরা এই কন্যারা পড়াশুনা করছো আবার অন্যান্যদের বোঝাতে হবে। মানুষকে বোঝাতে তো হবে। তোমাদের কাছে চিত্রও আছে, তোমরা প্রমাণ সহ বলতে পারো - এনারা এই পদ পেল কি করে ? তিথি-তারিখ সমেত তোমরা প্রমাণ করতে পারো। এখন আবার এই পদ প্রাপ্ত করছো শিববাবার থেকে। ঐনারও চিত্র আছে। শিব হলেন পরমপিতা পরমাত্মা। বাবা বলেন ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদের যোগবলের দ্বারা ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। সূর্যবংশী দেবী - দেবতা বিষ্ণুপুরীর তোমরা মালিক হতে পারো। শিববাবা দাদা ব্রহ্মার দ্বারা এই উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। প্রথমে ঐনার আত্মা শোনে, আত্মাই ধারণ করে। মুখ্য ব্যাপার তো হলোই এইটা। চিত্র তো শিবের দেখানো হয়। এই চিত্র হলো পরমপিতা পরমাত্মা শিবের। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর হলেন সুস্বভবনের দেবতাগণ। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো অবশ্যই এখানে দরকার। প্রজাপিতা ব্রহ্মার বাচ্চারা ব্রহ্মা কুমার- কুমারীরা সংখ্যায় অনেক। যতক্ষণ না ব্রহ্মার বাচ্চা হবে, তো ব্রাহ্মণ হতে পারবে না, তবে কি করে শিববাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। দেহের জন্ম তো নয়। বলাও হয় মুখবংশাবলী। তোমরা বলবে আমরা হলাম প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখবংশাবলী। তারা গুরুদের ফলোয়ার্স হয়। এখানে তোমরা একজনকেই বাবা, টিচার, সঙ্কর বোলো। ঐনাকে (ব্রহ্মা) বোলো না। নিরাকার শিববাবাও আছেন, জ্ঞানের সাগর তিনি। সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান প্রদান করেন। টিচারও সেই নিরাকারই, যিনি সাকার (ব্রহ্মা বাবা) দ্বারা জ্ঞান শোনান। আত্মাই বলে। আত্মা বলে আমার শরীরকে বিরক্ত ক'রো না। আত্মা দুঃখী হলে তাকে বোঝাতে হবে বিনাশ সম্মুখে দন্ডায়মান, পারলৌকিক বাবা আসেনই শেষে- সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এছাড়া যাই কিছু আছে, এই সব বিনাশ হওয়ার। একে বলা হয় মৃত্যুলোক। স্বর্গ তো এখানে পৃথিবীর উপর হয়। দিলওয়ারা মন্দির তৈরী করা হয়েছে। নীচে তপস্যা করছে, উপরে স্বর্গ। নয় তো কোথায় দেখাবে। উপরে দেবতাদের চিত্র দেখিয়েছে। তারা তো এখানেই থাকবে। বোঝানোর অকাট্য যুক্তি চাই। মন্দিরে গিয়ে বোঝানো উচিত- এইটা হলো শিববাবার স্মৃতি স্বরূপ, যে শিববাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। শিব হলেন বাস্তবে বিন্দু, কিন্তু বিন্দুকে কি করে পূজা করা যাবে, ফলয়- ফুল কি করে চাপানো হবে-- সেইজন্য বড় রূপ তৈরী করা হয়েছে। এতোটা কেউ

হয় না। গাওয়াও হয় ক্রকুটির মাঝখানে ঝলমল করে অদ্ভুত এক তারা। খুবই সূক্ষ্ম হয়, বিন্দু। বড় কিছু হলে তো সায়েন্স ইত্যাদি তাড়াতাড়ি সেইটা ধরে ফেলতো। না এ এতটা হাজার সূর্যের থেকে তেজোময়, কিছুই না। কোনো-কোনো ভক্তও তো আসে, বলে আমি এই রকম আকৃতি দেখতে পাই। বাবা বুঝতে পারেন, তার পরমপিতা পরমাত্মার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হয়নি। এখনও ভাগ্যই খেলেনি। যতক্ষণ না বাবাকে জানবে, এইটা না বুঝবে যে আত্মা হলো বিন্দু সম, শিববাবাও হলেন বিন্দু, ওঁনাকে স্মরণ করতে হবে। এইরকম বুঝে যখন স্মরণ করবে তখন বিকর্ম বিনাশ হবে। এছাড়া এইটা দেখা যায়, এইরকম দেখছি- ঐরকম দেখছি-- একে মায়ার বিন্দুই বলা হবে। তোমাদের তো এখন খুশী রয়েছে যে আমরা বাবাকে পেয়েছি। বাবা বলেন, কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার করে অনেক খুশীতে ডাম্প ইত্যাদি করে কিন্তু এর থেকে কোনো সঙ্গতি হয় না। এই সাক্ষাৎকার তো অনায়াসেই হয়ে যায়। যদি ভালো করে না পড়বে তবে প্রজা হবে। সাক্ষাৎকারের লাভও তো পাওয়া যাবে না! ভক্তি মার্গে কঠোর পরিশ্রম করে, তবে সাক্ষাৎকার হয়। এক্ষেত্রে সামান্য পরিশ্রম করলেই সাক্ষাৎকার হয় কিন্তু লাভ কিছুই নেই। কৃষ্ণপুরীতে গিয়ে সাধারণ প্রজা ইত্যাদি হবে। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো শিববাবা আমাদের এই নলেজ শোনাচ্ছেন। বাবার আদেশ হলো পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। কিন্তু কেউ-কেউ পবিত্রও থাকতে পারে না, কখনো পতিতও লুকিয়ে চলে আসে। তারা নিজেদেরই লোকসান করে। নিজেকে ঠকায়। বাবাকে ঠকানোর ব্যাপার নেই। বাবাকে ঠকিয়ে কি কোনো আর কোনো পয়সা নেওয়ার ব্যাপার আছে কি? শিববাবার শ্রীমত অনুযায়ী সঠিক রাস্তায় না চললে তো কি হাল হবে। বোঝা যাবে ভাগ্যে নেই। পড়াশুনা করে না তারা, অন্যদেরকে আরোই দুঃখ দিতে থাকে। তাই এক তো অনেক শাস্তি পেতে হবে, দ্বিতীয়তঃ পদও স্থলন হয়ে যাবে। নিয়মের বাইরে গিয়ে কোনো কাজ করতে নেই। বাবা তো বুঝবেন যে, তোমাদের চলন ঠিক নেই। বাবা তো উপার্জন করার রাস্তা বলে দেন, কেউ চলুক বা না চলুক, তার ভাগ্য। শাস্তি পেয়ে শান্তিধামে তো ফিরে যেতেই হবে। পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে। কিছুই প্রাপ্তি থাকবে না। আসে তো অনেকেই কিন্তু এখানে তো বাবার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করার ব্যাপার আছে। বাচ্চারা ফলে বাবা আমি তো স্বর্গের সূর্যবংশী রাজার পদ প্রাপ্ত করবো। এ হল রাজযোগ! স্টুডেন্ট স্কলারশিপও তো নেয়, তাই না! পাশ করে যারা স্কলারশিপ পায়। এই মালা তাদেরই তৈরী হয়েছে যারা স্কলারশিপ নিয়েছে। যেমন যেমন পাশ করবে সেইরকম স্কলারশিপ প্রাপ্ত হবে। এই মালা তৈরী হয়ে আছে। স্কলারশিপ পাওয়ার যোগ্য যারা- বৃদ্ধি পেতে পেতে হাজার হয়ে যায়। রাজার পদ হলো স্কলারশিপ। যারা ভালো করে পাঠ পড়ে তারা গুপ্ত থাকতে পারে না। অনেক নতুনরাও পুরানোদের থেকে এগিয়ে যাবে। যেমন দেখো কোনো কন্যারা এলে, বলে আমার তো এই পড়াশুনা খুবই ভালো লাগে, আমি পণ করছি যে এই শারীরিক পাঠের কোর্স সম্পূর্ণ করে আবার এই পড়াশুনাতে রত হবো। নিজের হীরে তুল্য জীবন তৈরী করবো। আমরা নিজেদের সত্যিকারের উপার্জন করে ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো। কতো খুশী হয়। জানে যে এই উত্তরাধিকার এখন না নিলে তো আর কখনোই পাওয়া যাবে না। পড়াশুনার শখ থাকে, তাই না! কারোর তো বোঝার সামান্যতমও শখ নেই। পুরানোদেরও এতো শখ নেই, যতটা নতুনদের আছে। ওয়াল্ডার! তাই না! বলবে ড্রামা অনুসারে ভাগ্যে নেই তো ভগবানই বা কি করবেন। টিচার তো পড়াশুনা করান। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ

১) নিজের দুর্বলতাকে লুকানোও নিজেকে ঠকানো, সেইজন্য কখনোই নিজেকে ঠকাতে নেই।

২) নিজের উচ্চ ভাগ্য তৈরী করার জন্য কোনো নিয়ম বিরুদ্ধ কাজ করতে নেই। পড়াশুনার শখ থাকতে হবে। নিজ সম তৈরী করার সেবা করতে হবে।

বরদানঃ প্রতি পদক্ষেপে আদেশ অনুযায়ী চলে মায়াকে কুর্বান করানো সহজযোগী ভব
যে বাচ্চারা প্রতি পদক্ষেপে আদেশ অনুযায়ী চলে তাদের সামনে সমগ্র বিশ্ব বলি প্রদত্ত হয়। প্রথমে তোমরা বাবার প্রতি নিজেকে অর্পণ করো আর নিজের শ্রেষ্ঠ স্বমানে থেকে প্রতিটি আঙ্গু অনুসারে চলতে থাকলে, তবে জন্ম-জন্মান্তরের বিপত্তি থেকে মুক্তি পাবে। এখন সহজযোগী আর ভবিষ্যতে সহজ জীবন হবে। তো এইরকম সহজ জীবন তৈরী করো।

স্লোগানঃ নিজেকে পরিবর্তন করে অন্য আত্মাদেরকে পরিবর্তন করাই হলো জীবন দান দেওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা বাবার কাছে এসেছো তোমাদের ঘুমন্ত ভাগ্যকে জাগাতে, ভাগ্য জাগ্রত হওয়ার অর্থ বিশ্বের মালিক হওয়া"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, কোন্ আহার তোমাদের বাবার সমান বুদ্ধিমান করে দেয় ?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, এই পড়া হলো তোমাদের বুদ্ধির পুষ্টিকর আহার। যে রোজ পড়া করে, অর্থাৎ এই খাদ্য গ্রহণ করে, তার বুদ্ধি পরশ পাথর তুল্য হয়ে যায়। পারশনাথ বাবা, যিনি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তিনি তোমাদের নিজের সমান বুদ্ধিমান বানান।

*গীতঃ- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি -----

ওম্ শান্তি। এই গানের লাইন শুনেও মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের রোমাঞ্চিত হয়ে যাওয়া উচিত। এ তো সাধারণ গান, কিন্তু এর সার আর কেউই জানে না। বাবা এসেই এই গীত, শাস্ত্র ইত্যাদির অর্থ বোঝান। মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা এও জানে যে, কলিযুগে সকলের ভাগ্যই ঘুমিয়ে আছে। সত্যযুগে সকলের ভাগ্যই জাগ্রত। এই ঘুমন্ত ভাগ্যকে জাগ্রত করেন, আর শ্রীমৎ প্রদান করেন অথবা ভাগ্য জাগ্রতকারী একমাত্র বাবাই। তিনি বসেই বাচ্চাদের ভাগ্যকে জাগ্রত করেন। বাচ্চা যেমন জন্ম হলেই তার ভাগ্য জাগ্রত হয়। বাচ্চার জন্ম হলো আর সে জানতে পারে যে আমি উত্তরাধিকারী। এ হলো হুবহু অসীম জগতের কথা। বাচ্চারা জানে যে - কল্প - কল্প আমাদের ভাগ্য জাগ্রত হয়, আবার ঘুমিয়ে পড়ে। পবিত্র হলে ভাগ্য জাগ্রত হয়। পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম বলা হয়। আশ্রম অক্ষর হলো পবিত্র। পবিত্র গৃহস্থ আশ্রম, এর বিপরীতে হলো অপবিত্র পতিত গৃহস্থ ধর্ম। একে আশ্রম বলা হবে না। গৃহস্থ ধর্ম তো সকলেরই আছে। জানোয়ারদের মধ্যেও আছে। সকলেই তো বাচ্চার জন্ম দেয়। জন্তুজানোয়ারদের জন্যও বলা হবে যে, তারাও গৃহস্থ ধর্মে আছে। বাচ্চারা এখন জানে যে - স্বর্গে আমরা পবিত্র গৃহস্থ আশ্রমে ছিলাম, দেবী - দেবতা ছিলাম। তাঁদের মহিমারই গায়ন হয় যে - সর্বগুণ সম্পন্ন, শোভা কলা সম্পূর্ণ... তোমরা নিজেরাও গাইতে। এখন তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা আবার মানুষ থেকে দেবতা তৈরী হচ্ছি। গায়নও আছে যে - মানুষ থেকে দেবতা হতে সময় লাগে না। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করকেও দেবতা বলা হয়। বলা হয় - ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, কিন্তু বলা হয় - শিব পরমাত্মায় নমঃ। এর অর্থও এখনই তোমরা জানো। ওরা তো কেবল অন্ধ শ্রদ্ধা থেকে বলে দেয়। এখন শঙ্কর দেবতায় নমঃ বলবে। শিবের জন্য বলবে - শিব পরমাত্মায় নমঃ, তাহলে তো তফাৎ হলো, তাই না। ওঁরা দেবতা হয়ে গেলেন, আর ইনি পরমাত্মা। শিব আর শঙ্করকে এক বলা যাবে না। তোমরা জানো যে, আমরা বরাবর পাথর বুদ্ধির ছিলাম, এখন আবার পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির হচ্ছি। দেবতাদের তো পাথর বুদ্ধির বলা হবে না। এরপর ড্রামা অনুসারে রাবণ রাজ্যে সিঁড়ি দিয়ে নামতেই হবে। পরশ পাথর বুদ্ধির থেকে পাথর বুদ্ধির হতেই হবে। সবথেকে বুদ্ধিমান হলেন একমাত্র বাবা। এখন তোমাদের বুদ্ধির জোর নেই। বাবা বসে তাদের পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির বানান। তোমরা এখানে পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির হতে আসো। পারশনাথেরও মন্দির আছে। সেখানে মেলা হয়, কিন্তু একথা কেউই জানে না যে, পারশনাথ কে? বাস্তবে পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধি তো বাবাই করেন। তিনি হলেন বুদ্ধিমানের বুদ্ধি। এই জ্ঞান হলো তোমাদের মতো বাচ্চাদের বুদ্ধির খাবার, এতে বুদ্ধি কতো পাল্টে যায়। এই দুনিয়া হলো কাঁটার জঙ্গল। এখানে একে অপরকে কতো দুঃখ দেয়। এখন হলোই অতি ভয়ানক নরক। গরুড় পুরাণে তো অনেক মুখরোচক কাহিনী লিখে দিয়েছে।

বাচ্চারা, এখন তোমরা তোমাদের বুদ্ধির পুষ্টিকর আহার পাচ্ছো। অসীম জগতের বাবা তোমাদের আহার দিচ্ছেন। এ হলো পড়া। একে জ্ঞান অমৃতও বলা হয়। এখানে কোনো জল ইত্যাদির কথা নেই। আজকাল সব জিনিসকেই অমৃত বলে দেওয়া হয়। গঙ্গাজলকেও অমৃত বলা হয়। দেবতাদের চরণ ধোওয়া জলকেও অমৃত বলা হয়। এখন এও তো বুদ্ধির দ্বারা বোঝার মতো কথা, তাই না। যারা এই অঞ্জলি ভরে জল দেন, তা কি অমৃত, নাকি পতিত পাবনী গঙ্গার জল অমৃত? যারা অঞ্জলি ভরে জল দেন, তারা কখনোই এমন বলেন না যে, এই জল পতিতকে পবিত্র করে, কিন্তু গঙ্গাজল সম্বন্ধে বলা হয় যে, এ হলো পতিত পাবনী। এমন বলাও হয় যে, মানুষ মারা গেলে মুখে যেন গঙ্গাজল দেওয়া হয়। এমন দেখানো হয়েছে যে, অর্জুন বাণ মেরে অমৃত জল পান করিয়েছিলো। তোমরা বাচ্চারা কোনো বাণ আদি নিষ্ক্ষেপ করোনি। এক গ্রাম আছে, যেখানে বাণ দিয়ে লড়াই করা হয়। সেখানকার রাজাকে ঈশ্বরের অবতার বলা হয়। এখন ঈশ্বরের অবতার তো কেউ হতে পারে না। বাস্তবে প্রকৃত সদগুরু তো একজনই, যিনি সকলেরই সদগতিদাতা। যিনি সকল আত্মাদের সাথে

করে নিয়ে যান। বাবা ছাড়া আর কেউই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাওয়ারও কোনো কথা নেই। এক নাটক সম্পূর্ণ তৈরী। এই অনাদি সৃষ্টিচক্র চলতেই থাকে। এই পৃথিবীর হিস্টি - জিওগ্রাফি কিভাবে রিপোর্ট হয়, এ এখনই তোমরা জানতে পারো আর কেউই তা জানে না। মানুষ অর্থাৎ আত্মারা নিজের রচয়িতা বাবাকেও জানে না, যাঁকে তারা ডেকেও থাকে - ও গড ফাদার! লৌকিক বাবাকে কখনোই গড ফাদার বলবে না। গড ফাদার শব্দ খুব সম্মানের সঙ্গে বলে থাকে। তাঁর জন্যই এমন গায়ন হয় যে - তিনি পতিত পাবন, দুঃখহর্তা - সুখকর্তা। একদিকে বলে তিনি দুঃখহর্তা - সুখকর্তা, আবার যখন কোনো দুঃখ হয় অথবা বাচ্চা ইত্যাদি মারা যায়, তখন বলে দেয় ঈশ্বরই সুখ - দুঃখ দেন। ঈশ্বর আমার সন্তান কেড়ে নিয়েছে। এ কি করলো ভগবান? এখন একদিকে মহিমা করে, আর কিছু হলেই ঈশ্বরকে গালিও দেয়। যখন বলে যে, ঈশ্বর আমাদের সন্তান দিয়েছেন, তখন যদি আবার ফিরিয়ে নেন, তাহলে তোমরা কাঁদো কেন? ঈশ্বরের কাছে গেলো, তাই না। সত্যযুগে কেউ কখনো কাঁদে না। বাবা বোঝান যে, কাঁদার তো কোনো দরকারই নেই। আত্মার তার নিজের হিসেব - নিকেশ অনুসারে গিয়ে অন্য কোথাও অভিনয় করতে হবে। জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ কতো কাল্পনিক করে, যেন পাগল হয়ে যায়। এখানে তো বাবা বোঝান - মৃত্যু হলে তখনও হালুয়া খাও... তোমাদের নষ্টমোহ হতে হবে। আমাদের তো একই অসীম জগতের পিতা আছেন, দ্বিতীয় আর কেউই নেই। বাচ্চাদের এমন অবস্থা হওয়া উচিত। মোহজিৎ রাজার কথা তো শুনেছো, তাই না। এ সব হলো চর্চিত কাহিনী। সত্যযুগে দুঃখের কোনো কথাই থাকে না। না সেখানে কোনো অকাল মৃত্যু হয়। বাচ্চারা জানে যে, আমরা কালকে জয় করি, বাবাকে মহাকালও বলা হয়। কালেরও কাল তোমাদের কালকে জয় করান, অর্থাৎ কাল কখনোই তোমাদের গ্রাস করে না। কাল তো আত্মাদের গ্রাস করতে পারে না। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে, একে বলা হয় কাল গ্রাস করেছে। বাকি কাল বলে কোনো কিছু হয় না। মানুষ মহিমা করতে থাকে কিন্তু কিছুই বোঝে না। এমনও গায় -- অচ্যুতম কেশবম... অর্থ কিছুই বোঝে না। মানুষ এখন সম্পূর্ণ বোঝার বাইরে চলে গেছে। বাবা বোঝান যে, এই পাঁচ বিকার তোমাদের বুদ্ধিকে কতো খারাপ করে দেয়। কতো মানুষ বদীনাথ ইত্যাদি স্থানে যায়। আজ দুই লাখ গেলো -- কাল চার লাখ গেলো -- বড় বড় অফিসাররাও তীর্থ করতে যায়। তোমরা তো যাও না, তখন ওরা বলবে, এই বি.কেরা তো নাস্তিক, কেননা এরা ভক্তি করে না। তোমরা আবার বলো, যারা ভগবানকে জানে না, তারাই নাস্তিক। বাবাকে তো কেউই জানে না, তাই এই দুনিয়াকে অনাথের দুনিয়া বলা হয়। সবাই নিজেদের মধ্যে কতো লড়াই - ঝগড়া করতে থাকে। এই সম্পূর্ণ দুনিয়া তো বাবার ঘর, তাই না। বাবা এই সম্পূর্ণ দুনিয়ার বাচ্চাদের পতিত থেকে পবিত্র করতে আসেন। বরাবর অর্ধেক কল্প তো পবিত্র দুনিয়াই ছিলো, তাই না। এমন গায়নও আছে যে -- রাম রাজা, রাম প্রজা, রামই সাহকার... সেখানে তাহলে অধর্মের কথা কিভাবে হতে পারে? এমনও বলা হয় যে, ওখানে বাঘে গরুতে একত্রে জল পান করে, তাহলে এই রাবণ ইত্যাদি ওখানে কিভাবে আসবে? কিছুই বুঝতে পারে না। বাইরের লোকেরা তো এইসব কথা শুনে হাসতে থাকে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো - এখন জ্ঞানের সাগর বাবা এসে আমাদের জ্ঞান দান করেন। এ তো পতিত দুনিয়া, তাই না। এখন তিনি কি প্রেরণার দ্বারা পতিতকে পবিত্র করবেন? মানুষ ডাকতে থাকে - হে পতিত পাবন এসো, তুমি এসে আমাদের পবিত্র করো, তাহলে অবশ্যই তিনি এই ভারতেই এসেছিলেন। এখনো তিনি বলেন, আমি জ্ঞানের সাগর, আমি এসেছি। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, শিববাবার মধ্যেই সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে, সেই বাবা বসেই বাচ্চাদের এইসব কথা বুঝিয়ে বলেন। শাস্ত্রে সব হলো চর্চিত কাহিনী। নাম লিখে দিয়েছে - ব্যাস ভগবান শাস্ত্র লিখেছেন। এখন এই ব্যাস ছিলেন ভক্তিমার্গের। ইনি হলেন ব্যাসদেব, তাঁর সন্তান তোমরা হলে সুখদেব। এখন তোমরা সুখের দেবতা হও। তোমরা সুখের উত্তরাধিকার গ্রহণ করছো ব্যাসের থেকে, শিবাচার্যের থেকে। ব্যাসের সন্তান হলে তোমরা, কিন্তু মানুষ যাতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে না যায়, তাই বলা হয় শিবের সন্তান। তাঁর প্রকৃত নামই হলো শিব। বাবা তাই এখন বলেন -- তোমরা কোনো দেহধারীকে দেখো না। যেহেতু শিববাবা তোমাদের সামনে বসে আছেন। আত্মাকে জানা যায়, আবার পরমাত্মাকেও জানা যায়। তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব। তিনি এসেই পতিত থেকে পবিত্র করার পথ বলে দেন। তিনি বলেন - আমি তোমাদের আত্মাদের বাবা। আত্মাকে অনুভব করা যায়, কিন্তু দেখা যায় না। বাবা জিজ্ঞেস করেন - তোমরা কি এখন নিজের আত্মাকে অনুভব করেছো এতো ছোটো আত্মার মধ্যে এমন অবিনাশী পার্ট ভরা আছে, যেমন এক রেকর্ডের মতো।

তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারাই শরীর ধারণ করি। প্রথমে তোমরা দেহ - অভিমাত্রী ছিলে, এখন দেহী অভিমাত্রী। তোমরা জানো যে, আমরা আত্মারা ৮৪ জন্মগ্রহণ করি। এর কোনো অন্ত হয় না। কেউ - কেউ জিজ্ঞেস করে, এই ড্রামা কবে থেকে শুরু হয়েছিলো? কিন্তু এ তো অনাদি, এর কখনোই কোনো বিনাশ হয় না। একে বলা হয়, বানানো অবিনাশী

ওয়ার্ল্ড ড্রামা । তাই বাবা বসে বাচ্চাদের এইসব বুঝিয়ে বলেন । যেমন লেখাপড়া না জানা বাচ্চাদের লেখাপড়া শেখানো হয় । আত্মাই শরীরের ভিতরে থাকে । এ হলো পাথর বুদ্ধিদের জন্য ভোজন, বুদ্ধি তার প্রকৃত জ্ঞান পায় । বাচ্চারা, তোমাদের জন্য বাবা চিত্র বানিয়েছেন । এ খুবই সহজ । এ হলো ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্কর । এখন ব্রহ্মাকেও ত্রিমূর্তি কেন বলা হয় ? দেব - দেব মহাদেব । একে অপরকে বড় করে রাখে, অর্থ কিছুই জানে না । এখন ব্রহ্মা কিভাবে দেবতা হতে পারে । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানে হওয়া চাই । এই কথা কোনো শাস্ত্রতেও নেই । বাবা বলেন যে, আমি এই শরীরে প্রবেশ করে এনার দ্বারা তোমাদের বোঝাই । একে প্রথমে আপন করে নিই । আমি এনার অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে প্রবেশ করি । ইনিও পাঁচ বিকারের সন্ধ্যাস নেন । যারা সন্ধ্যাস নেন, তাদের যোগী - ঋষি বলা হয় । এখন তোমরা রাজঋষি হয়েছেো । তোমরা যখন পাঁচ বিকারের সন্ধ্যাস গ্রহণ করো, তখন তোমাদের নাম পরিবর্তন হয়ে যায় । তোমরা তো রাজযোগী হয়ে যাও । তোমরা প্রতিজ্ঞা করো । ওই সন্ধ্যাসীরা তো ঘর - বাড়ী ত্যাগ করে চলে যায় । এখানে তো স্ত্রী - পুরুষ একত্রিত থাকে, তারা প্রতিজ্ঞা করে যে, আমরা কখনো বিকারে যাবো না । মূল বিষয় হলো বিকারের ।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, শিববাবা হলেন রচয়িতা । তিনি নতুন রচনা করেন । তিনি হলেন বীজরূপ, সৎ - চিৎ - আনন্দের সাগর, জ্ঞানের সাগর । স্থাপনা, বিনাশ, পালনা কিভাবে করেন - এ বাবাই জানেন, মানুষ জানে না । ফট করে বলে দেয়, তোমরা বি.কেরা তো দুনিয়ার বিনাশ করবে । আচ্ছা, তোমাদের মুখে গোলাপ । বলে দেয়, এরা তো বিনাশের জন্য নিমিত্ত হয়েছেো । এরা না শাস্ত্র মানে, না ভক্তি মানে আর না গুরুদের মানে, এরা কেবল নিজেদের দাদাকে মানে, কিন্তু বাবা তো নিজেই বলেন, এ হলো পতিত শরীর, আমি এর মধ্যে প্রবেশ করেছি । পতিত দুনিয়াতে তো পবিত্র কেউ থাকে না । মানুষ তো যা শোনে সেই শোনা কথাই বলে দেয় । এই শোনা কথা শুনেই তো ভারতের দুর্গতি হয়েছেোতখনই বাবা এসে সত্য কথা শুনিয়া সকলের সদগতি করেন । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার কাছ থেকে সুখের উত্তরাধিকার নিয়ে সুখের দেবতা হতে হবে । সবাইকে সুখদান করতে হবে । রাজঋষি হওয়ার জন্য সর্ব বিকারের সন্ধ্যাস করতে হবে ।

২) পড়াশোনাই হলো প্রকৃত আহার । সদগতির জন্য শোনা কথা ছেড়ে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে । এক বাবার কথাই শুনতে হবে । মোহজিৎ হতে হবে ।

বরদান:- সদা স্বমানে স্থিত থেকে নির্মান স্থিতির দ্বারা সবাইকে সম্মান প্রদানকারী মাননীয়, পূজনীয় ভব যা বাবার মহিমা, তাই তোমাদের স্বমান, স্বমানে যদি স্থির থাকো, তাহলে নির্মান হয়ে যাবে, তখন সকলের দ্বারা শীঘ্রই মান মিলতে থাকবে । মান চাইলে পাওয়া যায় না, কিন্তু সম্মান দিলে, স্বমানে স্থিত থাকলে, মানের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলে সকলের মাননীয়, পূজনীয় হওয়ার ভাগ্য প্রাপ্ত হয়ে যায়, কেননা সম্মান দান করা অর্থাৎ দেওয়াই হলো নেওয়া ।

স্লোগান:- সব কিছু জেনে (জাননহার) সব কর্ম করে, (করনহার) অসমর্থ আত্মাদের অনুভূতির প্রসাদ বিতরণ করতে থাকো ।

"স্ব - পরিবর্তনের আধার - 'সত্যিকারের হৃদয়ের অনুভূতি'"

আজ বিশ্ব পরিবর্তক, বিশ্ব কল্যাণকারী বাপদাদা তাঁর স্নেহী, সহযোগী, বিশ্ব পরিবর্তক বাচ্চাদেরকে দেখছেন। প্রত্যেকে নিজে পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন করবার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে রেখেছে। সকলের মনে একটিই উৎসাহ উদ্দীপনা যে, এই বিশ্বকে পরিবর্তন করতেই হবে আর এই নিশ্চয়ও (দৃঢ় বিশ্বাস) আছে যে, পরিবর্তন তো হবেই অথবা বলা যেতে পারে পরিবর্তন হয়েই আছে। কেবল নিমিত্ত বাপদাদার সহযোগী, সহজযোগী হয়ে বর্তমান আর ভবিষ্যতকে শ্রেষ্ঠ বানাচ্ছে।

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের নিমিত্ত বিশ্ব পরিবর্তক বাচ্চাদেরকে দেখার সময় একটি বিশেষ জিনিস দেখছিলেন - সকলে একই কার্যের জন্য নিমিত্ত, লক্ষ্যও সকলের স্ব-পরিবর্তন আর বিশ্ব-পরিবর্তনই, কিন্তু স্ব-পরিবর্তন বা বিশ্ব-পরিবর্তনের নিমিত্ত হওয়া সত্ত্বেও নস্বর ক্রম অনুসারে কেন ? কোনো কোনো বাচ্চা স্ব পরিবর্তন খুবই সহজে আর তাড়াতাড়িও করে নিতে পারে আর কোনো কোনো বাচ্চা এখনই পরিবর্তনের সংকল্প করবে, কিন্তু নিজের সংস্কার বা মায়া আর প্রকৃতির দ্বারা আগত পরিস্থিতি কিম্বা ব্রাহ্মণ পরিবারের দ্বারা যে সব হিসাব মেটানোর আছে, সেইসবব হিসাবপত্র তাদের শ্রেষ্ঠ পরিবর্তনে উৎসাহে ভাটা এনে দেয়। আবার কোনো কোনো বাচ্চার মধ্যে পরিবর্তন করবার সাহসেরই ঘাটতি রয়েছে। যেখানে সাহস নেই, সেখানে উৎসাহ উদ্দীপনাও নেই। আর স্ব পরিবর্তন বিনা বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যে কখনোই মনের মতো (আশানুরূপ) সফলতা আসবে না। কেননা এই অলৌকিক ঈশ্বরীয় সেবা হল একই সময়ে তিন প্রকারের সেবার সিদ্ধি। সেই তিন প্রকারের সেবা একসাথে কী কী ? এক - বৃত্তি, দুই - ভাইব্রেশন (প্রকম্পন), তিন - বাণী। তিনটিই শক্তিশালী নিমিত্ত, নির্মাণ (নিরহংকার) আর নিঃস্বার্থ - এর আধারে। আর তখনই মনের মতো সফলতা পাওয়া সম্ভব। নতুবা সেবা হবে, নিজেকে বা অন্যদেরকে অল্প সময়ের জন্য সেবার সফলতার কারণে খুশী তো করে দেয়, কিন্তু আশানুরূপ সফলতা, যার কথা বাপদাদা বলেন, সেইরূপ হয় না। বাপদাদাও বাচ্চাদের খুশীতে খুশী হয়ে যান, কিন্তু দিলারামের হৃদয়ে যথাশক্তি রেজাল্ট অবশ্যই নোট হয়ে যায়। শাবাশ! শাবাশ! তো অবশ্যই বলবেন, কেননা বাবার তো সব বাচ্চাদের উপরে বরদানের দৃষ্টি আর বৃত্তি থাকে যে, এই বাচ্চা আজ নয় তো কাল সিদ্ধি স্বরূপ অবশ্যই হবেই হবে। কিন্তু তিনি তো বরদাতার সাথে সাথে শিক্ষকও, সেইজন্য পরবর্তীকালের জন্য অ্যাটেনশন দেওয়ার কথাও মনে করিয়ে দেন।

তো আজ বাপদাদা বিশ্ব পরিবর্তনের কার্যের আর বিশ্ব পরিবর্তক বাচ্চাদের রেজাল্ট দেখছিলেন। বাচ্চাদের সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে, আওয়াজ চতুর্দিকে ছড়াচ্ছে, প্রত্যক্ষতার পর্দা উন্মোচিত হওয়াও শুরু হয়ে গেছে। চতুর্দিকের আত্মাদের এখন ইচ্ছা উৎপন্ন হচ্ছে যে, কাছে গিয়ে দেখি। এতদিন যেটা এদিক - ওদিক থেকে শুনেছে, এখন সেটা দেখার ইচ্ছাতে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই সব পরিবর্তন হচ্ছে। তবুও ড্রামা অনুসারে এখনও পর্যন্ত বাবা এবং নিমিত্ত হওয়া শ্রেষ্ঠ আত্মাদের শক্তিশালী প্রভাবের পরিণাম স্বরূপ এই রূপ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। যদি মেজরিটি এই বিধির দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত করে, তবে অতি দ্রুত সকল ব্রাহ্মণ সিদ্ধি স্বরূপ রূপে প্রত্যক্ষ হয়ে যাবে। বাপদাদা দেখছিলেন - 'দিলপছন্দ', 'লোকের পছন্দ', 'বাবার পছন্দ' মতো সফলতার আধার 'স্ব-পরিবর্তনের' এখন অভাব রয়েছে আর 'স্ব-পরিবর্তন' এর অভাব কেন রয়েছে ? তার মূল আধার হল একটি বিশেষ শক্তির অভাব। সেই বিশেষ শক্তিটি হল - 'অনুভূত হওয়ার শক্তি'।

যে কোনো পরিবর্তনের সহজ আধার হল অনুভূতি করবার শক্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত অনুভূত হওয়ার শক্তি আসবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত অনুভূতি হবে না আর যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুভূতি হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বের ফাউন্ডেশন মজবুত নয়। তোমার ব্রাহ্মণ জীবনকে আদি থেকে সামনে নিয়ে এসো।

'প্রথম পরিবর্তন' - আমি হলাম আত্মা, বাবা হল আমার - এই পরিবর্তন কীসের আধারে হয়েছে ? যখন অনুভব করো যে, হ্যাঁ, আমি হলাম আত্মা, ইনিই হলেন আমার বাবা।' তবেই অনুভূতি আসবে, তখনই পরিবর্তন হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না অনুভূতি আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ গতিতে চলতে থাকে আর যেই মুহূর্তে অনুভূতি শক্তি অনুভব করাবে, তখনই তীব্র পুরুষার্থী হয়ে যাবে। এই রকম পরিবর্তনের যে যে বিশেষ বিষয় গুলি রয়েছে - তা সে রচয়িতার বিষয়েই হোক,

কিন্মা রচনার বিষয়ে, যতক্ষণ পর্যন্ত না সকল বিষয়ে অনুভূতি না করবে যে, হ্যাঁ, এটা হল সেই সময়, সেই যোগ, আমিও হলাম সেই শ্রেষ্ঠ আত্মা - ততক্ষণ পর্যন্ত কর্মে উৎসাহ - উদ্দীপনা আসবে না। কারো কারো বায়ুমন্ডলের প্রভাবে অল্প সময়ের জন্য পরিবর্তন হবে, কিন্তু সেটা চিরস্থায়ী হবে না। অনুভূতি করবার শক্তি সদাকালের জন্য সহজে পরিবর্তন করে নেবে।

এই অনুসারে স্ব-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত অনুভূতি করবার শক্তি না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সদাকালের শ্রেষ্ঠ পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। এতে বিশেষতঃ দুটি বিষয়ের অনুভূতি প্রয়োজন। এক - নিজের দুর্বলতাকে অনুভব করা। দ্বিতীয় - যে পরিস্থিতি বা ব্যক্তির কারণে হচ্ছে, তার ইচ্ছা আর তার মনের ভাবনা বা ব্যক্তির দুর্বলতা কিন্মা পরবশের স্থিতির অনুভূতি। পরিস্থিতির পেপারের কারণকে জেনে, নিজে পাশ করবার শ্রেষ্ঠ স্বরূপের অনুভূতিতে থাকবে যে - আমি হলাম শ্রেষ্ঠ, স্ব-স্থিতি হল শ্রেষ্ঠ, পরিস্থিতি হল পেপার। এই অনুভূতি সহজেই পরিবর্তন করিয়ে নেবে আর পাশ করিয়ে দেবে। অন্যদের ইচ্ছা বা অন্যদের স্ব-উল্লসিতরও অনুভূতি হল স্ব-উল্লসিতর আধার। তো স্ব-পরিবর্তন - অনুভূতির শক্তি ছাড়া হওয়া সম্ভব নয়। এতেও এক হল হৃদয় সজ্ঞাত অনুভূতি, দ্বিতীয় হল - মস্তিষ্ক সজ্ঞাত অনুভূতি। কেননা তোমরা তো অনেক নলেজফুল হয়ে গেছ। সময়কে বিবেচনা করে নিজেকে প্রমাণিত করবার জন্য, খ্যাতনামা হওয়ার জন্য সেই সময় হয়ত অনুভবও করে নেবে, কিন্তু এই অনুভূতির মধ্যে শক্তি থাকে না যার দ্বারা নিজেকে পরিবর্তন করে নিতে পারবে। অতএব হৃদয় সজ্ঞাত অনুভূতি দিলারামের আশীর্বাদকে প্রাপ্ত করায় আর মস্তিষ্ক সজ্ঞাত অনুভূতি সাময়িক সময়ের জন্য অন্যদেরকেও খুশী করায় আর নিজেকেও।

তৃতীয় প্রকারের অনুভূতি - মন বুঝতে পারে যে এটা ঠিক নয়, বিবেক বলতে থাকে এটা যথার্থ নয়, কিন্তু সকলের সামনে নিজেকে মহারথী প্রমাণিত করবার জন্য, নিজের নাম যাতে পরিবারের মাঝে দুর্বল বা খাটো যাতে না হয়ে যায়, তার জন্য নিজের বিবেকেরও খুন করতে থাকে। এই বিবেককে নিধন করাও হল পাপ। নিজেকে হনন (জীবঘাত, সুইসাইড) করা যেমন মহাপাপ, ঠিক তেমনই এও পাপের খাতাতে জমা হয়ে যায়। সেইজন্য বাপদাদা হাসতে থাকেন আর তাদের মনের মধ্যে কী ডায়লগ চলছে তা শুনতে থাকেন। ডায়লগ গুলোও খুব সুন্দর হয়। মূল কথা হল - এই রকম যাদের অনুভূত হয় যে, কে জানতে পারবে, এই রকমই চলছে...। কিন্তু বাবার কাছে রয়েছে প্রতিটি পাতার খবর। কেবল মুখে বললেই জানা যাবে না, সব জেনেও বাবা যেন জানেন না এইরকম ভোলাভোলা হয়ে ভোলানাথ রূপে বাচ্চাদেরকে পরিচালিত করেন। তিনি কিন্তু সব জানেন, তাও ভোলা কেন হয়ে যান? কারণ তিনি হলেন দয়াবান পিতা, বুঝেছো? এই রকম বাচ্চারা 'চতুরসুজান' (সবচেয়ে চতুর) বাবার কাছেও, নিমিত্ত আত্মাদের সামনে অতিরিক্ত চতুর হওয়ার চেষ্টা করে। সেইজন্য বাবা দয়াবান, ভোলানাথ হয়ে যান।

বাপদাদার কাছে প্রতিটি বাচ্চার প্রতিটি কর্মের, মনের সংকল্পের খাতা স্পষ্ট ভাবে থাকে। বাচ্চাদের অন্তরকে জানবার প্রয়োজন হয় না, প্রতিটি বাচ্চার হৃদয়ের স্পন্দনরেখা পর্যন্ত বাবার জানা। সেইজন্য তিনি বলেন, আমি বাচ্চাদের হৃদয়কে জানিনা, কেননা জানার প্রয়োজন নেই, সেটা এতটাই স্পষ্ট বাবার কাছে। প্রতিটি মুহূর্তের হৃদয়ের স্পন্দন বা মনের সংকল্পের চার্ট বাপদাদার সামনে রয়েছে। তিনি বলে দিতেও পারেন, এমন নয় যে বলতে পারবেন না। তিথি, স্থান, সময় আর কী কী করেছে - সব বলে দিতে পারবেন। সেইজন্য জেনেও যেন জানেন না। তো বাবা আজ সমস্ত চার্ট দেখলেন।

স্ব-পরিবর্তন তীব্রগতিতে না হওয়ার কারণ - 'আন্তরিক ভাবে অনুভূতি'র অভাব। অনুভূতির শক্তি অতি মধুর অনুভব করিয়ে থাকে। এ তো তোমরা জানো, তাই না! কখনো নিজেকে বাবার আলোক রঙ্গ আত্মা (নূরে রতন) অর্থাৎ বাবার নয়নে সমাযিত থাকা শ্রেষ্ঠ বিন্দু অনুভব করো। নয়নে তো বিন্দুই কেবল সমাযিত হতে পারে, শরীর তো সমাযিত হতে পারে না। কখনো নিজেকে ললাটে ঝলমলে উজ্জ্বল মস্তক-মণি, ঝিলিমিলি করা তারা অনুভব করো, কখনো নিজেকে ব্রহ্মা বাবার সহযোগী, রাইট হ্যান্ড সাকার ব্রাহ্মণ রূপে ব্রহ্মার ভূজ রূপে অনুভব করো। কখনো অব্যক্ত ফরিস্তা স্বরূপ অনুভব করো। এইরূপ অনুভূতি করবার শক্তির দ্বারা অনেক অনুপম, অলৌকিক অনুভব করতে থাকো। কেবল নলেজের মতো করে বর্ণনা নয়, অনুভব করো। এই অনুভূতি করবার শক্তিকে বাড়াও, তাহলে অন্যান্য যে সব দুর্বলতা গুলি রয়েছে, সেগুলি তোমার কাছে স্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হবে। শক্তিশালী দর্পণের মধ্যে ছোট্ট একটু দাগও তখন স্পষ্ট দেখতে পাওয়া গেলে তখন পরিবর্তনও করে নিতে পারবে। তাহলে বুঝতে পেরেছো, স্ব-পরিবর্তনের আধার হল অনুভূতি করবার শক্তি। শক্তিকে কার্যে ব্যবহার করো, কেবল গুণে গুণে খুশী হয়ে যেও না - হ্যাঁ, এটাও শক্তি, এটাও শক্তি। বরং নিজের প্রতি, সকলের প্রতি, সেবার প্রতি সদা সকল কার্যে ব্যবহার করো। বুঝতে পেরেছো? কোনো কোনো বাচ্চারা বলে, বাবা কী এই কাজই করতে থাকেন? কিন্তু বাবা বলেন, সাথে তো নিয়ে যেতেই হবে। যখন সাথে নিয়ে যেতেই হবে, তবে সাথীও তো

এমনই চাই, তাই না ! সেইজন্য বাপদাদা দেখতে থাকেন আর সমাচার শোনাতে থাকেন যাতে সাথী সমান হয়ে যায়। পিছনে - পিছনে যারা আসবে তাদের তো কোনো প্রশ্নই নেই, তাদের সংখ্যা তো অনেক। কিন্তু সাথী তো সমান চাই, তাই না ! তোমরা সাথী নাকি বরযাত্রী ? বরযাত্রী তো অনেক লম্বা হবে, তাইতো বলা হয় শিবের বরযাত্রী । বরযাত্রী তো ভ্যারাইটি ধরনের হবে, কিন্তু সাথী তো এইরকম চাই, তাই না !

এ হল ইস্টার্ন জোন। ইস্টার্ন জোন কী করছে ? প্রত্যক্ষতার সূর্য কোথা থেকে উদয় হবে ? বাবার অবতরণ হয়, সে তো এখন পুরানো খবর । কিন্তু এখন কী করবে ? ব্রহ্মা বাবার পুরানো রাজত্ব - তোমাদের এই নেশা তো খুব ভালো, কিন্তু এখন কী করবে ? এখন কোনো নতুনত্বের সূর্যের উদয় ঘটানো, যাতে সকলের মুখ থেকে এটাই নির্গত হয় যে, এই ইস্টার্ন জোন থেকে নতুনত্বের সূর্যোদয় হয়েছে ! যে কাজ আজ অবধি কেউ করেনি, তোমরা এখন সেটা করে দেখাও। ফাংশন করা, সেমিনার করা, ভি. আই

পি.দের (বিশিষ্ট ব্যক্তি) সেবা করা, খবরের কাগজে ছাপানো - এ'সব তো সবাই করে, কিন্তু নবীনত্বের কিছু ঝলক দেখাও। বুঝতে পেরেছো ?

বাবার গৃহ হল নিজের গৃহ। আরামে এখানে পৌঁছে গেছো। হৃদয়ের আরাম স্থূল আরামও প্রদান করিয়ে থাকে। হৃদয়ের আরাম না হলে, আরামের সব বন্দোবস্ত থাকলেও বে-আরাম মনে হবে। হৃদয়ের আরাম রয়েছে অর্থাৎ হৃদয়ে সদা রাম সাথে রয়েছে। সেইজন্য যে কোনো পরিস্থিতিতেই আরাম অনুভূত হয়। আরাম আছে না ? নাকি আসা - যাওয়া বে-আরামের মনে হয় ? তাও মিষ্টি ড্রামারই লিখন মনে করো। মেলা তো উপভোগ করছো তাই না ? বাবার সাথে মিলন, পরিবারের সাথে মিলিত হওয়া - এ হল মেলা উপভোগ করবার মিষ্টি মধুর ভবিতব্য। আচ্ছা।

সর্বশক্তিশালী শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে, প্রতিটি শক্তিকে সময় মতো কার্যে ব্যবহারকারী সকল তীর পুরুষাথী বাচ্চাদেরকে, সদা স্ব-পরিবর্তনের দ্বারা সেবায় 'দিলপছন্দ' সফলতা প্রাপ্তকারী দিলখুশ বাচ্চাদেরকে, সদা দিলারাম বাবার সামনে সততার (সত্য হৃদয় দিয়ে) সাথে স্পষ্ট থাকা সফলতা-স্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে দিলারাম বাপদাদার অন্তর থেকে স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

পার্টীদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাক্ষাৎকার -

সর্বদা নিজেকে বাবার ছত্রছায়ার মধ্যে থাকা বিশেষ আত্মা অনুভব করো ? যেখানে বাবার ছত্রছায়া রয়েছে, সেখানে সর্বদা মায়ার থেকে সেফ থাকবে। ছত্রছায়ার মধ্যে মায়ী আসতে পারবে না। পরিশ্রম থেকে স্বতঃতই দূর হয়ে যাবে। সদা মৌজে থাকবে, কেননা যখন পরিশ্রম হয়, তখন পরিশ্রম মৌজ অনুভূত করতে দেয় না। যেমন বাচ্চারা যখন পড়াশোনা করে তখন পড়াশোনার পিছনে পরিশ্রম করতে হয়। যখন পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসে তখন তো আরো বেশী পরিশ্রম করতে হয়। আনন্দ করে খেলতে পারে না। আর যখন পরিশ্রম শেষ হয়ে যায়, পরীক্ষা শেষ হয়ে যায়, তখন তো মৌজ করে। তাই যেখানে পরিশ্রম রয়েছে, সেখানে আনন্দ (মৌজ) নেই। যেখানে মৌজ রয়েছে সেখানে পরিশ্রম নেই। ছত্রছায়ার মধ্যে থাকা অর্থাৎ সদা মৌজে থাকা। কেননা এখানকার পড়াশোনার মান অনেক উচ্চ, কিন্তু তোমাদের এই পড়াশোনা উচ্চ শ্রেণীর হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের মনে এই নিশ্চয় রয়েছে যে, আমরা বিজয়ীই। পাশ তো হয়েই আছি। সেইজন্য তোমরা মৌজে থাকো। কল্প কল্পের পার্ট, নতুন কিছুই নয়। তাই সদা মৌজে থাকো আর অন্যদেরকেও মৌজে থাকার সন্দেশ দিতে থাকো, সেবা করতে থাকো। কেননা সেবার ফল এই সময় এখন এবং ভবিষ্যতেও খেতে থাকবে। সেবা করবে তবে তো ফল পাবে।

বিদায় নেওয়ার সময় -

বাপদাদা সকল বাচ্চাকে সমান বানানোর শুভ ইচ্ছার সাথে ওড়াতে চান। নিমিত্ত হওয়া সেবাধারী তো বাপ-সমান হয়েই, যেভাবেই হোক বাবাকে বানাতেই হবে। কেননা যেমন তেমনকে তো বাবা সাথে নিয়ে যাবেনই না। বাবারও তো মর্যাদা রয়েছে, তাই না ! বাবা সম্পন্ন আর সাথী কানা খোঁড়া তো বেমানান হয়ে যাবে। কানা খোঁড়া এরা তো বরযাত্রী হবে, সাথী নয়। সেইজন্য শিবের বরযাত্রী সব সময় কানা খোঁড়াই দেখানো হয়। কেননা কিছু দুর্বল আত্মা ধর্মরাজপুরী হয়ে যাওয়ার মতো তৈরী হবে।

বরদান:-

সেবার স্টেজে সমায়িত করবার (মানিয়ে নেওয়া) শক্তির দ্বারা সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠা মাস্টার সাগর হও

যখন তোমরা সেবার স্টেজে আসো, তখন নানান রকমের বিষয় সামনে আসে, সেই সব বিষয় গুলিকে নিজের মধ্যে যদি সমায়িত করে নাও, তবে সফলতার প্রতিমূর্তি হয়ে যাবে । সমায়িত করা অর্থাৎ সংকল্পের রূপেও কারো মনে যেন বাইরের কারো কোনো কথা কিংবা ভাবনা বিন্দুমাত্রও মিশে না থাকে । অকল্যাণকারী শব্দ কল্যাণের ভাবনাতে এমনভাবে বদলে দাও যেন সেটা অকল্যাণের মতো কোনো শব্দই নয়। অবগুণকে গুণে, নিন্দাকে স্তুতিতে বদলে দাও - তবে বলা হবে মাস্টার সাগর ।

স্লোগান:-

বিস্তারকে না দেখে সারকে দেখে বা নিজের মধ্যে সমায়িত করে নেয় যে, সে-ই হল তীর পুরুষার্থী।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এই সঙ্গমযুগ হলো উত্তরণ কলার যুগ, এখানে সকলেরই ভাল হয়, সেইজন্যই বলা হয়ে থাকে যে --
উত্তরণ কলা, তার কারণেই হয় সকলের মঙ্গল"

*প্রশ্ন:- বাবা সমস্ত ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের অভিনন্দন জানান -- কেন ?

*উত্তর:- কারণ বাবা বলেন -- তোমরা অর্থাৎ আমার বাচ্চারা মানুষ থেকে দেবতা হও। তোমরা এখন রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হও, তোমরা স্বর্গের রাজত্ব প্রাপ্ত করো, পাস উইথ অনার হও। এগুলো আমি করি না সেইজন্যই বাবা তোমাদের অনেক-অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। আত্মা-রূপী তোমরা হলে ঘুড়ি, তোমাদের সূতো আমার হাতে রয়েছে। আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানিয়ে দিই।

*গীত:- অবশেষে সেই দিন এসেছে আজ.....

ওম্ শান্তি । এই অমরকথা কে শোনাচ্ছেন ? অমর কথা বলো, সত্যনারায়ণের কথা বলো অথবা তিজরীর কথাই বলো -- এই তিনটিই মূখ্য। এখন তোমরা কার সম্মুখে বসে রয়েছে আর কে তোমাদের শোনাচ্ছেন ? সৎসঙ্গ তো ইনিও অনেক করেছেন। ওখানে তো সব মানুষকে দেখতে পাওয়া যায়। বলবে যে, অমুক সন্ন্যাসী কথা শোনায়। শিবানন্দ শোনায়। ভারতে তো প্রচুরসংখ্যক সৎসঙ্গ রয়েছে। অলি-গলিতে সৎসঙ্গ রয়েছে। মাতারাও পুস্তক নিয়ে(শাস্ত্র পাঠ) বসে-বসে সৎসঙ্গ করে। ওখানে তাই মানুষকেই দেখতে হয় কিন্তু এখানের কথা তো আশ্চর্যজনক। তোমাদের বুদ্ধিতে কে রয়েছে ? 'পরমাত্মা' । তোমরা বলো যে এখন বাবা সম্মুখে এসেছেন। নিরাকার বাবা আমাদের পড়ান। মানুষ বলবে -- সেই ঈশ্বর তো নাম-রূপের উর্ধ্বে। বাবা বোঝান, নাম-রূপের উর্ধ্বে কোনও বস্তু হয় না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, এখানে কোনও সাকারী মানুষ পড়ায় না আর যেখানেই যাও, সমগ্র বিশ্বে সাকারীই পড়ায়। এখানে সুপ্রীম বাবা রয়েছেন, যাঁকে নিরাকার গডফাদার বলা হয়, তিনি নিরাকার সাকারের মধ্যে বসে পড়ান। এ হলো সম্পূর্ণ নতুন কথা। জন্ম-জন্মান্তর ধরে তোমরা শুনে এসেছো, এই অমুকে হলো পন্ডিত, গুরু। অনেক-অনেক নাম রয়েছে। ভারত তো অনেক বড়। যাকিছু শেখায়, বোঝায় তারা সব মানুষই। মানুষই শিষ্য হয়েছে। অনেকপ্রকারের মানুষ রয়েছে। অমুকে শোনায়। সর্বদাই শরীরের নাম নেওয়া হয়। ভক্তিমার্গে নিরাকারকে আবাহন করা হয় -- হে পতিত-পাবন এসো। তিনিই এসে বাচ্চাদের বোঝান। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে প্রতি কল্পে সমগ্র দুনিয়া পতিত হয়ে যায়, তা পবিত্র করেন যিনি, তিনিই হলেন সেই একমাত্র নিরাকার বাবা। তোমরা এখানে যারা বসে রয়েছে, তোমাদের মধ্যেও কেউ কাঁচা, কেউ পাকা রয়েছে কারণ তোমরা অর্ধেক কল্পে দেহ-অভিমানী হয়ে গিয়েছিলে। এখন এই জন্মে দেহী-অভিমানী হতে হবে। তোমাদের দেহে নিবাসকারী যে আত্মা রয়েছে তাকে পরমাত্মা বসে বোঝান। আত্মাই সংস্কার নিয়ে যায়। আত্মাই অরগ্যান্স দ্বারা বলে যে -- আমি অমুক। কিন্তু আত্মা-অভিমানী তো কেউই নয়। বাবা বোঝান -- যারা এই ভারতে সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় ছিল, তারাই এইসময়ে এসে ব্রাহ্মণ হবে তারপর দেবতা হবে। মানুষ দেহ-অভিমাণে থাকার অভ্যাসী তাই দেহী-অভিমানী হয়ে থাকতে ভুলে যায় সেইজন্য বাবা প্রতিমুহূর্তে বলেন যে, দেহী-অভিমানী হও। আত্মাই বিভিন্নরকমের বস্ত্র(শরীর) পরিধান করে তার ভূমিকা পালন করে। 'সব হলো তার কর্মেন্দ্রিয়। এখন বাবা বাচ্চাদের বলেন -- মন্মনাভব। এছাড়া কেবলমাত্র গীতা পড়লেই কি কেউ রাজ্য-ভাগ্য লাভ করতে পারে, না তা পারে না। এখন তোমাদের ত্রিকালদর্শী বানানো হয়। রাত-দিনের পার্থক্য হয়ে যায়। বাবা বোঝান যে, আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। কৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রিন্স। যারা সূর্যবংশীয় দেবতা ছিল তাদের মধ্যে জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান তো প্রায় লুপ্ত হয়ে যাবে। এই জ্ঞান হলোই সন্নতির জন্য। সত্যযুগে দুর্গাতিতে কেউ থাকেই না। ওটা হলোই সত্যযুগ। এখন হলো কলিযুগ। ভারতে প্রথমে সূর্যবংশে ৮ জন্ম পুনরায় চন্দ্রবংশে ১২ জন্ম হয়। তোমাদের এখন এই এক জন্ম সর্বাপেক্ষা ভালো জন্ম। তোমরা হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখ-বংশজাত। এ হলো সর্বোত্তম ধর্ম। দেবতা ধর্মকে সর্বোত্তম ধর্ম বলা হবে না। ব্রাহ্মণ ধর্মই সর্বাপেক্ষা উচ্চ। দেবতার তো প্রালব্ধ(ফল) ভোগ করে। এখন অনেক সমাজ-সেবী রয়েছে। তোমাদের হলো আধ্যাত্মিক সেবা। ওটা হলো শারীরিক অর্থাৎ স্থূল সেবা করা। আধ্যাত্মিক সেবা একবারই করা যায়। পূর্বে এই সমাজ-সেবী ইত্যাদিরা ছিল না। রাজা-রানী রাজত্ব করতো। সত্যযুগে দেবী-দেবতার ছিল। তোমরাই পূজ্য ছিলে পুনরায় পূজারী হয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ দ্বাপরে যখন বাম-মার্গে চলে যায় তখন তাদের মন্দির তৈরী করা হয়। সর্বপ্রথমে শিবের তৈরী হয়। তিনিই হলেন সকলের সন্নতি দাতা তাহলে ওঁনার পূজা তো অবশ্যই হওয়া উচিত। শিববাবাই আত্মাদের নির্বিকারী করেছিলেন, তাই না। তারপর হয় দেবতাদের পূজা। তোমরাই পূজ্য ছিলে পুনরায় পূজারী হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে -- চক্রকে স্মরণ করতে থাকো।

সিঁড়িতে নামতে-নামতে একদম মাটিতে এসে পড়েছে। এখন হলো তোমাদের আরোহন-কলা। কথিতও আছে যে, আরোহন-কলার মাধ্যমে সকলের মঙ্গল সাধিত হয়। সমগ্র দুনিয়ার সকল মানুষকেই এখন আরোহন-কলায় নিয়ে যাই। পতিত-পাবন এসে সকলকে পবিত্র করেন। যখন সত্যযুগ ছিল তখন আরোহন-কলা ছিল আর বাকি সকল আত্মারা মুক্তিধামে ছিল। বাবা বসে থেকে বোঝান যে -- মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা, আমার জন্ম ভারতেই হয়। শিববাবা এসেছিলেন, এর গায়ন রয়েছে। পুনরায় এখন এসেছেন। একে বলা হয় রাজস্ব অশ্বমেধ অবিনাশী রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। স্বরাজ্য প্রাপ্ত করার জন্য যজ্ঞ রচিত হয়েছে। বিঘ্ন ঘটছিল, এখনও ঘটছে। মাতাদের উপর অত্যাচার হয়। তারা বলে যে, বাবা এরা আমাদের গ্লান করে(বিকারে নিয়ে যায়)। এরা আমাদের ছাড়ে না। বাবা আমাদের রক্ষা করো। দেখানো হয়েছে যে, দৌপদীকে রক্ষা করা হয়েছে। এখন তোমরা ২১ জন্মের জন্য অসীম জগতের বাবার থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে এসেছো। স্মরণের যাত্রায় থেকে নিজেকে পবিত্র করো। পুনরায় বিকারে গেলেই শেষ, একদম অধঃপতনে যাবে তাই বাবা বলেন, অবশ্যই পবিত্র থাকতে হবে। যে কল্প-পূর্বে হয়েছিল সে-ই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করবে, তারপরেও কেউ পবিত্র থাকতে পারে, কেউ পারে না। মুখ্য কথাই হলো স্মরণের। স্মরণ করবে, পবিত্র থাকবে আর স্বদর্শন-চক্র ঘোরাতে থাকবে তবেই উচ্চপদ লাভ করবে। বিষ্ণুর দ্বৈত-রূপ রাজ্য করে, তাই না! কিন্তু বিষ্ণুকে যে শত্রু, চক্র দিয়ে দেওয়া হয়েছে তা দেবতাদের ছিল না। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও ছিল না। বিষ্ণু তো সূক্ষ্মলোকে থাকে, ওঁনার এই চক্রের জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। ওখানে চলে মুক্তি। এখন তোমরা জানো যে, আমরা শান্তিধামের বাসিন্দা। ওটা হলো নিরাকারী দুনিয়া। এখন আত্মা কি বস্তু, সেটাও কোনো মানুষই জানে না। বলে দেয় -- আত্মাই পরমাত্মা। আত্মার উদ্দেশ্যে বলা হয় যে, এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যা ব্রহ্মকূটির মধ্যভাগে থাকে। এই (শূল) নয়ন দ্বারা দেখতে পারবে না। অবশ্যই কেউ যতই প্রচেষ্টা করুক, কাঁচ ইত্যাদির মধ্যে বন্ধ করে রেখে যে দেখি, আত্মা কিভাবে বেরিয়ে যায় ? প্রচেষ্টা করে কিন্তু কেউই জানতে পারে না যে -- আত্মা কি জিনিস, কিভাবে বেরিয়ে যায় ? এছাড়া এতটা তো বলে যে, আত্মা নক্ষত্রের মতন। দিব্য-দৃষ্টি ব্যতীত তাকে দেখা যায় না। ভক্তিমার্গে অনেকের সাক্ষাৎকার হয়। লিখিত রয়েছে যে, অর্জুনের অশ্রু জ্যোতির সাক্ষাৎকার হয়েছে। অর্জুন বলেন যে, আমি সহন করতে পারছি না। বাবা বোঝান যে, এরকম তেজোময় ইত্যাদি কিছুই নেই। যেভাবে আত্মা এসে শরীরে প্রবেশ করে, বুঝতে পারা যায় নাকি! এখন তোমরাও জানো যে, বাবা কিভাবে প্রবেশ করে কথা বলেন। আত্মা এসে বলে। এ সবও ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে, এ কারোর শক্তির কথা নয়। আত্মা কোনো শরীর পরিত্যাগ করে যায় না। এ হলো সাক্ষাৎকারের কথা। বিস্ময়কর কথা, তাই না! বাবাও বলেন -- আমি সাধারণ শরীরে আসি। আত্মাকে আবাহনও করা হয়, তাই না! পূর্বে আত্মাদের আহ্বান করে তাদের জিজ্ঞাসাও করা হতো। এখন তো তমোপ্রধান হয়ে গেছে, তাই না! বাবা আসেনই এইজন্য যে, আমি গিয়ে পতিতদের পবিত্র করবো। বলেও যে, ৮৪ জন্ম। তাহলে বোঝান উচিত যে যারা প্রথমে এসেছে অবশ্যই তারাই ৮৪ জন্ম নিয়েছে। ওরা তো লক্ষ-লক্ষ বছর বলে দেয়। এখন বাবা বোঝান যে, তোমাদের স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম। তোমরা গিয়ে রাজ্য করেছিলে। তোমাদের ভারতবাসীদের স্বর্গে পাঠিয়েছিলাম। সপ্তমে রাজযোগ শিখিয়েছিলাম। বাবা বলেন -- আমি কল্পের সপ্তম যুগে আসি। গীতায় আবার যুগে-যুগে শব্দটি লিখে দিয়েছে। এখন তোমরা জানো যে, আমরা কিভাবে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামি পুনরায় চড়ি। আরোহন-কলা তারপর অবরোহন-কলা। এখন এ হলো সপ্তমযুগ, সকলের আরোহন-কলার যুগ। সকলেই চড়তে থাকে। সকলেই উপরে যাবে পুনরায় তোমরা স্বর্গে আসবে নিজ ভূমিকা পালন করতে। সত্যযুগে দ্বিতীয় আর কোনো ধর্ম ছিল না। তাকে বলা হয় নির্বিকারী দুনিয়া। পুনরায় দেবী-দেবতারা বাম-মার্গে গিয়ে বিকারী হতে থাকে, যেমন রাজা-রানী তেমনই প্রজা। বাবা বোঝান -- হে ভারতবাসী, তোমরা নির্বিকারী দুনিয়ায় ছিলে। এখন হলো বিকারী দুনিয়া। অনেক ধর্মই রয়েছে কেবল এক দেবী-দেবতা ধর্মই নেই। অবশ্যই যখন থাকবে না পুনরায় তখনই তো স্থাপিত হবে। বাবা বলেন -- আমি এসে ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করি। এখানেই তো করবো, তাই না! সূক্ষ্মলোকে তো করবো না। লিখিত রয়েছে যে, ব্রহ্মার দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম রচনা করেন। এইসময় তোমাদের পবিত্র বলা যাবে না। তোমরা পবিত্র হচ্ছে। সময় তো লাগে, তাই না! পতিত থেকে পবিত্র কিভাবে হবে, একথা কোনো শাস্ত্রে নেই। বাস্তবে মহিমা তো কেবল একমাত্র বাবারই। সেই বাবাকে ভুলে যাওয়ার জন্যই অনাথ হয়ে পড়েছে। লড়াই-ঝগড়া করতে থাকে। আবার এও বলে যে, সকলে মিলেমিশে এক কিভাবে হবে ? ভাই-ভাই তো, তাই না! বাবা তো অনুভবী। ভক্তিও ইনি সম্পূর্ণ করেছেন। সর্বাধিক গুরুও করেছেন। এখন বাবা বলেন -- এই সমস্তকিছু পরিত্যাগ করো। এখন তুমি আমায় পেয়েছো। বলাও হয় যে, সকলের সঙ্গতিদাতা হলেন সংগ্রী অকাল, তাই না! অর্থ কিছুই বোঝে না। অনেক তো পড়তে থাকে। বাবা বোঝান যে, এখন সবকিছুই অপবিত্র পুনরায় পবিত্র দুনিয়া তৈরী হবে। ভারতই অবিনাশী। তা কারোরই জানা নেই। ভারতের বিনাশ কখনই হয় না আর না কখনও প্রলয় হয়। এই যে দেখানো হয় সমুদ্রের মাঝে অশথ পাতায় করে শ্রীকৃষ্ণ আসে -- এখন অশথ পাতায় করে তো কোনও শিশু আসতে পারে না। বাবা বোঝাতে থাকেন যে, তোমরা (মাতৃ) গর্ভ থেকে জন্মগ্রহণ করবে, অতি স্বাচ্ছন্দ্যে (আরামপূর্বক)। ওখানে একে গর্ভ-মহল বলা হয়, আর এ হলো গর্ভ-জেল। সত্যযুগে হলো গর্ভ-মহল।

তা পূর্বেই আত্মার সাক্ষাৎকার হয়। এই শরীর পরিত্যাগ করে অন্য ধারণ করতে হবে। ওখানে আত্ম-অভিমानी থাকে। মানুষ তো না রচয়িতাকে, না রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানে। এখন তোমরা জানো যে, বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তোমরা হলে মাস্টার সাগর। তোমরা (মাতারা) হলে নদী আর এই গোপেরা (ভ্রাতারা) হলো জ্ঞানের মানস-সরোবর। এরা হলো জ্ঞানের নদী। তোমরা হলে সরোবর। প্রবৃত্তিমার্গ চাই, তাই না। তোমাদের পবিত্র গৃহস্থ-আশ্রম ছিল। এখন তা পতিত। বাবা বলেন -- একথা সদা স্মরণে রেখো যে আমরা হলাম আত্মা। একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। বাবা আদেশ করেছেন যে, কোনও দেহধারীকে স্মরণ করো না। এই নয়নের দ্বারা যা কিছু দেখো তা সবকিছুই শেষ হয়ে যাবে তাই বাবা বলেন -- মন্মনাভব, মধ্যাজীভব। এই কবরস্থানকে ভুলতে থাকো। মায়ার ঝড় অনেক আসবে, একে ভয় পেয়ো না। ঝড় অনেক আসবে কিন্তু কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা (বিকারী) কর্ম করবে না। ঝড় তখনই আসে যখন তোমরা বাবাকে ভুলে যাও। এই স্মরণের যাত্রা একবারই হয়। ওটা হলো মৃত্যুলোকের যাত্রা, আর এ হলো অমরলোকের যাত্রা। সেজন্য বাবা এখন বলেন, কোনও দেহধারীকে স্মরণ করো না।

বাচ্চারা, শিব-জয়ন্তীর জন্য কত টেলিগ্রাম (তার) পাঠায়। বাবা বলেন -- তত্ত্বতম অর্থাৎ তোমাদের ক্ষেত্রেও এটি সমানভাবে প্রযোজ্য। বাচ্চারা, তোমাদেরকেও বাবা অভিনন্দন জানান। বাস্তবে তোমাদেরকেই অভিনন্দন জানানো উচিত কারণ তোমরাই মানুষ থেকে দেবতায় পরিনত হও। আবার যারা পাস উইথ অনার হবে তারা অধিক এবং ভালো নম্বর প্রাপ্ত করবে। বাবা তোমাদের এরজন্য অভিনন্দন জানান যে, এখন তোমরা রাবণের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে যাও। সকল আত্মাই ঘুড়ি। সকলের সূতোই বাবা হাতে রয়েছে। তিনিই সকলকে নিয়ে যাবেন। তিনি সকলের সঙ্গতিদাতা। তোমরা কিন্তু স্বর্গের রাজস্ব প্রাপ্ত করার জন্য পুরুষার্থ করছো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আধ্যাত্মিক পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) পাস উইথ অনার হওয়ার জন্য একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে হবে, কোনও দেহধারীকে নয়। এই (শূল) নয়নের দ্বারা যা কিছু দেখা যায় তা দেখেও দেখো না।

২) আমরা অমরলোকের যাত্রাপথে চলেছি, তাই মৃত্যুলোকের কিছুই যেন স্মরণে না থাকে, এই কর্মেন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কোনো বিকর্ম যেন না হয়, সেইদিকে ধ্যান রাখতে হবে।

বরদান:- অতীন্দ্রিয় সুখ-সমৃদ্ধ স্থিতির দ্বারা অনেক আত্মাদের আহ্বানকারী বিশ্ব কল্যাণকারী ভব
অন্তিমের কর্মাতীত স্টেজ যত সমীপে আসতে থাকবে ততই শব্দধ্বনি থেকে পৃথক হয়ে শান্ত-স্বরূপ স্থিতিই অধিক প্রিয় বলে অনুভূত হবে -- এই স্থিতিতে সদা অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভূতি হবে এবং এই অতীন্দ্রিয় সুখময় স্থিতি দ্বারা অসংখ্য আত্মাদের সহজেই আহ্বান করতে পারবে। এইরকম শক্তিশালী স্থিতিই হলো বিশ্ব কল্যাণকারী স্থিতি। এই স্থিতির দ্বারা কতদূরে বসবাসকারী আত্মাকে সমাচার পৌঁছে দিতে পারো।

স্লোগান:- প্রত্যেকের বিশেষত্বকে স্মৃতিতে রেখে বিশ্বাসভাজন হও তবেই সংগঠন একমত হয়ে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা নিজের জীবনের ডোর এক বাবার সঙ্গেই বেঁধেছো, তোমাদের সম্পর্ক একের সঙ্গেই, অন্য সব সম্পর্ক ছিন্ন করে একের সঙ্গেই সম্পর্ক রক্ষা করতে হবে"

- *প্রশ্ন:- সঙ্গম যুগে আত্মা নিজের ডোর এক পরমাত্মার সঙ্গেই জোড়ে, অজ্ঞান অবস্থায় এই নিয়ম কোন্ রীতিতে চলে আসছে ?
- *উত্তর:- বিয়ের সময় স্ত্রীর আঁচল পতির সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় । স্ত্রী মনে করে সম্পূর্ণ জীবন তার সাথী হয়েই থাকতে হবে । তোমরা তো এখন তোমাদের আঁচল বাবার সঙ্গে জুড়েছো । তোমরা জানো যে, অর্ধেক কল্প ধরে তোমাদের পালন বাবার দ্বারাই হবে ।
- *গীত:- জীবনের ডোর তোমার সঙ্গেই বেঁধেছি -----

ওম্ শান্তি । দেখো, গানে বলা হয়েছে, জীবন ডোর তোমার সঙ্গে বেঁধেছি । যেমন কোনো কন্যা, সে তার জীবনের ডোর স্বামীর সঙ্গে বাঁধে । সে মনে করে, সম্পূর্ণ জীবন তার সাথী হয়েই থাকতে হবে । তারই পালনে থাকতে হবে । এমন নয় যে, কন্যাকে তার স্বামীর পালন করতে হবে । তা নয়, সম্পূর্ণ জীবন স্বামীর পালনেই থাকতে হবে । বাচ্চারা, তোমরাও জীবন ডোর বেঁধেছো । অসীম জগতের বাবাই বলো, টিচার বলো, গুরু বলো, আর যাই বলো -- এই আত্মাদের জীবনের ডোর পরমাত্মার সঙ্গে বাঁধতে হবে । ওটা হলো জাগতিক স্কুল কথা, আর এ হলো সূক্ষ্ম কথা । কন্যার জীবনের সূত্র পতির সাথে বেঁধে দেওয়া হয় । সে তার ঘরে যায় । দেখো, প্রতিটি কথা বোঝার মতো বুদ্ধি চাই । কলিযুগে সব হলো আসুরী মতের কথা । তোমরা জানো যে, আমরা জীবনের ডোর এক-এর সঙ্গে বেঁধেছি । তোমাদের সম্পর্ক একের সঙ্গেই । একের সঙ্গেই সম্বন্ধ রাখতে হবে, কেননা আমরা তাঁর কাছ থেকেই অনেক সুখ পাই । তিনি তো আমাদের স্বর্গের মালিক বানান । তাই এমন বাবার শ্রীমতে চলতে হবে । এ হলো আত্মিকতার ডোর । আত্মা রূপী পিতাই শ্রীমৎ দান করেন । আসুরী মত নেওয়াতে তোমরা নীচে নেমে গেছো । এখন আত্মা রূপী পিতার শ্রীমতে চলতে হবে ।

তোমরা জানো যে, আমরা আমাদের আত্মার ডোর পরমাত্মার সঙ্গে বাঁধি, এতে আমরা ২১ জন্মের জন্য সদা সুখের উত্তরাধিকার লাভ করি । ওই অল্পকালের জীবন ডোরে তো নীচে নেমে এসেছি । এ হলো ২১ জন্মের জন্য গ্যারেন্টি । তোমাদের কতো জোরদার উপার্জন । এতে কোনো গাফিলতি করা উচিত নয় । মায়া অনেক গাফিলতি করায় । এই লক্ষ্মী - নারায়ণ অবশ্যই কারোর সঙ্গে জীবন ডোর বেঁধেছিলেন, যাতে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন । কল্প - কল্প তোমাদের আত্মাদের জীবন ডোর পরমাত্মার সঙ্গে বাঁধা হয় । কত কল্প যে তা তো গণনা করা যায় না । বুদ্ধিতে বসে যে - আমরা শিববাবার হয়েছি, তাঁর সঙ্গে জীবন ডোর বেঁধেছি । বাবা প্রতিটি কথা বসে বুঝিয়ে বলেন । তোমরা জানো যে, কল্প পূর্বেও আমরা বেঁধেছিলাম । মানুষ এখন শিব জয়ন্তী পালন করে, কিন্তু কার পালন করে, তা জানেই না । শিব বাবা, যিনি পতিত পাবন, তিনি অবশ্যই সঙ্গমে আসবেন । এ কথা তোমরাই জানো, দুনিয়ার মানুষ জানে না, তাই গায়ন আছে যে, কোটিতে কয়েকজন । আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে গেছে, আর সবই হলো শাস্ত্র - কাহিনী । এই ধর্মই এখন নেই যে, কিভাবে জানবে । এখন তোমরা জীবনের ডোর বাঁধেছো । আত্মার পরমাত্মার সঙ্গে ডোর জুড়েছে, এতে শরীরের কোনো কথা নেই । যদিও ঘরে বসে থাকো, তাও বুদ্ধির দ্বারা স্মরণ করতে হবে । তোমাদের আত্মাদের জীবনের ডোর বাঁধা হয়েছে যেমন আঁচল বাঁধে, তাই না । ও হলো স্কুল আঁচল, আর এ হলো আত্মার পরমাত্মার সঙ্গে যোগ । ভারতে শিব জয়ন্তীও পালন করা হয়, কিন্তু তিনি কবে এসেছিলেন, তা কেউই জানে না । কৃষ্ণের জয়ন্তী কবে, রামের জয়ন্তী কবে, এও জানে না । বাচ্চারা, তোমরা ত্রিমূর্তি শিব জয়ন্তী অক্ষর লেখো, কিন্তু এই সময় তিন মূর্তি তো নেই । তোমরা বলবে, শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্টির রচনা করেন, তাহলে ব্রহ্মাকে তো সাকারে অবশ্যই চাই, তাই না । বাকি বিষ্ণু এবং শঙ্কর এই সময় কই, যাতে তোমরা ত্রিমূর্তি বলো । এ খুবই বোঝার মতো কথা । ত্রিমূর্তির অর্থই হলো - ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর । ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপনা, সে তো এই সময়ই হয় । বিষ্ণুর দ্বারা সত্যযুগে পালনা হবে । বিনাশের কার্য অন্তিম সময়ে হবে । এই আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম হলো ভারতেরই । ওরা তো সবাই ধর্ম স্থাপনা করতে আসে । প্রত্যেকেই জানে, ইনি ধর্ম স্থাপন করেছেন, এবং তার সম্বন্ধ হলো এই । অমুক সময়ে অমুক ধর্ম স্থাপন করেছিলেন । ভারতের কথা কেউই জানে না । গীতা জয়ন্তী, শিব জয়ন্তী কবে হয়েছিলো, কেউই জানে না । কৃষ্ণ এবং রাধার বয়সে দুই - তিন বছরের তফাৎ থাকবে । সত্যযুগে অবশ্যই কৃষ্ণ প্রথমে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তারপর রাধা, কিন্তু সেই সত্যযুগ কবে ছিলো, সে কথা কেউই জানে

না। তোমাদেরও বুঝতে অনেক বছর লেগেছে, তাই দুদিনে কে আর কতটা বুঝবে। বাবা তো অনেক সহজ করে বলেন, তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা, অবশ্যই তাঁর কাছে সকলেরই উত্তরাধিকার লাভ করা চাই, তাই না। ওরা গড ফাদার বলে স্মরণ করে। লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দির আছে। তাঁরা স্বর্গে রাজত্ব করতেন, কিন্তু তাঁদের এই উত্তরাধিকার কে দিয়েছিলেন? অবশ্যই স্বর্গের রচয়িতাই দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি কবে এবং কিভাবে দিয়েছিলেন, তা কেউই জানে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, যখন সত্যযুগ ছিলো, তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। সত্যযুগে আমরা পবিত্র ছিলাম, কলিযুগে আমরা পতিত। তাহলে তিনি অবশ্যই সঙ্গমেই জ্ঞান দিয়ে থাকবেন, সত্যযুগে নয়। ওখানে তো প্রালঙ্ক। অবশ্যই পূর্ব জন্মে জ্ঞান প্রাপ্ত করে থাকবে। তোমরাও এখন তাই নিচ্ছে। তোমরা জানো যে, আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা বাবাই করবেন। কৃষ্ণ তো সত্যযুগে ছিলেন, তিনি এই প্রালঙ্ক কোথা থেকে পেয়েছিলেন? লক্ষ্মী - নারায়ণই রাধা - কৃষ্ণ ছিলেন, এ কেউই জানে না। বাবা বলেন যে, যারা পূর্ব কল্পে বুঝেছিলো, তারাই বুঝবে। এই চারা এখন লাগে। সবথেকে মিষ্টি বৃষ্টির কলম এখন লাগে। তোমরা জানো যে, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বাবা এসে মানুষকে দেবতা বানিয়েছিলেন। এখন তোমরা ট্রান্সফার হচ্ছে। তোমাদের প্রথমে ব্রাহ্মণ হতে হবে। ডিগবাজির খেলা যখন খেলে তখন টিকি অবশ্যই আসবে। বরাবর আমরা এখনই ব্রাহ্মণ হয়েছি। যজ্ঞতে তো অবশ্যই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন। এ হলো শিব বা রুদ্রের যজ্ঞ। রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞই বলা হয়। কৃষ্ণ কখনো যজ্ঞ রচনা করেননি। এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের থেকে বিনাশের অগ্নি (জ্বালা) প্রজ্জ্বলিত হয়। শিববাবার এই যজ্ঞ হলো পতিতকে পবিত্র করার জন্য। রুদ্র শিববাবা হলেন নিরাকার, তিনি কিভাবে যজ্ঞ রচনা করবেন, যতক্ষণ তিনি না মনুষ্য শরীরে আসবেন? মানুষই যজ্ঞ রচনা করে। সূক্ষ্ম বা মূল বতনে এই সব বিষয় থাকে না। বাবা বোঝান যে, এ হলো সঙ্গম যুগ। লক্ষ্মী - নারায়ণের যখন রাজত্ব ছিলো, তখন ছিলো সত্যযুগ। এখন তোমরা আবার তেমন তৈরী হচ্ছে। এই জীবনের ডোর আত্মাদের হলো পরমাত্মার সঙ্গে। এই ডোর কেন বাঁধা হয়েছে? সদা সুখের উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। তোমরা জানো যে, অসীম জগতের বাবার দ্বারা আমরা এমন লক্ষ্মী - নারায়ণ হই। বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা এমন দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলে। তোমাদের রাজ্য ছিলো। পরের দিকে তোমরা জন্মগ্রহণ করতে করতে ক্ষত্রিয় ধর্মে এসেছো। সূর্যবংশী রাজত্বের পর চন্দ্রবংশী রাজত্ব এসেছিলো। তোমরা জানো যে, আমরা এই চক্র কিভাবে সম্পূর্ণ করি। আমরা এতো - এতো জন্মগ্রহণ করেছি। ভগবান উবাচঃ - হে বাচ্চারা, তোমরা নিজেদের জন্মকে জানো না, আমি জানি। এখন এই সময় এই শরীরে দুটি মূর্তি। ব্রহ্মার আত্মা এবং শিব পরমাত্মা। এই সময় দুই মূর্তি একত্রিত - ব্রহ্মা আর শিব। শঙ্কর তো কখনো পাটে আসে না। বাকি বিষ্ণু আসে সত্যযুগে। এখন তোমরা ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা হবে। আমিই সেই (হাম সো) এর অর্থ বাস্তবে এটাই। ওরা বলে দিয়েছে আত্মাই পরমাত্মা। পরমাত্মাই আত্মা। এ কতো তফাৎ। রাবণ আসামাত্রই রাবণের মত শুরু হয়ে গিয়েছিলো। সত্যযুগে এই জ্ঞান তো প্রায় লোপ হয়ে যাবে। এইসব হওয়া ড্রামাতেই লিপিবদ্ধ আছে, তাই তো বাবা এসে স্থাপনা করেন। এখন হলো সঙ্গম। বাবা বলেন যে, আমি কল্প - কল্প, কল্পের সঙ্গম যুগে এসে তোমাদের মনুষ্য থেকে দেবতা বানাই। আমি জ্ঞান যজ্ঞের রচনা করি। বাকি যা আছে, সে সবই এই যজ্ঞে স্বাহা হয়ে যাবে। এই বিনাশ জ্বালা এই যজ্ঞ থেকেই প্রজ্জ্বলিত হতে হবে। পতিত দুনিয়ার তো বিনাশ হতে হবে। না হলে পবিত্র দুনিয়া কিভাবে হবে? তোমরা বলেও থাকো, পতিত পাবন এসো, তাহলে পতিত দুনিয়া, পবিত্র দুনিয়া একসাথে থাকবে কি? পতিত দুনিয়ার তো বিনাশ হবে, এতে তো খুশী হওয়া চাই। মহাভারতের লড়াই লেগেছিলো, যাতে স্বর্গের গেট খুলেছিলো। বলা হয়, এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই। এ তো ভালোই, পতিত দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে। শান্তির জন্য মাথা ঠোকার দরকার কি? তোমরা এখন যে তৃতীয় নেত্র পেয়েছো, তা আর কারোরই নেই। বাচ্চারা, তোমাদের খুশী হওয়া উচিত - আমরা অসীম জগতের বাবার কাছ থেকে আবার উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। বাবা, আমরা অনেকবার আপনার থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছি। রাবণ আবার অভিষেক দিয়েছে। এই কথা স্মরণ করা সহজ। বাকি সবই হলো চর্চিত কাহিনী। তোমাদের এতো বিতর্ক করা হয়েছিলো, তারপর গরীব কিভাবে হয়েছে? এ সবই ড্রামাতে লিপিবদ্ধ। এমন গায়নও আছে যে - জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্য। ভক্তির দ্বারা বৈরাগ্য তখনই হবে যখন জ্ঞান পাবে। তোমরা জ্ঞান পেয়েছো, তখন ভক্তির থেকে বৈরাগ্য হয়েছে। সম্পূর্ণ পুরানো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য। এ তো হলো কবরখানা। তোমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছো। এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। আমাকে যদি স্মরণ করো, তাহলে তোমরা আমার কাছে চলে আসবে। তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে, এছাড়া অন্য কোনো উপায় নেই। গঙ্গা স্নানের দ্বারা নয়, যোগ অগ্নির দ্বারা পাপ ভস্ম হবে।

বাবা বলেন যে, মায়া তোমাদের মূর্খ করে দিয়েছে, এপ্রিল ফুল তো বলা হয়, তাই না। এখন আমি তোমাদের লক্ষ্মী - নারায়ণের মতো বানাতে এসেছি। চিত্র তো খুবই সুন্দর - আজ আমরা কি, কাল আমরা কি হবো? মায়া কিন্তু কম নয়। মায়া বাবার সঙ্গে ডোর বাঁধতে দেয় না। টানা পোড়েন হতে থাকে। আমরা বাবাকে স্মরণ করি, তারপর কি জানি কি হয়ে যায়? সব ভুলে যায়। এতে অনেক পরিশ্রম আছে, তাই ভারতের প্রাচীন যোগ বিখ্যাত। ঐদের কে উত্তরাধিকার দান

করেছেন, এ কেউই বোঝে না। বাবা বলেন যে - বাচ্চারা, আমি তোমাদের আবার উত্তরাধিকার প্রদান করতে এসেছি। এ তো বাবার কাজ। এই সময় সকলেই নরকবাসী। তোমরা এখন খুশী হচ্ছে। এখানে যদি কেউ আসে আর বুঝতে পারে, তাহলে খুশী হয়, বরাবর এ হলো ঠিক। এখানে ৮৪ জন্মের হিসেব। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে। বাবা জানেন যে, অর্ধেক কল্প তোমরা ভক্তি করে পরিশ্রান্ত হয়ে গেছো। মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা তোমাদের সব ক্লান্তি দূর করে দেবেন। এখন অন্ধকার ভক্তির মার্গ সমাপ্ত হয়ে এসেছে। কোথায় এই দুঃখধাম, আর কোথায় ওই সুখধাম। আমি দুঃখধামকে সুখধাম বানাতে কল্পের সঙ্গম যুগে আসি। বাবার পরিচয় দান করতে হবে। বাবা আমাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার দান করেন। এই একেরই মহিমা। শিববাবা না থাকলে তোমাদের পবিত্র কে বানাতে। ড্রামাতে সকলই লিপিবদ্ধ আছে। কল্প - কল্প তোমরা ডাকো - হে পতিত পাবন, এসো। শিবের জয়ন্তী হয়। বলা হয় যে, ব্রহ্মা স্বর্গের স্থাপনা করেছিলেন, তাহলে শিব কি করেছিলেন যে, শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। মানুষ কিছুই বোঝে না। তোমাদের বুদ্ধিতে একদম স্তম্ভন বসে যাওয়া চাই। ডোর যখন একজনের সঙ্গে বেঁধেছো, তখন অন্য কারোর সঙ্গে বেঁধো না। না হলে তোমরা নেমে যাবে। তোমাদের পারলৌকিক বাবা অতি সাধারণ। তাঁর কোনো ঠাট - বাট নেই। ওই বাবা তো মোটর আর এরোপ্লেনে ঘোরেন। অসীম জগতের এই বাবা বলেন - আমি পতিত দুনিয়া, পতিত শরীরে বাচ্চাদের সেবা করার জন্য এসেছি। তোমরা আমাকে ডেকেছো - হে অবিনাশী সার্জন এসো, এসে আমাদের ইনজেকশন লাগাও। এখন ইনজেকশন লাগছে। বাবা বলেন যে, তোমরা যোগ লাগাও, তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। বাবা হলেন ৬৩ জন্মের দুঃখ হর্তা, ২১ জন্মের সুখ কর্তা। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) নিজের বুদ্ধির রুহানী (আত্মিকতার) ডোর এক বাবার সঙ্গে বাঁধতে হবে। একের শ্রীমতেই চলতে হবে।

২) আমরা অতি মিষ্টি বৃক্ষের কলম লাগাচ্ছি, তাই প্রথমে নিজেকে খুবই মিষ্টি বানাতে হবে। স্মরণের যাত্রায় তৎপর হয়ে বিকর্ম বিনাশ করতে হবে।

বরদান:- সর্ব সম্পদকে (খাজানা) বিশ্ব কল্যাণে ব্যবহারকারী সিদ্ধি স্বরূপ ভব যেমন নিজের জাগতিক প্রবৃত্তিতে, নিজের জাগতিক স্বভাব - সংস্কারের প্রবৃত্তিতে অনেক সময় নিয়োজিত করে থাকে, কিন্তু তোমরা যদি নিজের - নিজের প্রবৃত্তি থেকে উর্ধ্বে থাকো, আর প্রতিটি সঙ্কল্প, বাণী, কর্ম এবং সম্বন্ধ - সম্পর্কে ভারসাম্য রাখো, তাহলে সর্ব সম্পদের ইকোনমির দ্বারা কম খরচে বেশী লাভদায়ী হয়ে যাবে। এখন সময় রূপী সম্পদ, এনার্জির সম্পদ আর স্থূল সম্পদে কম খরচে বেশী লাভজনক হও। একে নিজের পরিবর্তে বিশ্ব কল্যাণের প্রতি ব্যবহার করো, তাহলে সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে যাবে।

স্লোগান:- একের একাগ্রতায় (ভালবাসায়) সদা মগ্ন থাকো, তাহলেই নির্বিলম্ব হয়ে যাবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা ব্রাহ্মণরা-ই দেবতা হও, তোমরাই ভারতকে স্বর্গে পরিণত কর, তাই তোমাদের নিজের ব্রাহ্মণ জাতির নেশা থাকা উচিত”

*প্রশ্নঃ - প্রকৃত ব্রাহ্মণদের মুখ্য লক্ষণ কি ?

*উত্তরঃ - ১. প্রকৃত ব্রাহ্মণদের এই পুরানো দুনিয়া থেকে নোঙর উঠে গিয়ে থাকবে। তাদের এই দুনিয়ার প্রতি আসক্তি থাকবে না। ২. সে-ই প্রকৃত সত্য ব্রাহ্মণ, যার হাত কাজে ব্যস্ত থাকবে আর বুদ্ধি সদা বাবার স্মরণে থাকবে অর্থাৎ কর্ম যোগী হবে। ৩. ব্রাহ্মণ অর্থাৎ পদ্ম ফুলের মতন। ৪. ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদা আত্ম-অভিমানী থাকার পুরুষার্থ করবে। ৫. ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কামবিকার রূপী মহাশত্রুর উপরে বিজয় প্রাপ্ত করবে।

ওম্ শান্তি । আত্মিক পিতা আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে বোঝান। কোন্ বাচ্চাদের ? এই ব্রাহ্মণদের। এই কথা কখনও ভুলে যেও না আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, দেবতায় পরিণত হব। বর্ণের কথাও স্মরণ করতে হয়। এখানে তোমরা নিজেদের মধ্যে সবাই হলে ব্রাহ্মণ। অসীম জগতের পিতা ব্রাহ্মণদের পড়াচ্ছেন। ব্রহ্মা পড়ান না। শিববাবা পড়ান ব্রহ্মার দ্বারা। ব্রাহ্মণদের-ই পড়ান। শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ না হলে দেবী-দেবতা হতে পারবে না। অবিনাশী উত্তরাধিকার শিববাবার কাছে প্রাপ্ত হয়। শিববাবা হলেন সকলের পিতা। এই ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। লৌকিক পিতা তো সবারই হয়। পারলৌকিক পিতাকে ভক্তি মার্গে স্মরণ করে। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো ইনি হলেন অলৌকিক পিতা (ব্রহ্মা বাবা) যাকে কেউ জানে না। যদিও ব্রহ্মা মন্দির আছে, এখানেও প্রজাপিতা আদি দেবের মন্দির আছে। তাকে কেউ মহাবীর বলে, কেউ দিলওয়ালো বলে। কিন্তু বাস্তবে হৃদয় নেন শিববাবা, প্রজাপিতা আদি দেব ব্রহ্মা নয় । সব আত্মাদের সদা সুখী করেন, সদা খুশী প্রদান করেন একমাত্র শিববাবা। এই কথাও শুধুমাত্র তোমরাই জানো। দুনিয়ায় মানুষ কিছুই জানে না। তুচ্ছ বুদ্ধি সবার। আমরা ব্রাহ্মণরা শিববাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। তোমরাও এই কথা ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যাও। স্মরণ হল খুব সহজ। যোগ শব্দটি সল্ল্যাসীরা দিয়েছে। তোমরা তো বাবাকে স্মরণ কর। যোগ হল সাধারণ শব্দ। এই স্থানকে যোগ আশ্রমও বলবে না, এখানে সন্তান ও পিতা বসে আছেন। বাচ্চাদের কর্তব্য হল - অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করা। আমরা হলাম ব্রাহ্মণ, ঠাকুরদাদার সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি ব্রহ্মার দ্বারা, তাই শিববাবা বলেন - যতখানি সম্ভব স্মরণ করতে থাকো। চিত্রও সঙ্গে রাখো, তাহলে স্মরণে থাকবে। আমরা ব্রাহ্মণ, বাবার কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করি। ব্রাহ্মণ কখনও নিজের জাতি ভুলে যায় কি ? তোমরা শূদ্রদের সঙ্গে গিয়ে ব্রাহ্মণত্ব ভুলে যাও। ব্রাহ্মণ তো দেবতাদের চেয়েও উঁচুতে, কারণ তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে নলেজফুল। ভগবানকে জানিজননহার (সর্ব জ্ঞানী) বলা হয়, তাইনা। এই কথার অর্থও কেউ জানে না। এমন নয় সবার মনে কি আছে উনি বসে দেখেন। না, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ তাঁর আছে। তিনি হলেন বীজরূপ। বৃক্ষের আদি-মধ্য-অন্তকে জানেন। অতএব এমন পিতাকে স্মরণ করতে হবে। ব্রহ্মাবাবার আত্মাও শিববাবাকে স্মরণ করে। শিববাবা বলেন, এই ব্রহ্মাও আমাকে স্মরণ করলে এই পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। তোমরাও স্মরণ করবে তখন পদ প্রাপ্ত করবে। সর্ব প্রথমে তোমরা অশরীরী এসেছিলে আবার অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে। অন্য সবাই তোমাকে দুঃখ দেবে, তাদেরকে স্মরণ করবে কেন। যখন তোমরা আমাকে পেয়েছো, আমি তোমাদের নতুন দুনিয়ায় নিয়ে যেতে এসেছি। সেখানে কোনও দুঃখ নেই। সেখানে হল দৈবী সম্বন্ধ। এখানে সবার আগে দুঃখ হয় স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধে, কারণ বিকারগ্রস্ত হয়। তোমাদের আমি নতুন দুনিয়ার উপযুক্ত করি, যেখানে বিকারের কথা থাকে না। এই কাম বিকার হল মহাশত্রু, গায়ন আছে যে আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। ক্রোধের জন্য এমন বলা হবে না আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়, না। কাম বিকারকে জয় করতে হবে। এই বিকারই আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। পতিতে পরিণত করে। পতিত শব্দটি বিকারের উদ্দেশ্যে ব্যবহার হয়। এই শত্রুকে জয় করতে হবে। তোমরা জানো আমরা স্বর্গের দেবী-দেবতায় পরিণত হই। যতক্ষণ এই নিশ্চয় নেই ততক্ষণ কিছুই প্রাপ্ত করা সম্ভব হবে না।

বাবা বোঝান বাচ্চাদেরকে মন-বচন-কর্মে অ্যাকুরেট হতে হবে। পরিশ্রম আছে। দুনিয়ায় এই কথা কেউ জানেনা যে তোমরা ভারতকে স্বর্গ বানাও। ভবিষ্যতে বুঝবে। সবাই চায় এক বিশ্ব, এক রাজ্য, এক ধর্ম, এক ভাষা হোক। তোমরা বোঝাতে পারো - সত্য যুগে আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে এক রাজ্য, এক ধর্ম ছিল যাকে স্বর্গ বলা হয়। রাম রাজ্য এবং রাবণ রাজ্যকে কেউ জানেনা। ১০০ শতাংশ তুচ্ছ বুদ্ধি থেকে এখন তোমরা স্বচ্ছ বুদ্ধিতে পরিণত হচ্ছেো নশ্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। বাবা বসে তোমাদের পড়ান। শুধু বাবার মতানুযায়ী চলো। বাবা বলেন পুরানো দুনিয়ায় থেকে পদ্ম

ফুলের মতন পবিত্র থাকো। আমাকে স্মরণ করতে থাকো। বাবা আত্মাদের বোঝাচ্ছেন। আমি আত্মাদেরকে পড়াতে আসি এই কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা। তোমরা আত্মারাও কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা শুনছো। বাচ্চাদেরকে আত্ম-অভিমानी হতে হবে। এ হল পুরানো ছিঃ ছিঃ শরীর। তোমরা ব্রাহ্মণরা পূজনীয় নও। তোমরা হলে গায়ন যোগ্য, পূজনীয় হলেন দেবতারা। তোমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী বিশ্বকে পবিত্র স্বর্গে পরিণত কর, তাই তোমাদের গায়ন হয়। তোমাদের পূজা হতে পারেনা। মহিমা গায়ন শুধু তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের হয়, দেবতাদের নয়। বাবা তোমাদের শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণে পরিণত করেন। জগৎ অস্বা বা ব্রহ্মা ইত্যাদির মন্দির নির্মাণ করে কিন্তু মানুষ জানেনা যে এঁদের পরিচয় কি। জগৎ পিতা তো হলেন ব্রহ্মা, তাইনা। ব্রহ্মাকে দেবতা বলা হবে না। দেবতাদের আত্মা ও শরীর দুইই হল পবিত্র। এখন তোমাদের আত্মা পবিত্র হচ্ছে। পবিত্র শরীর নয়। এখন তোমরা ঈশ্বরীয় মতানুসারে ভারতকে স্বর্গে পরিণত করছো। তোমরাও স্বর্গের উপযুক্ত হচ্ছে। সতোপ্রধান অবশ্যই হতে হবে। শুধুমাত্র তোমাদেরকে, ব্রাহ্মণদেরকেই বাবা বসে পড়ান। ব্রাহ্মণদের বৃক্ষ বৃদ্ধি প্রাপ্ত করে। ব্রাহ্মণ যারা সুপরিপক্ক হয়ে যাবে, তারা গিয়ে দেবতা হবে। এটা হল নতুন বৃক্ষ। মায়ার অনেক ঝড় আসে। সত্যযুগে কোনও ঝড় ইত্যাদি হয় না। এখানে মায়া বাবার স্মরণে থাকতে দেয় না। আমরা চাই বাবার স্মরণে থাকি। তমো থেকে সতোপ্রধান হই। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে স্মরণের উপরে। ভারতের প্রাচীন যোগ বিখ্যাত। বিদেশীরাও চায় কেউ এসে তাদেরকে প্রাচীন যোগের শিক্ষা প্রদান করুক। এবারে যোগও হল দুই প্রকারের - এক হল হঠযোগী, দ্বিতীয় হল রাজযোগী। তোমরা হলে রাজযোগী। এ হল ভারতের প্রাচীন রাজযোগ যা বাবা স্বয়ং শেখান। শুধু গীতায় আমার নাম না দিয়ে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। তাতেই অনেক তফাৎ হয়ে গেছে। শিবজয়ন্তী হয় তখন তোমাদের বৈকুণ্ঠের জয়ন্তীও হয়, যেখানে শ্রীকৃষ্ণের রাজ্য থাকে। তোমরা জানো শিববাবার জয়ন্তী পালন হয় তো গীতা জয়ন্তীও পালন হয়। বৈকুণ্ঠের জয়ন্তীও হয় যেখানে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। কল্প পূর্বের মতন স্থাপনা করা হয়। এখন বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। স্মরণ না করলে মায়া কিছু বিকর্ম করিয়ে দেয়। স্মরণ না করলে চড় লেগে যায়। স্মরণে থাকলে চড় লাগবে না। এই হল বক্রিং। তোমরা জানো - আমাদের শত্রু কোনও মানুষ নয়। রাবণ হল শত্রু।

বাবা বলেন, এইসময় বিবাহ হল অনর্থ। একে অপরের অনর্থ করে। (পতিত বানিয়ে দেয়) এখন পারলৌকিক পিতা আদেশ জারি করেন, বাচ্চারা এই কামবিকার হল মহাশত্রু। এই শত্রুকে জয় করো এবং পবিত্রতার প্রতিষ্ঠা করো। কেউ যেন পতিত না হয়। জন্ম-জন্মান্তর তোমরা পতিত হয়েছে এই বিকারের দ্বারা, তাই কাম মহাশত্রু বলা হয়। সাধু-সন্ন্যাসী সবাই বলে পতিত-পাবন এসো। সত্যযুগে কেউ পতিত হয় না। বাবা এসে জ্ঞান দ্বারা সকলের সঙ্গতি করেন। এখন সবাই আছে দুর্গতিতে। জ্ঞান দান করে এমন কেউ নেই। জ্ঞান দান করেন একমাত্র জ্ঞানের সাগর। জ্ঞানের দ্বারা দিন হয়। দিন হল রামের, রাত হল রাবণের। এই শব্দ গুলির যথার্থ অর্থও তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো। শুধুমাত্র পুরুষার্থে দুর্বলতা আছে। বাবা তো খুব ভালো ভাবে বুঝিয়ে দেন। তোমরা ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছে, এখন পবিত্র হয়ে ফিরে যেতে হবে। তোমাদের তো শুদ্ধ অহংকার থাকা উচিত। আমরা আত্মারা বাবার মতানুসারে এই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করি, যে স্বর্গ রাজ্যে রাজত্ব করবো। যত পরিশ্রম করবো তত পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হবে। রাজা-রানী হও বা প্রজা হও। রাজা-রানী কীভাবে হবে, তা তো দেখেছো। ফলো ফাদার গায়ন আছে, এখনকারই কথা। লৌকিক সম্বন্ধের উদ্দেশ্যে বলা হয় না। বাবা এই মত প্রদান করেন - "মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে"। তোমরা বুঝেছো আমরা শ্রীমৎ অনুযায়ী চলি। অনেকের সেবা করি। বাচ্চারা বাবার কাছে আসে তখন শিববাবা জ্ঞানের দ্বারা খুশী করেন। ইনিও তো শেখেন, তাইনা। শিববাবা বলেন আমি আসি সকালে। আচ্ছা, যদি কেউ আসে তাহলে কি ইনি (ব্রহ্মাবাবা) বোঝাবেন না। তখন এমন বলবেন নাকি বাবা এসে বোঝাও, আমি বোঝাব না। এই কথাটি হল খুবই গুপ্ত এবং গুহ্য, তাইনা। আমি তো খুব ভালো বোঝাতে পারি। তোমরা এমন কেন ভাবো যে শিববাবাই বোঝান, ব্রহ্মা বাবা বোঝান না। যদিও এই কথা জানো যে কল্প পূর্বে সর্ব প্রথমে ইনি বুঝিয়ে ছিলেন, তবে তো এই পদ মর্যাদা প্রাপ্ত হয়েছে। মাম্মাও বোঝাতেন, তাইনা। তিনিও উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করেন। মাম্মা-বাবাকে সূক্ষ্মবতনে দেখে বাচ্চাদের ফলো ফাদার করতে হবে। স্যারেন্ডার তো গরিবরা হয়, ধনীরা হতে পারে না। গরিবরা বলে বাবা এইসব আপনার। শিববাবা তো হলেন দাতা। উনি কখনো নেন না। বাচ্চাদের বলেন - এই সব কিছু হল তোমাদের। আমি নিজের জন্য মহল এখানে এবং ওখানে কোথাও তৈরি করি না। তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক করি। এখন এই জ্ঞান রত্ন দিয়ে ঝুলি ভরতে হবে। মন্দিরে গিয়ে বলে আমার ঝুলি ভরো। কিন্তু কীভাবে, কি দিয়ে ঝুলি ভরে দাও ... ঝুলি তো মা লক্ষ্মী ভরে দেন, উনি অর্থ ধন প্রদান করেন। শিবের কাছে তো যায় না, শঙ্করের কাছে গিয়ে বলে। মানুষ ভাবে শিব ও শঙ্কর হলেন এক কিন্তু এমন নয়।

বাবা এসে সত্য কথা বলে দেন। একমাত্র বাবা হলেন দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী। বাচ্চারা, তোমাদের গৃহস্থ ব্যবহারে থাকতে হবে। কাজকর্মও করতে হবে। প্রত্যেকে নিজের জন্য জিজ্ঞাসা করে - বাবা আমাদের অমুক কথায় মিথ্যা বলতে

হয়। বাবা প্রত্যেকের নাড়ি দেখে পরামর্শ দেন, কারণ বাবা বোঝেন আমি করতে বলবো আর করতে পারবে না এমন পরামর্শ দেব কেন। নাড়ি দেখে এমন পরামর্শ দেওয়া হয় যাতে সে করতে পারে। করতে বলবো আর করতে না পারলে অবজ্ঞাকারীদের শ্রেণীতে এসে যাবে। প্রত্যেকের নিজস্ব কর্মের হিসেব-নিকেশ আছে। সার্জেন তো কেবল একমাত্র বাবা, তাঁর কাছেই আসতে হবে। তিনিই পুরোপুরি বলে দেবেন। সবারই জিজ্ঞাসা করা উচিত - বাবা এই পরিস্থিতিতে আমাদের কীভাবে চলা উচিত ? এখন কি করবো ? বাবা স্বর্গে তো নিয়েই যাবেন। তোমরা তো জানো আমরা স্বর্গবাসী তো হবো। এখন আমরা হলাম সঙ্গমবাসী। তোমরা এখন না নরকে আছো, না স্বর্গে আছো। যারা ব্রাহ্মণ হয়েছে তাদের নোঙর এই দুনিয়া থেকে উঠে গেছে। তোমরা কলিযুগী দুনিয়াকে ত্যাগ করেছো। কোনও ব্রাহ্মণ স্মরণের যাত্রায় তীব্র বেগে এগিয়ে যাচ্ছে, আর কেউ কম। কেউ বাবার সঙ্গ ত্যাগ করে আবার কলিযুগে ফিরে যায়। তোমরা জানো নাবিক এখন আমাদের তীরে নিয়ে যাচ্ছেন। জগতের যাত্রা তো অনেক রকমের হয়। তোমাদের এই হল একমাত্র যাত্রা। এই যাত্রা টি একেবারেই পৃথক। যদিও ঝড় উঠলে স্মরণের যাত্রা ভঙ্গ হয়ে যায়। এই স্মরণের যাত্রাটি ভালো ভাবে পাকা করো। পরিশ্রম করো। তোমরা হলে কর্ম যোগী। যত থানি সম্ভব হাতে কাজ করো, মনে স্মরণ করো... অর্ধকল্প তোমরা প্রিয়তমকে স্মরণ করেছো। বাবা এখানে অনেক দুঃখ, এখন আমাদেরকে সুখধামের মালিক করো। স্মরণের যাত্রায় থাকলে তোমাদের পাপ বিনষ্ট হবে। তোমরাই স্বর্গের অধিকার পেয়েছিলে, এখন হারিয়েছ। ভারত স্বর্গ ছিল তখন বলা হত প্রাচীন ভারত। ভারতের সম্মান করা হত। সবচেয়ে বিশাল, সবচেয়ে পুরাতন। এখন তো ভারত অনেক গরিব হয়েছে তাই সবাই ভারতকে সাহায্য করে। তারা ভাবে, আমাদের কাছে অনেক আনাজ হয়ে যাবে। কোনো জায়গা থেকে আনাতে হবে না, কিন্তু এই কথা তো তোমরা জানো - বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে যারা ভালো ভাবে বোঝে তাদের খুশীর অনুভব হয়। প্রদর্শনীতে অনেকে আসে। তারা বলে তোমরা সত্য কথা বলছো কিন্তু এই কথা বুঝলে তো যে বাবার কাছে আমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে, সেই কথা বুদ্ধিতে ঢোকে না। এখান থেকে বাইরে গেলে সব শেষ হয়ে যায়। তোমরা জানো বাবা আমাদের স্বর্গে নিয়ে যান। সেখানে গর্ত জেলও নেই, সাধারণ জেলও নেই। এখন জেল যাত্রা করাও কত সহজ হয়ে গেছে। সত্য যুগে কখনও জেল ইত্যাদির দর্শন হবে না। দুটি জেল-ই থাকবে না। এখানে এই সবই হল মায়ার আড়ম্বর। ভালো ভালো বাচ্চাদের শেষ করে দেয়। আজ যার অনেক সম্মান, কালই তার সম্মান শেষ হয়ে যায়। আজকাল প্রতিটি কথা কুইক হয়। মৃত্যুও কুইক হতে থাকবে। সত্যযুগে এমন উপদ্রব হয় না। ভবিষ্যতে দেখবে কি হয়। খুব ভয়ংকর এই দৃশ্য। তোমরা বাচ্চারা সাক্ষাৎকারও করেছো। বাচ্চাদের মুখ্য হল স্মরণের যাত্রা। আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) মন-বচন-কর্মে খুব অ্যাকুরেট হতে হবে। ব্রাহ্মণ হয়ে কোনও শূদ্র কর্ম করবে না।

২) বাবার কাছে যে পরামর্শ প্রাপ্ত হয় সেসব পালন করে আন্তরিকারী হতে হবে। কর্ম যোগী হয়ে সর্ব কার্য সম্পন্ন করতে হবে। সর্বজনের বুদ্ধি রূপী ঝুলি গুণান রত্ন দিয়ে ভরে দিতে হবে।

বরদান:- অমৃত বেলার মহত্বকে বুঝে যথার্থ রূপে ব্যবহারকারী সদা শক্তি সম্পন্ন ভব
নিজেকে শক্তি সম্পন্ন বানাতে হলে রোজ অমৃতবেলায় দেহের ও মনের দ্বারা ভ্রমণ করো। যেমন অমৃত বেলায় সময়ের সহযোগ থাকে, বুদ্ধির সতো প্রধান স্টেজের সহযোগ থাকে, অতএব এমন বরদানের সময়ে মনের স্থিতিও খুব পাওয়ারফুল স্টেজ হওয়া উচিত। পাওয়ারফুল স্টেজ অর্থাৎ বাবা সম বীজরূপ স্থিতি। সাধারণ স্থিতিতে কর্ম করতে থাকো কিন্তু বরদানের সময়টি যথার্থ রূপে ব্যবহার করলে দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে।

স্নোগান:- নিজের শক্তি গুলির খাজানার দ্বারা শক্তিহীন, বিকারের বশে বশীভূত আত্মাকে শক্তিশালী বানাও।

“মিষ্টি বাচ্চারা - সুখ প্রদানকারী এক বাবাকে স্মরণ করো, এই অল্প সময়ের মধ্যে যোগবল জমা করো, তবে অন্তিম সময়ে অনেক কাজে আসবে”

***প্রশ্ন:-** অসীম জগতের বৈরাগী বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ স্মৃতি সর্বদা স্মরণে রাখতে হবে ?

***উত্তর:-** এটা হল আমাদের নোংরা ছিঃ-ছিঃ শরীর, একে ছেড়ে পুনরায় বাড়ি ফিরে যেতে হবে - এই স্মৃতি যেন সর্বদা থাকে। বাবা আর অবিনাশী উত্তরাধিকার যেন সর্বদা স্মরণে থাকে, দ্বিতীয় আর কিছুই যেন স্মরণে না আসে। এটাই হল অসীম জগতের বৈরাগ্য। কর্ম করতে করতে স্মরণে থাকার এইরকম পুরুষার্থ করতে হবে, যাতে পাপের বোঝা মাথা থেকে নেমে যায়। আত্মা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদেরকে প্রতিদিন খুব সহজ কথা বোঝান। এটা হল ঈশ্বরীয় পাঠশালা। বরাবর গীতাতেও বলা হয়েছে ভগবানুবাচ। ভগবান বাবা সকলের এক-ই। সবাই ভগবান হতে পারে না। হ্যাঁ, সবাই এক বাবার বাচ্চা হতে পারে। এটা অবশ্যই বুদ্ধিতে আনতে হবে যে, বাবা হলেন স্বর্গ, নতুন দুনিয়ার স্থাপন কর্তা। সেই বাবার থেকে আমাদের স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই প্রাপ্ত হয়। ভারতেই শিব জয়ন্তী গাওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু শিব জয়ন্তী কিভাবে হয়, এটা তো বাবা-ই এসে বুঝিয়ে দেন। বাবা আসেনই কল্পের সঙ্গম যুগে। বাচ্চাদেরকে পুনরায় পতিত থেকে পবিত্র বানাতে অর্থাৎ অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করতে। এইসময় সকলের উপরেই রাবণের অভিশাপ আছে এইজন্য এখন সবাই দুঃখী হয়ে পড়েছে। এখন হল কলিযুগী পুরানো দুনিয়া। এটা সর্বদা স্মরণে রাখো যে আমরা হলাম ব্রহ্মামুখ বংশাবলি ব্রাহ্মণ। যারা নিজেদেরকে ব্রহ্মাকুমার কুমারী মনে করে, তাদেরকে অবশ্যই এটা বুঝতে হবে যে কল্প-কল্প ঠাকুরদাদার থেকে ব্রহ্মা বাবার দ্বারা অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে। এতো অগণিত বাচ্চা আর কারোরই হতে পারে না। তিনি হলেন সকলের বাবা। ব্রহ্মাও হলেন তাঁর বাচ্চা। সকল বাচ্চাদের অবিনাশের উত্তরাধিকার ঠাকুরদাদার থেকেই প্রাপ্ত হয়। তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকার হল সত্য যুগের রাজধানী। এই অসীম জগতের বাবা যখন স্বর্গের রচয়িতা, তখন অবশ্যই আমাদের স্বর্গের রাজস্ব হওয়া চাই। কিন্তু এটা ভুলে গিয়েছে। আমাদেরই স্বর্গের রাজস্ব ছিল। কিন্তু নিরাকার বাবা কিভাবে সেই রাজস্ব প্রদান করেন, অবশ্যই ব্রহ্মার দ্বারা দেবেন। ভারতেই এঁনার রাজস্ব ছিল। এখন হলো কল্পের সঙ্গম। সঙ্গমেই ব্রহ্মা আছেন তবেই তো বি.কে. বলে হয়ে থাকে। অন্ধশ্রদ্ধার কোনও কথাই হতে পারে না। দওক নেওয়া হয়। আমরা হলাম ব্রহ্মাকুমার কুমারী। ব্রহ্মা হলেন শিব বাবার বাচ্চা, আমরা শিব বাবার থেকে পুনরায় স্বর্গের রাজস্ব প্রাপ্ত করছি। পূর্বেও প্রাপ্ত হয়েছিল, যার ৫০০০ বছর পূর্ণ হয়েছে। আমরা দেবী দেবতা ধর্মের ছিলাম। অন্তিম সময় পর্যন্ত বৃদ্ধি হতে থাকবে। এরকম যীশুখ্রীষ্ট এসেছিলেন, খ্রিস্টান ধর্ম এখনও পর্যন্ত আছে। বৃদ্ধি হতে থাকে। তারা জানে যে যিশুখ্রিস্টের দ্বারা আমরা খ্রিস্টান হয়েছি। আজ থেকে ২ হাজার বছর পূর্বে যীশু খ্রীষ্ট এসেছিলেন। এখনও বৃদ্ধি হচ্ছে। প্রথমে প্রথমে সতোপ্রধান তারপর রজো, তমোতে আসতে হয়। তোমরা সত্যযুগে সতপ্রধান ছিলে তারপর রজো, তমোতে এসেছো। তমোপ্রধান সৃষ্টি থেকে পুনরায় সতোপ্রধান অবশ্যই হয়। নতুন দুনিয়াতে আদি সনাতন ধর্ম ছিল। মুখ্য ধর্ম হল চারটি। তোমাদের ধর্ম অর্ধেক কল্প চলতে থাকে। এখানেও তোমরা সেই ধর্মের আছো। কিন্তু বিকারী হওয়ার কারণে তোমরা নিজেদেরকে দেবী দেবতা বলতে পারো না। তোমরা ছিলে আদি সনাতন ধর্মের কিন্তু বাম মার্গে যাওয়ার কারণে তোমরা পতিত হয়ে গেছো। এইজন্য নিজেদেরকে হিন্দু বলে দেয় । এখন তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ। উঁচুর থেকেও উঁচু হলেন শিব বাবা। তারপর হলে তোমরা ব্রাহ্মণেরা। তোমাদের ব্রাহ্মণদের বর্ণ হল উঁচুর থেকেও উঁচু। ব্রহ্মার বাচ্চা হয়েছো। কিন্তু অবিনাশী উত্তরাধিকার ব্রহ্মার দ্বারা পাওয়া যায়না। শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা স্বর্গের স্থাপনা করছেন। তোমাদের আত্মা এখন বাবাকে জেনে গেছে। বাবা বলছেন যে, আমার দ্বারা আমাকে জানার কারণে সমগ্র সৃষ্টিচক্রের আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান বুঝতে পারবে। সেই জ্ঞান আমারই প্রদত্ত। আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, আনন্দের সাগর, পবিত্রতার সাগর। ২১ জন্ম তোমরা পবিত্র হয়ে পুনরায় বিষয়ে সাগরে পড়ে যাও। এখন জ্ঞানের সাগর বাবা তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানাচ্ছেন। কোনও গঙ্গার জল পবিত্র বানাতে পারেনা। স্নান করতে যায় কিন্তু সেই জল কোন পতিত-পাবন নয়। এই নদীগুলি তো সত্যযুগেও ছিল, তাই কলিযুগেও আছে। জলের পার্থক্য থাকে না। বলেও যে “সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন এক রাম”। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর পতিত-পাবন।

বাবা এসে জ্ঞান বোঝাচ্ছেন যার দ্বারা তোমরা স্বর্গের মালিক হচ্ছে। সত্যযুগ ত্রেতাতে ভক্তি শাস্ত্র ইত্যাদি কিছুই থাকেনা। তোমরা বাবার থেকে সর্বদা সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছো। এমন নয় যে সেখানে তোমাদেরকে গঙ্গা স্নান

করতে হবে বা কোনো যাত্রা করতে হয়। এটা হলো তোমাদের আধ্যাত্মিক যাত্রা যেটা কোনও মানুষ শেখাতে পারে না। বাবা হলেন সকল আত্মাদের বাবা, দৈহিক বাবা তো অনেক হয়ে থাকে। কিন্তু আধ্যাত্মিক বাবা হলেন এক। এটা পাকাপাকি ভাবে স্মরণ করো। বাবা জিজ্ঞাসা করছেন যে, তোমাদেরকে কতগুলো বাবা আছে তখন ইতস্তত হয়ে পরে যে এসব কী জিজ্ঞাসা করছেন? আধ্যাত্মিক বাবা তো সকলের একটাই হয়ে থাকে। দুই-তিন বাবা কিভাবে হবে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে সেই পরমাত্মা বাবাকে দুঃখের সময় স্মরণ করে থাকো। দুঃখ হলে সর্বদা বলতে থাকো যে, হে পরমপিতা পরমাত্মা আমাকে দুঃখ থেকে মুক্ত করো। তাই দু'জন বাবা হয়ে গেল, তাই না। এক হল দৈহিক বাবা আর অন্যটি হল আধ্যাত্মিক বাবা। যাঁর মহিমা গাইতে থাকো, তুমি মাতা-পিতা আমি বালক তোমার.... তোমার কৃপাতেই অপার সুখ প্রাপ্ত হয়। লৌকিক মা-বাবার থেকে অপার সুখ পাওয়া যায় না। যখন দুঃখ হয় তখন সেই বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। এই বাবা-ই এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, অন্যরা তো কেউ জিজ্ঞাসা করতে পারেনা।

ভক্তি মার্গে তোমরা গাইতে থাকো যে, বাবা আপনি এলে আমরা আপনাকে ছাড়া আর কারো কথা শুনবো না। অন্যরা তো সবাই দুঃখ-ই দিতে থাকে, আপনিই হলেন সুখের দাতা। তাই বাবা এসে তোমাদের সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তোমরা জানো, তোমরাই নিজেদেকে ব্রহ্মাকুমার কুমারী বলে থাকো। মানুষের বুদ্ধি এমনই পাথরসম হয়ে গেছে যে তারা এটাও বুঝতে পারে না, বি.কে কি! মাশ্বা বাবা কে ! এঁনারা কোনও সাধু-সন্ত নন। সাধু-সন্ন্যাসীকে গুরু বলা যায়, মাতা-পিতা বলা যায় না। এই বাবা তো এসে দৈবী ধর্মের রাজ্য স্থাপন করছেন। যেখানে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজা-রানী রাজ্য করেছিলেন। প্রথমে পবিত্র ছিলেন পরে অপবিত্র হয়ে গেছেন। যাঁরা পূজ্য ছিলেন, তাঁরাই পুনরায় ৮৪ জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে অসীম জগতের বাবার থেকে ২১ জন্মের সুখের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। কুমারী সে, যে ২১ কুলের উদ্ধার করে। এটা তোমাদেরই গায়ন আছে। তোমরা হলে কুমারী, গৃহস্থী নও। যদিও বয়সে বড় কিন্তু জীবিত থেকেও কলিযুগী দুনিয়ার থেকে মৃত হয়ে সবাই বাবার বাচ্চা বাচ্চী হয়েছ। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অনেক বাচ্চা আছে আরও বৃদ্ধি হতে থাকবে। তারপর এরা সবাই দেবতা হবে। এটা হল শিব বাবার যজ্ঞ। একে বলা যায় রাজস্ব যজ্ঞ, স্বরাজ্য পাওয়ার যজ্ঞ। বাবার থেকে আত্মাদের স্বর্গ রাজ্যের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। এই রাজস্ব অশ্বমেধ যজ্ঞ যজ্ঞের মধ্যে কি করতে হয় ? শরীরের সাথে যা কিছু আছে, সেই সবকিছু সমর্পন করতে হয় অথবা স্বাহা করতে হয়। এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত করবে। বাবা মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে, ভক্তি মার্গে তোমরা এই গান গাইতে যে, হে বাবা আপনি যখন আসবেন, তখন আমরা আপনার কাছে সমর্পিত হয়ে যাব, অধিকারী হয়ে যাব। এখন তোমরা নিজেদেরকে ব্রহ্মাকুমার কুমারী মনে করো। যদিও থাকো নিজের গৃহস্থ ব্যবহারে কিন্তু পবিত্র থাকতে হবে, কমল পুষ্পের সমান। নিজেকে আত্মা মনে করো। আমরা হলাম বাবার বাচ্চা। তোমরা আত্মারা হলে প্রেমিকা। বাবা বলছেন যে, আমি হলাম এক প্রেমিক। তোমরা আমাকে অর্থাৎ এই প্রেমিককে আহ্বান করেছিলে। তোমরা হলে অর্ধেক কল্পের প্রেমিকা। যাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা যায়, তিনি হলেন নিরাকার। আত্মাও হল নিরাকার, যে এই শরীরের দ্বারা পার্ট অভিনয় করছে। ভক্তি মার্গেও তোমাদের পার্ট অভিনয় করতে হয়। ভক্তি হলই রাত, অন্ধকারে মানুষ ধাক্কা খেতে থাকে। দ্বাপর থেকে শুরু করে তোমরা ধাক্কা খেয়ে এসেছ। এই সময় তোমরা মহা দুঃখী হয়ে গেছ। এখন পুরানো দুনিয়ার অন্ত হবে। এই পয়সা ইত্যাদি সবকিছুই মাটিতে মিশে যাবে। সে কোটিপতি হোক কিম্বা রাজা, বাচ্চার জন্ম হলে মনে করে এই ধন আমার বাচ্চার জন্য। আমার পুত্র পৌত্র ভোগ করবে। বাবা বলেন যে, কিছুই ভোগ করতে পারবে না। কারণ এই দুনিয়াই তো শেষ হয়ে যাবে। আর বাকি কিছু সময় অবশিষ্ট আছে। অনেক বিঘ্ন আসবে। নিজেদের মধ্যে লড়াই করবে। অন্তিম সময়ে এমন লড়াই করবে যে রক্তের নদী বয়ে যাবে। তোমাদের তো কারো সাথে লড়াই করতে হয় না। তোমরা যোগবলে থাকো। তোমরা স্মরণের যাত্রায় থাকলে তো যদি কেই খারাপ সংকল্প নিয়ে তোমাদের সামনে আসে তো তার ভয়ঙ্কর সাক্ষাৎকার হয়ে যাবে আর দ্রুত পালিয়ে যাবে। তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করবে আর তারা পালিয়ে যাবে। যারা পাক্কা বাচ্চা হবে, এই পুরুষার্থ করবে যে আমার তো এক শিব বাবা দ্বিতীয় কেউ নেই। বাবা বোঝাচ্ছেন যে, হাত দিয়ে কাজ করো আর হৃদয় দিয়ে বাবাকে স্মরণ করো। বাচ্চাদেরকে ঘরকেও সামলাতে হবে। কিন্তু তোমরা আত্মারা বাবাকে স্মরণ করো তো পাপের বোঝাও মাথা থেকে নেমে যাবে। কেবল আমাকে স্মরণ করো তো তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে, কিন্তু নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে। তারপর তোমরা সবাই এই শরীর ত্যাগ করবে, বাবা সকল আত্মাদেরকে মশার ঝাঁকের মতো করে নিয়ে যাবেন। বাকি সমস্ত দুনিয়াকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। ভারতে বাকি অল্প কিছু আত্মা গিয়ে থাকবে। তাদের জন্যই এই মহাভারত লড়াই হবে। এখানে তো অনেক বৃদ্ধি হবে। প্রদর্শনী, প্রজেক্টর ইত্যাদির দ্বারা অনেকে শুনবে। তারা প্রজা হয়ে যাবে। রাজা তো একজনই হয়, বাকি সকলে হয় প্রজা। মন্ত্রীও প্রজার লাইনে এসে যায়। অনেক প্রজা হয়ে থাকে। এক রাজার এক লক্ষের মত প্রজা হয়ে থাকে। তাই রাজা রানীকে পরিশ্রম তো করতেই হবে তাই না।

বাবা বলেন - সবকিছু করেও নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো। যেরকম প্রেমিক-প্রেমিকারা হয়, তাদের মধ্যে শারীরিক ভালোবাসা থাকে। বাচ্চারা, এই সময় তোমরা হলে প্রিয়তমা। তোমাদের প্রেমিক এসে গেছেন। তোমাদেরকে পড়াচ্ছেন। পড়তে পড়তে তোমরা দেবতা হয়ে যাবে। স্মরণের দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমরা সদাকালের জন্য নিরোগী হয়ে যাবে। এছাড়াও চুরাশির চক্রকেও স্মরণে রাখতে হবে। সত্যযুগে এত জন্ম, ত্রেতাতে এত জন্ম। আমরা দেবী দেবতা ধর্মের আত্মারা সম্পূর্ণ চুরাশির চক্র লাগিয়েছি। পরবর্তীকালে তোমাদের অনেক বৃদ্ধি হবে। তোমাদের সেন্টারের সংখ্যা হাজারের মতো হয়ে যাবে। গলিতে-গলিতে বোঝাতে থাকবে যে কেবল বাবাকে আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। এখন পুনরায় বাড়ি ফিরে চলো। এটা তো ছিঃ-ছিঃ নোংরা শরীর। এটা হল অসীম জগতের বৈরাগ্য। সন্ন্যাসীরা তো কেবল লোকিকের ঘর-বাড়ি পরিত্যাগ করে। তারা হল হঠযোগী। তারা রাজযোগ শেখাতে পারে না। বলে যে - এই ভক্তি হল অনাদি। বাবা বলেন, এই ভক্তি তো দ্বাপর থেকে শুরু হয়। ৮৪ সিঁড়ি অতিক্রম করে তোমরা এখন তমোপ্রধান হয়েছ। তোমরাই দেবী দেবতা ছিলে। খ্রিস্টানরা বলবে যে আমরাই খ্রিস্টান ছিলাম। তোমরা জানো যে আমরা সত্যযুগে ছিলাম। বাবা দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করেছিলেন। এই যে লক্ষ্মী-নারায়ণ, এঁনারা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছেন। সত্যযুগে এক রাজা-রানী ছিল, একটাই ভাষা ছিল। এটাও বাচ্চারা সাম্রাজ্যকার করেছে। তোমরা সবাই হলে আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের। তোমরাই ৮৪ জন্ম নিয়ে থাকো। তারা, যারা বলে যে আত্মা হল নির্লেপ বা ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী, এসব কিছুই হলো মিথ্যা। সকলের মধ্যে আত্মা আছে, পুনরায় কিভাবে বলে যে আমাদের মধ্যে পরমাত্মা আছে। তাহলে তো সবাই বাবা হয়ে যায়। কতোই না তমোপ্রধান হয়ে গেছে! আগে যা কিছু শুনেছে সবই মনে নিয়েছে। এখন বাবা এসে সত্যকথা শোনাচ্ছেন। তোমাদেরকে এখন জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দিয়েছেন যার দ্বারা তোমরা সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তকে জানতে পারো। এটাই হল অমর কথা। তাছাড়া সূক্ষ্ম বতনে তো কথা ইত্যাদি হয় না। এসব হল ভক্তিমার্গের চারা গাছ। তোমরা অমর হওয়ার জন্য অমর কথা শুনছো। সেখানে তোমরা খুশীর সাথে এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় শরীর ধারণ করবে। এখানে কেউ মারা গেলে তো কাল্পনিকটি করতে থাকে। সেখানে অসুখ-বিসুখ ইত্যাদি হয়না। সর্বদাই সুস্থাস্থ্যবান থাকে। আয়ুও বড় হয়ে থাকে। সেখানে নোংরামো হয় না। এখন এটা পাক্সা করে নিতে হবে যে আমরা চুরাশির চক্র সম্পন্ন করেছি। এখন বাবা আমাদেরকে নিতে এসেছেন। পবিত্র হওয়ার যুক্তিও তোমাদেরকে বলে দিয়েছেন। কেবল আমাকে, এক বাবাকে আর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো। সত্যযুগে শোলা কলা সম্পূর্ণ তারপর কলা কম হয়ে যায়। এখন তোমাদের মধ্যে কোনও কলা নেই। বাবা-ই দুঃখ থেকে মুক্ত করে সুখের রাজ্যে নিয়ে যাচ্ছেন এইজন্য তাঁকে মুক্তিদাতা বলা যায়। সবাইকে নিজের সাথে করে নিয়ে যাবেন। তোমাদের গুরু খোড়াই তোমাদেরকে সাথে নিয়ে যাবেন। সেই গুরু চলে গেলে তো তার শিষ্যরা সেই গদিতে বসে তারপর তো শিষ্যদের মধ্যে অনেক গন্ডগোল হয়ে যায়। গদিতে জন্য নিজেদের মধ্যে লড়াই করতে থাকে। বাবা বলেন যে আমি তোমাদের আত্মাদেরকে সাথে করে নিয়ে যাব। তোমরা সম্পূর্ণ না হলে তো শাস্তি থাকে আর পথ ভ্রষ্ট হবে। এখানে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ:-

১) স্মরণের এমন অভ্যাস করতে হবে যে খারাপ চিন্তা করা আত্মারা সামনে আসতেই পরিবর্তন হয়ে যাবে। আমার তো এক শিববাবা, দ্বিতীয় কেউ নেই... এই পুরুষার্থ করতে হবে।

২) স্বরাজ্য প্রাপ্ত করার জন্য শরীর সহ যা কিছু আছে, সেসব কিছু সহ সমর্পিত হয়ে যেতে হবে। যখন এই রুদ্র যজ্ঞে সবকিছু স্বাহা করবে তখন রাজ্য পদ প্রাপ্ত হবে।

বরদানঃ:- জ্ঞানী আত্মা হয়ে জ্ঞান সাগরে আর জ্ঞানে সমাযিত হওয়া সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ ভব
যে জ্ঞানী আত্মা সে সর্বদা জ্ঞান সাগর আর জ্ঞানে সমাযিত থাকে, সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপ হওয়ার কারণে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যার স্থিতি স্বততঃই থাকে। যে অংশমাত্রও কোনও স্বভাব-সংস্কারের বশীভূত হয়, নাম-মান-শানের ইচ্ছা রাখে, কি, কেন-র প্রশ্নে চিৎকার করে, যারা আহ্বান করে, অন্তরে এক বাইরে অন্যরূপ - তাকে জ্ঞানী আত্মা বলা যাবে না।

শ্লোগানঃ:- এই জীবনে অতীন্দ্রিয় সুখ এবং আনন্দের অনুভূতি যে করতে পারে, সে-ই হল সহজযোগী।

"মিস্টি বাচ্চারা - তোমরা এই কবরস্থানকে পরিস্তান বানাচ্ছো, সেইজন্য তোমাদের এই পুরোনো দুনিয়া, কবরস্থানের থেকে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য চাই"

*প্রশ্নঃ - বেহদের পিতা কিভাবে তাঁর রুহানি সন্তানদের ওয়ান্ডারফুল সার্ভেইন্ট হন ?

*উত্তরঃ - বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি হলাম তোমাদের ধোপা। কেবল বাচ্চারাই নয়, পুরো দুনিয়ার নোংরাকে মুহূর্তের (সেকেন্ড) মধ্যে পরিষ্কার করে দিই। আত্মারূপী বস্ত্র (পোশাক) স্বচ্ছ (পরিষ্কার) হলে শরীরও শুদ্ধ পাওয়া যায়। তিনি এমন ওয়ান্ডারফুল সার্ভেইন্ট, যিনি মন্বনাভব'র মন্ত্র দ্বারা সবাইকে সেকেন্ডের মধ্যে পরিষ্কার করে দেন।

ওম্ শান্তি । বাবা বাচ্চাদের ওম্ শান্তির অর্থ বুঝিয়েছেন। আত্মার স্বর্ধর্মই হলো শান্ত স্বরূপ। শান্তিধাম যাওয়ার জন্য কোনো পুরুষার্থ করতে হয়না। আত্মা স্বয়ং (নিজে) শান্তস্বরূপ, শান্তিধাম এ বসবাস করে। হয়, কিছু সময়ের জন্য শান্ত থাকতে পারে। আত্মা বলে - আমি কর্মেন্দ্রিয়ের বোঝা নিয়ে কলান্ত হয়ে যাই, আমি আমার স্বধর্মে স্থির রয়েছি, দেহ থেকে আলাদা হয়ে যাই। কিন্তু কর্ম তো করতেই হবে। কতকষণ আর শান্তিতে (বসে থাকব) বসা যায়। আত্মা বলে আমি শান্তির দেশের বাসিন্দা। শুধুমাত্র এই শরীরে আসার কারণে আমি 'টকি' হয়েছি। অহম্ আত্মা অবিনাশী, মম শরীর বিনাশী। আত্মা পবিত্র আর পতিত হয়। সত্যযুগে ৫ তৎবও সতোগ্রধান হয়। এখানে ৫ তৎবও তমোগ্রধান। যখন সোনাতে খাদ পড়ে যায় তখন তাকে পরিষ্কার করার জন্য তাকে আগুনে পোড়াতে হয়, এর নাম হলো যোগ অগ্নি। দুনিয়াতে তো অনেক প্রকারের হটযোগ ইত্যাদি শেখানো হয়। ওগুলোকে যোগ অগ্নি বলা যায়না। যোগ অগ্নি হলো সেই অগ্নি যেখানে পাপকে পোড়ানো হয়। আত্মাকে পতিত থেকে পাবন বানান পরমাৎমা, বলাও হয় পতিত-পাবন এসো। ভ্রামার প্স্থান অনুসারে সবাইকে পতিত, তমোগ্রধান হতেই হয়। এটা হলো বৃক্ষ যার বীজ উপরে রয়েছে। যখন বাবাকে ডাকা হয়, তখন বৃক্ষ উপরে চলে যায়। যার কাছ থেকে তোমরা উত্তরাধিকার পাও, উনি এখন নীচে (এই পতিত দুনিয়াতে) এসেছেন। তিনি বলেন আমাকে আসতেই হয়। মনুষ্য সৃষ্টির যে বৃক্ষ আছে, অনেক ধর্মের বিভিন্নতার কারণে তমোগ্রধান, পতিত হয়ে গেছে। জরাজীর্ণ (সম্পূর্ণ কষয়) অবস্থায় পৌঁছেছে। বাবা বাচ্চাদের বসে বোঝাচ্ছেন। সত্যযুগে হল দেবতারা, আর কলিযুগে অসুর। কিন্তু অসুর আর দেবতাদের আর মধ্যে কখনো যুদ্ধ হয়না। তোমরা এই আসুরী ৫ বিকারের উপর যোগবল দ্বারা বিজয় লাভ করো। অতএব, কোনো হিংসা, লড়াই এর কথাই নেই। তোমরা কোনো প্রকারেই হিংসা ক'রোনা। কখনো কারো উপরে হাতও তুলবে না। তোমরা হলে ডবল অহিংসক। কাম কাটারি চালানো, এটা হলো সবথেকে বড় পাপ। বাবা বলেন এই কাম কাটারি আদি-মধ্য-অন্ত দুঃখ দেয়। বিকারের বশীভূত হওয়া উচিত নয়। দেবতাদের সামনে মহিমা গাওয়া হয় - তুমি সর্বগুণ সম্পন্ন। আত্মা বলে আমরা পতিত হয়ে গিয়েছি, তাই তো ডাকা হয় হে পতিত-পাবন এসো। যখন পবিত্র থাকে তখন তো কাউকে ডাকা হয়না। একে স্র্গ বলা হয়। এইখানে (এই দুনিয়ায়) সাধু-সন্তরা কত মহিমা করতে থাকে - হে পতিত-পাবন সীতারাম.....। বাবা বলেন এই সময় সমগ্র দুনিয়াটা পতিত, এতে কারোরই দোষ নেই। এই ভ্রামা হলো পূর্বনির্ধারিত। আমি না আসা পর্যন্ত প্রত্যেককেই নিজের ভূমিকা পালন করতে হয়। জ্ঞান আর ভক্তি তারপর হল বৈরাগ্য। পুরোনো দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য। এটা হলো বেহদের বৈরাগ্য। তাদের হল সীমিত (হদের) বৈরাগ্য।

তোমরা জানো যে এই পুরোনো দুনিয়ার এখন শেষ হয়ে যাবে। নতুন বাড়ি তৈরি হলে, পুরানো বাড়ির প্রতি বৈরাগ্য চলে আসে তাই না। অসীম জগতের বাবা বলেন, এখন তোমাদের স্র্গরূপী বাড়ি বানিয়ে দিচ্ছি। এখন তো হলো নরক। স্র্গ হল নতুন দুনিয়া। এখন আমরা পুরানো দুনিয়ায় থেকে নতুন দুনিয়ার সৃষ্টি করছি। পুরানো কবরস্থানে আমরা পরিস্থান বানাবো। এখানেই যমুনা নদীর তীর থাকবে। এর চারপাশে মহল হবে। এই দিল্লি আর যমুনা নদী হবে, কিন্তু পান্ডবদের দুর্গ ইত্যাদি সব গল্প ছিল। ভ্রামার প্স্থান অনুসারে অবশ্যই ওগুলো হবে। যেমন করে তোমরা জপ-তপ-দান ইত্যাদি করে এসেছিলে, তেমন ভাবে পুনরায় আবার করতে হবে। প্রথমে তোমরা শিবের ভক্তি করেছ, উন্নতমানের (ফার্স্ট ক্লাস) মন্দির বানিয়েছ। যাকে বলা হয় অব্যভিচারী ভক্তি। এখন তোমরা জ্ঞানমাগে আছো। এটা হলো অব্যভিচারী জ্ঞান। এক শিববাবার থেকেই তোমরা শোনো, সবার প্রথমে তোমরা যার ভক্তি করা শুরু করেছিলে। ওই সময় আর কোনো ধর্ম থাকে না। তোমরাই কেবল ছিলে। খুব সুখে থাকতে তোমরা। দেবতা ধর্ম খুব সুখ দেয়। নাম নিলেই সাথে সাথেই মুখ মিস্টি হয়ে যায়। ও তোমরা এক বাবার থেকেই জ্ঞান শুনে থাকো। এটা হলো তোমাদের অব্যভিচারী জ্ঞান। তোমরা অসীম জগতের পিতার হয়েছ। বাবার থেকেই নম্বরের ক্রমে পুরুষার্থ অনুসারে তোমরা উত্তরাধিকার পাও। বাবাও কিছু সময়ের জন্য সাকার রূপে এসেছেন। বলেন আমাকেই তোমাদের জ্ঞান দিতে হবে। আমার কোনো স্থায়ী শরীর নেই, আমি ওনার মধ্যে প্রবেশ করে জ্ঞান দান করি। শিবজয়ন্তী থেকে তারপরই গীতা জয়ন্তী হয়ে যায়। সেখান থেকেই জ্ঞান শুরু হয়ে যায়। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান পরমাৎমা তোমাদের দেন। এতে জলের কোনো ব্যাপার নেই। জলের দ্বারা কি কখনো জ্ঞান পাওয়া যায়। পতিত থেকে পাবন জ্ঞানের দ্বারা হওয়া সম্ভব, জলের দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়। সমগ্র

দুনিয়ায় তো বহু নদী রয়েছে। এখানে তো জ্ঞানের সাগর বাবা, এনার মধ্যে প্রবেশ করে জ্ঞান শোনান। যখন কোনো ব্যক্তি মারা যান, তাঁর মুখে গঙ্গা জল দেওয়া হয়, যাতে সেই ব্যক্তির আত্মা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে স্বর্গে যেতে পারেন। এখানেও গো-মুখ এ যায়। বাস্তবে গো-মুখ হলো তোমরা চৈতন্যরা (আত্মারা)। তোমাদের মুখ থেকে জ্ঞান-অমৃত নির্গত হয়। গাভী থেকে দুধ পাওয়া যায়, জলের তো কোনো কথাই আসে না। এখন তোমরা এগুলো জানতে পারছো। তোমরা জানো যে ভ্রামাতে একবার যেটা হয়ে যায় সেটা ৫ হাজার বছর পরে আবার হুবহু রিপিট হয়। বাবা বসে বাচ্চাদের এগুলো বোঝান, যিনি সকলের সঙ্গতি দাতা। এখন সকলে দুর্গতিতে রয়েছে। তোমরা আগে জানতে না যে রাবণকে কেন জ্বালানো হয়। এখন তোমরা বোঝো যে বেহদের দশহরা হবেই। সমগ্র সৃষ্টিতে রাবণ রাজ্য এখন। এই পুরো পৃথিবীটাই লজ্জাতে পরিণত হয়েছে। রাবণ কখনো জাগতিক লোকে থাকে না। রাবণের রাজ্য গোটা সৃষ্টির মধ্যে রয়েছে। ভক্তিতও অধিকল্প চলে। প্রথমে অবযাভিচারী ভক্তি করা হয়, পরে ব্যাভিচারী ভক্তি শুরু হয়। দশহরা, রাখি-বন্ধন সমস্ত কিছু এখনকার উৎসব। শিবজয়ন্তীর পরে হয় কৃষ্ণ-জয়ন্তী। এখন কৃষ্ণ-পুরী স্থাপন হচ্ছে। আজকে কংসপুরীতে আছো, কাল কৃষ্ণ-পুরীতে থাকবে। কৃষ্ণ কী কখনো এই পতিত দুনিয়ায় আসতে পারেন! তিনি জন্ম নেন সংযুগে। তিনি হলেন প্রথম প্ৰিন্স। স্কুলে পড়তে যান আর যখন বড় হয়ে যান তখন সিংহাসনের মালিক হন। রাসলীলা ইত্যাদি সকলে নিজেদের মধ্যে খুশি পালনের জন্ম করেন। কৃষ্ণ বসে কাউকে জ্ঞান দেবেন এটা কিভাবে সম্ভব তাই না! সমস্ত মহিমা এক শিববাবারই, যিনি পতিতদের পাবন বানান। তোমরা কোনো বড় অফিসারদের বোঝালে তারা বলেন তোমরা ঠিক বলছো। কিন্তু তারা এই জ্ঞান অন্যদেরকে শোনাতে পারবে না। ওনার কথা কেউ শুনবেই না। বি.কে. হয়ে জ্ঞান শোনাতে সকলে বলেন এনারা তো জাদু করে দিলেন। বি.কে.দের নাম শোনে আর ভাবে এরা জাদু করে। এরা তো কেবল দাদাকে ছাড়া আর কাউকেই মানেন না। ভক্তি ইত্যাদি কোনো কিছু করেনা। বাবা বলেন, কাউ মানা করা উচিত নয় যে ভক্তি ক-রো না। নিজে থেকেই ছুটে যাবে। তোমরা ভক্তি করা ছেড়ে দাও, বিকার ছেড়ে দাও এই সব কথাতেই ঝামেলা হয়। বাবা বলেন, আমি বুদ্ধ-জ্ঞান যজ্ঞে রচনা করি, যেখানে আসুরিক সম্প্রদায় এর বিঘ্ন পড়ে। এটা হলো শিববাবার বেহদের (অসীম জগতের) যজ্ঞ, যেখানে মানুষ থেকে দেবতা হওয়া যায়। গায়নও আছে যে - জ্ঞান যজ্ঞ থেকে বিনাশের শিক্ষা উদ্ভূত হয়েছিল। পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হলেই তোমরা নতুন দুনিয়ায় রাজ্যত্ব করবে। মানুষরা বলে আমরা বলি শান্তি হোক আর এই বি.কে. রা বলে বিনাশ হোক। বাবা বোঝান - এই সমগ্র পুরানো দুনিয়া এই জ্ঞান-যজ্ঞে স্বাহা হয়ে যাবে। এই পুরো দুনিয়ায় আগুন তো লাগবেই। স্বাকৃতিক দুর্যোগও আসবে। বিনাশ তো হতেই হবে। সমস্ত মানুষ সর্বের মতো পিষে গিয়ে শেষ হয়ে যাবে। বাকি আত্মারা বেঁচে যাবে। এটা তো যে কেউই বুঝতে পারে - আত্মা হলো অবিনাশী। এখন এখানে একটা বেহদের (সমগ্র দুনিয়ার) হোলিকা (দহন) হবে, যাতে সব শরীর খতম হয়ে যাবে। বাকি আত্মারা পবিত্র হয়ে চলে যাবে। আগুনের দ্বারা জিনিস শুষ্ট হয়, তাইনা! যজ্ঞ করা হয় সব শুষ্ট করার জন্ম। বাদবাকি সব হলো জাগতিক ব্যাপার। এখন পুরো দুনিয়া বিনাশ হবেই। বিনাশের পূর্বে অবশ্যই স্থাপনা হওয়া প্রয়োজন। যখন তোমরা কাউকে জ্ঞান শোনাতে আগে বলো স্থাপনার কথা, পরে বিনাশ এর কথা ব্যাখ্যা করবে। বরহমার দ্বারা স্থাপনা হয়। 'প্রজাপিতা বরহমা' নামটি বিখ্যাত। আদি দেব এবং আদি দেবী। জগদম্ভারও কয়েক হাজার মন্দির রয়েছে, সেখানে কত মেলাও অনুষ্ঠিত হয়। তোমরা হলে জগদম্ভার সন্তান, জ্ঞান জ্ঞানেশ্বরী থেকে রাজ রাজেশ্বরী। তোমরা খুব ধনবান হও আবার ভক্তিমাগে তোমরাই দেবী লক্ষ্মীর কাছে দীপাবলিতে বিনাশী ধন চাও। ওখানে তো সবকিছু পাওয়া যায়। 'আয়ুষ্মান ভব', 'পুংবানভব'। তোমরা জানো যে সেখানে তোমাদের আয়ু ১৫০ বছরের হয়। বাবা বলেন তোমরা যত যোগে থাকবে তোমাদের আয়ু তত বাড়তে থাকবে। তোমরা ঈশ্বরের সাথে যোগ লাগিয়ে যোগেশ্বর হও। মানুষ তো হলো ভোগেশ্বর। বলা হয়ে থাকে - ভগবান বিকারী, মল মূত্রের (আত্মার) কাপড় ধুয়ে দেন.... বাবা বলেন আমাকে ধোপাও বলা হয়। আমি সকল আত্মাদের এসে শুষ্ট করি, ফলে দেহও শুষ্ট পাওয়া যায়। বাবা বলেন আমি সেকেন্ডে সমগ্র দুনিয়ার পোশাক পরিষ্কার করে নিই। শুধুমাত্র 'মন্মনাভব' হলেই আত্মা আর শরীর পবিত্র হয়ে যায়। সেকেন্ডে জীবনমুক্ত। কত সহজ উপায়! বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই পবিত্র হয়ে যাবে। চলতে ফিরতে শুধু বাবাকে স্মরণ করো। আর কোনো কষ্ট তোমাদের দিই না। শুধু স্মরণ করতে হবে। এখন তোমাদের এক-এক সেকেন্ড চড়তি (আরোহণ) কলা। বাবা বলেন, আমি তোমাদের সার্ভেন্ট হয়ে এসেছি। তোমরা ডেকেছ পতিত-পাবন এসো, এসে আমাদের পবিত্র বানাও। আচ্ছা! বাচ্চারা আমি এসেছি তো আমি তোমাদের সার্ভেন্ট হলাম তাই না! যখন তোমরা পতিত হয়েছ তখনই জোরে জোরে চিৎকার করেছো। এখন আমি এসেছি। আমি কল্পে কল্পে এসে তোমাদের এই মন্ত্র দিই। আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে যাবে। 'মন্মনাভব'র অর্থ হলো মন্মনাভব, মধ্যাজী ভব অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করলে বিষ্ণুপুরীর মালিক হয়ে যাবে। তোমরা এসেছ বিষ্ণুপুরীর রাজত্ব নিতে। রাবণপুরীর পরে হলো বিষ্ণুপুরী। কংসপুরীর পরে আসে কৃষ্ণপুরী। কত সহজে বোঝানো যায়। বাবা বলেন এই পুরানো দুনিয়ার থেকে আসক্তি সরিয়ে নাও। এখন আমরা ৮৪ জন্ম পূরণ করেছি। এই পুরোনো দুনিয়া ছেড়ে আমরা নতুন দুনিয়ায় যাবো। স্মরণের দ্বারাই তোমাদের পাপ কেটে যাবে। তোমাদের সাহস থাকা উচিত। ওরা তো বরহমকে স্মরণ করে। ওরা বোঝে যে বরহমতে লিন হয়ে যাবে। কিন্তু বরহম তো হলো থাকার স্থান। তারা তপস্শায় বসে। তারা ভাবে আমরা বরহমতে গিয়ে লিন হয়ে যাবো। কিন্তু কেউ তো ফিরে যেতে পারে না। বরহমতে যোগ করলে পবিত্র তো হওয়া যায়না। একজনও যেতে পারেনা। পূর্নজন্ম তো নিতেই হবে। বাবা এসে সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করেন, সংয খন্ড সংযবাবাই স্থাপন করেন। রাবণ এসে মিথ্যাখন্ড বানায়। এখন হলো সজাময়ুগ। এতে তোমরা উত্তমের থেকেও উত্তম হও, এইজন্মই তোমাদের পুরুষোত্তম বলা হয়। তোমরা কড়ি থেকে হিরে তুল্য হও। এটা হলো বেহদের কথা। উত্তমের থেকেও উত্তম মানুষরা হলো দেবতা। এখন তোমরা পুরুষোত্তম সজাময়ুগে আছো। তোমাদের পুরুষোত্তম তৈরি করেন উঁচুর থেকেও উঁচু বাবা। বাবা তোমাদের উঁচুর থেকেও উঁচু স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন, তাও তোমরা কেন ভুলে যাও? বাবা

বলছেন আমাকে স্মরণ করো। বাচ্চারা বলে - বাবা তুমি কৃপা করলে আমরা ভুলব না। এটা কিভাবে সম্ভব ! বাবার স্মীমতে চলতে হবে। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমরা পতিত থেকে পাবন হয়ে যাবে। আমার স্মীমতে চলো। এছাড়া আর্শীবাদ কেন করব ! আচ্ছা!

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঔনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ-

১) বাবার প্রতিটি ডাইরেকশন (নির্দেশ) অনুসারে চলে নিজেকে কড়ি থেকে হিরে তুল্য বানাতে হবে। এক বাবার স্মরণে থেকে নিজের বস্ত্রকে স্বচ্ছ বানাতে হবে।

২) এখন নতুন ঘর (দুনিয়া)-এ যেতে হবে, এইজন্ম এই দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য রাখা উচিত। এই নেশা যেন সর্বদা থাকে যে এই কবরস্থানকে আমরা পরিস্তান বানাবো।

বরদানঃ-

সজামযুগের স্প্রেষ্ঠ চিত্রকে সামনে রেখে ভবিষ্যতের দর্শন করতে সক্ষম ত্রিকালদর্শী ভব
পূর্বেই তোমরা সজামযুগী ব্রাহ্মণরা ভবিষ্যতের সর্বপ্রাপ্তি গুলির অনুভব করে থাকো। এখন তোমরা ডবল মুকুট, সিংহাসন
ও তিলকধারী, সর্ব অধিকারী মূর্তি হয়ে যাও। ভবিষ্যতে তো গোলেডেন স্পুন (ইন মাউথ) হবে এখন হিরে তুল্য হয়ে যাও।
জীবনটাই হীরা তুল্য হয়ে যায়। ওখানে সোনা, হিরের তৈরি দোলনায় দোলো আর এখানে তোমরা বাপদাদার কোলে
অতীন্দ্রিয় সুখের অনুভবের সাথে দোলায় দোলো। অতএব ত্রিকালদর্শী হয়ে বর্তমান আর ভবিষ্যতের স্প্রেষ্ঠ চিত্রতে দেখতে
দেখতে সর্ব প্রাপ্তির অনুভব করো।

স্লেগানঃ-

কর্ম আর যোগের ভারসাম্যই পরমাৎম বেলসিন্স (আর্শীবাদ) এর অধিকারী বানিয়ে দেয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়, তোমরা জ্ঞান সূর্য বাবাকে পেয়েছো, এখন তোমরা জেগেছো তো অন্যদেরকেও জাগাও"

*প্রশ্নঃ - অনেক রকমের বিবাদের কারণ তথা তার নিবারণ কি ?

*উত্তরঃ - যখন দেহ - অভিমান থাকে তখন অনেক রকমের বিবাদের সম্মুখীন হতে হয়। মায়ায় গ্রহের দশা তো বসে যায়। বাবা বলেন দেহী - অভিমানী হও, সার্ভিস করতে থাকো। স্মরণের যাত্রাতে থাকলে গ্রহের কুদশা অপসারিত হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী বাচ্চাদের কাছে বাবা এসেছেন শ্রীমত দিতে বা বোঝাতে। এইটা তো বাচ্চারা বুঝতে পেরেছে যে ড্রামা প্ল্যান অনুসারে সমগ্র কার্য হবে। এছাড়া সময় খুব সামান্য আছে। এই ভারতকে রাবণপুরী থেকে পুনরায় বিষ্ণুপুরী করে তুলতে হবে। এখন বাবাও হলেন গুপ্ত, অধ্যয়ণও হলো গুপ্ত। সেন্টার্স তো অনেক আছে, ছোটো - বড় গ্রামে ছোটো-বড় সেন্টার্স আছে আর বাচ্চারাও সংখ্যায় অনেক। এখন বাচ্চারা চ্যালেঞ্জ তো দিয়েছে আর লিখতেও হবে, কেউ যখন লিটারেচার তৈরী করা হবে তো সেখানে লিখতে হবে- আমরা এই ভারত - ভূমিকে স্বর্গ বানিয়ে ছাড়বো। এই ভারত ভূমি তোমাদেরও খুবই প্রিয়, কারণ তোমরা জানো যে এই ভারতই স্বর্গ ছিলো, তার ৫ হাজার বছর হয়েছে। ভারত খুবই বিত্তবান ছিলো, একে স্বর্গ বলা হয়। এই নলেজ তোমাদের অর্থাৎ ব্রহ্মা মুখ বংশাবলীদেরই আছে। এই ভারতকে আমাদের অবশ্যই শ্রীমত অনুযায়ী স্বর্গ করে তুলতে হবে। সবাইকে পথ বলে দিতে হবে, আর কোনো মতবিরোধে যাওয়ার দরকার নেই। নিজেদের মধ্যে বসে সিদ্ধান্তে আসা উচিত যে এই প্রদর্শনীর চিত্র দ্বারা আমরা এমন কি অ্যাডভর্টাইসমেন্ট করবো, যে সব ছবি সংবাদপত্রেও দেওয়া হবে, এর উপর নিজেদের মধ্যে সেমিনার করা উচিত। যেমন গভর্নমেন্টের লোকরা নিজেদের মধ্যে মিলিত হয়ে, সিদ্ধান্ত নেয় যে ভারতকে আমরা কি করে সংশোধন করবো ? এই যে এতো সব মতভেদ হয়ে গিয়েছে, সেসবকে নিজেদের মধ্যে একত্রিত হয়ে ঠিক করতে হবে, আর কি করে ভারতে সুখ শান্তি স্থাপন করবো! ওই গভর্নমেন্টেরও প্রচেষ্টা চলছে। তোমারাও পান্ডব গভর্নমেন্ট, তারও তো প্রশস্তি রয়েছে। এ হলো বড় ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্ট। বাস্তবে একে বলাই হয় পবিত্র ঈশ্বরীয় গভর্নমেন্ট, একমাত্র পতিত- পাবন বাবা পতিত বাচ্চাদের পবিত্র দুনিয়ার মালিক তৈরী করেন। এইটা বাচ্চারাই জানে। মুখ্য হলোই ভারতের আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম। বাচ্চারা এইটাও জানে যে এই হলো রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ। রুদ্র বলাই হয় ঈশ্বর বাবাকে, শিবকে। বরাবর বলা হয়েছে বাবা এসে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ রচনা করেছেন। তারা তো টাইম লম্বা চওড়া দিয়ে দিয়েছে। অজ্ঞান নিদ্রাতে নিদ্রিত হয়ে আছে। তোমাদের এখন বাবা জাগৃত করেছেন, তোমাদের আবার অন্যদের জাগৃত করে তুলতে হবে। ড্রামা প্ল্যান অনুসারে তোমরা জাগৃত করতে থাকবে। এই সময় পর্যন্ত যারা যেমন- যেমন করে যে রকম পুরুষার্থ করেছে, অতটাই কল্প পূর্বেও করেছিলো। হ্যাঁ, যুদ্ধের ময়দানে চড়াই-উতরাই তো হয়েই থাকে। কখনো মায়ায় জোর হয়ে যায়, কখনো ঈশ্বরীয় সন্তানের জোর হয়ে যায়। কখনো-কখনো সার্ভিস বেশ ভালো মতো দ্রুত গতিতে চলে। কখনো কোথাও-কোথাও বাচ্চাদের মধ্যে মায়ায় বিঘ্ন এসে যায়। মায়া একদম বেইশ করে দেয়। লড়াই এর ময়দান যে ! রাবণ মায়া রামের সন্তানদের বেইশ করে দেয়। লক্ষ্মণের ক্ষেত্রেও গল্প আছে না!

তোমরা বলো সমস্ত মানুষ কুস্কর্ণের নিদ্রাতে নিদ্রিত হয়ে আছে। তোমরা, এই ঈশ্বরীয় সম্প্রদায়ই এইরকম বলো, যারা জ্ঞান সূর্যকে পেয়েছে আর জেগে উঠেছে, তারাই বুঝবে। এর মধ্যে একে অপরকে বলারও ব্যাপার নেই। তোমরা জানো বরাবর আমরা এই ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় জাগৃত হই। এছাড়া অন্যান্যরা সব নিদ্রিত থাকে। তারা এইটা জানে না যে পরমপিতা পরমাত্মা এসে গিয়েছেন, বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দিতে। এইটা একদম ভুলে গিয়েছে। বাবা ভারতেই আসেন। এসে ভারতকে স্বর্গের মালিক তৈরী করেন। ভারত স্বর্গের মালিক ছিলো, এর মধ্যে কোনো সংশয় নেই। পরমপিতা পরমাত্মার জন্মও এখানেই হয়। শিবজয়ন্তী পালন করে। অবশ্যই তিনি এসে কিছু তো করেছিলেন যে না! বুদ্ধি বলে অবশ্যই এসে স্বর্গ স্থাপন করাবেন। প্রেরণাতে কি আর স্থাপনা হবে! বাচ্চারা, এখানে তো তোমাদের রাজযোগ শেখানো হয়। স্মরণের যাত্রা বোঝানো হয়ে থাকে। প্রেরণা দিয়ে কোনোই শব্দ হয় না। মনে করে শঙ্করেরও প্রেরণা পেলে তখন সেই যাদব, মুশল ইত্যাদি তৈরী করে। কিন্তু এতে প্রেরণা তো কোনো ব্যাপারই নেই। তোমরা বুঝে গিয়েছো ড্রামাতে ওদের পার্ট মুশল ইত্যাদি তৈরী করার। প্রেরণা ব্যাপার নেই। ড্রামা অনুসারে বিনাশ তো অবশ্যই হতেই হবে। গাওয়া হয়ে থাকে... মহাভারতের লড়াইতে মুশল কাজে লেগেছে। তাই যা পাস্ট হয়ে গিয়েছে সেইটা আবার রিপিট হবে। তোমরা গ্যারান্টি দাও

যে আমরা ভারতে স্বর্গ স্থাপন করবো, সেইখানে এক ধর্ম হবে। তোমরা এইরকম লেখো না যে অনেক ধর্ম বিনাশ হবে। সেইটা তো চিত্রে লেখা হয়েছে যে স্বর্গের স্থাপনা হলে তখন দ্বিতীয় কোনো ধর্ম হয় না। এখন তোমাদের বোধগম্য হয়েছে। সবচেয়ে বড় পার্ট হলো শিবের, ব্রহ্মার আর বিষ্ণুর- এইটা তো খুবই রহস্যজনক ব্যাপার। বিষ্ণু থেকে ব্রহ্মা কীভাবে হয়, ব্রহ্মা থেকে আবার বিষ্ণু কীভাবে হয়, এইটা সেন্সেবেল বাচ্চাদের বুদ্ধিতে তাড়াতাড়ি আসে। দৈবী সম্প্রদায় তোমরা তৈরী হয়েই থাকে। একজনের ব্যাপার না। বাচ্চারা, এই ব্যাপারটা তোমরা বুঝতে পারো। দুনিয়াতে একজন মানুষও বুঝতে পারে না। যদি লক্ষ্মী-নারায়ণ বা বিষ্ণুর পূজা করে, কিন্তু তাদের এইটা জানা নেই যে বিষ্ণুরই দুই রূপ হলো লক্ষ্মী-নারায়ণ, যারা নূতন দুনিয়াতে রাজত্ব করে। তাছাড়া ৪ হাত বিশিষ্ট কোনো মানুষ হয় না। এইটা সূক্ষ্মলোকে প্রবৃত্তি মার্গের এইম অবজেক্ট দেখানো হয়। এই সমগ্র ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফি কীভাবে চক্রে আবর্তিত হয়, এইটা কেউ জানে না। বাবাকেই জানে না তো বাবার রচনা কে জানতে পারবে কী করে? একমাত্র বাবা রচনার আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ বলে দেন, ঋষি-মুনিও বলতো আমরা জানি না। বাবাকে জেনে গেলে রচনার আদি-মধ্য- অন্তকে জেনে যাবে। বাবা বলেন আমি একবারই এসে বাচ্চারা, তোমাদের সমগ্র নলেজ বোঝাই - তারপর আর আসিই না। তাহলে রচনা আর রচয়িতার আদি-মধ্য-অন্তকে জানবেই বা কি করে? বাবা স্বয়ং বলেন- আমি সঙ্গমযুগ ব্যতীত আসিই না। আমাকে ডাকেও সঙ্গমে। পবিত্র সত্যযুগকে বলে, পতিত কলিযুগকে বলা হয়। তাই আমি তো অবশ্যই আসবো পতিত দুনিয়ার শেষে, তাই না! আমি কলিযুগের অন্তে এসে পতিত থেকে পবিত্র করে তুলি। সত্যযুগ ইত্যাদিতে হলো পবিত্র, এইটা তো সহজ কথা, তাই না! মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না যে পতিত পাবন বাবা কবে আসবে। এখন তো কলিযুগের শেষ বলবে। যদি বলে কলিযুগে প্রায় ৪০ হাজার বছর পড়ে আছে, তো আর কতো অপবিত্র হবে! কতো দুঃখ হবে! সুখ তো হবেই না! কিছুই না বুঝতে পারার কারণ হলো একদমই ঘোর অন্ধকারে আছে। তোমরা বুঝতে পারো। তাই বাচ্চাদের নিজেদের মধ্যে একত্রিত হতে হবে। চিত্রের উপর ভালো করে বোঝাতে হবে। এও ড্রামা অনুসারে চিত্র ইত্যাদি সব বের করা হয়েছে। বাচ্চারা মনে করে যে সময় পাস হয়ে যায় বা বয়ে যায়, হুবহু ড্রামা চলতে থাকে। বাচ্চাদের অবস্থাও কখনো নীচে, কখনো উপরে হতে থাকে। খুবই বোঝার ব্যাপার। কখনো কখনো কুগ্রহ এসে বসলে তখন সেটা দূর করার জন্য প্রচেষ্টা করে। বাবা বারংবার বলেন- বাচ্চারা, তোমরা দেহ-অভিমাণে থাকো বলে বিরোধ হয়। এতে দেহী- অভিমানী হতে হবে। বাচ্চাদের মধ্যে অনেক দেহ- অভিমান আছে। তোমরা দেহী - অভিমানী হলে বাবার স্মরণে থাকবে আর সার্ভিসে উন্নতি করতে থাকবে। যারা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে চায়, তারা সর্বদা সার্ভিসে লিপ্ত থাকবে। ভাগ্যে না থাকলে আবার উপায়ও থাকবে না। নিজেরাই বলে বাবা আমার ধারণা হয় না। বুদ্ধিতে বসে না, যাদের ধারণা হয় তো খুশীও খুব হয়। বুঝতে পারে শিববাবা এসেছেন, এখন বাবা বলেন- বাচ্চারা, তোমরা ভালো করে বুঝে আবার অপরকে বোঝাও। কেউ তো আবার সার্ভিসেই লেগে থাকে। পুরুষার্থ করতে থাকে। বাচ্চারা এইটাও জানে প্রতিটা মুহূর্ত বয়ে যাচ্ছে, তা ড্রামাতে নির্ধারিত রয়েছে আবার ঐরকমই রিপিট হবে। বাচ্চাদের বোঝানো হয়, বাইরে বক্তৃতা ইত্যাদিতে তো অনেক ধরনের নূতনরা আসে শোনার জন্য। তোমরা মনে করো বেদ শাস্ত্র ইত্যাদির উপর কতো মানুষ সার্ভিস করে, ওদের কি আর জানা থাকে যে ঈশ্বর নিজের আর নিজের রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। রচয়িতাই এসে সমগ্র জ্ঞান শোনান। ত্রিকালদর্শী তৈরী করা, এইটা একমাত্র বাবার কাজ। শাস্ত্রে এ'সব কথা নেই। এ' সব হল নতুন কথা। বাবা বারংবার বোঝান যে কোনো জায়গায়ই প্রথমেই এইটা বোঝাও যে গীতার ভগবান কে - শ্রীকৃষ্ণ না ভগবান শিব? এই কথা প্রজেক্টারে তোমরা বোঝাতে পারবে না। প্রদর্শনীতে চিত্র সামনে থাকে, তার উপর বুঝিয়ে তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো। এখন বলো গীতার ভগবান কে? জ্ঞান সাগর কে? কৃষ্ণকে তো বলা যাবে না। পবিত্রতা, সুখ-শান্তির সাগর, লিবারেটর, গাইড কে? প্রথম দিকে তো লেখা উচিত, ফর্ম ভর্তি করা উচিত তারপর সবার সহি নেওয়া চাই।

(পাখীর আওয়াজ হচ্ছিলো-) দেখো কতো ঝগড়া করে। এই সময়ে সারা দুনিয়াতে লড়াই- ঝগড়াই হতে থাকে। মানুষও নিজেদের মধ্যে লড়তে থাকে। মানুষের মধ্যেই বোঝানোর বুদ্ধি থাকে। ৫ বিকারও মানুষের মধ্যে বলা হয়। জানোয়ারের তো সে'সব নেই। এটা হলো ভিশেস বা পাপের দুনিয়া। ওয়ার্ল্ড মানুষের জন্যই বলা হয়। কলিযুগে হলো আসুরিক সম্প্রদায়, সত্যযুগে হলো দৈবী সম্প্রদায়। এখন তোমরা এই সমস্ত কন্ট্রাস্টের (বৈপরীত্যের) কথা জানো। তোমরা প্রমাণ দিয়ে বলতে পারো। সিঁড়িতেও ভালো মতো ক্লীয়ার দেখানো হয়েছে। নীচে হলো পতিত, উপরে হলো পবিত্র। এতে খুবই ক্লীয়ার। সিঁড়িই হলো প্রধান- আরোহনের কলা আর অবরোহনের কলা। এই সিঁড়ি খুব ভালো, এইটাতে এমন কি দেওয়া যায় যাতে মানুষ একদমই ভালো মতো বুঝে যাবে যে বরাবর এই হলো পতিত দুনিয়া, পবিত্র দুনিয়া স্বর্গ ছিলো। এখানে হলো সবাই পতিত, পবিত্র একজনও থাকতে পারে না। রাত-দিন এই ভাবনা চলা উচিত। 'আল্ম প্রকাশ' বাচ্চা লেখে- বাবা এই রকম চিত্র তৈরী করবো? বাবা বলে, তা বিচার সাগর মন্থন করে চিত্র তৈরী করো, কিন্তু সিঁড়ির চিত্র খুব ভালো তৈরী করা উচিত। এর উপর অনেকটা বোঝানো যায়। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করে আবার প্রথম জন্ম নিয়েছে আবার অবতরণের কলা থেকে

উত্তরণের করাতে যেতে হবে, এতে প্রত্যেকের বিচার চলা উচিত। তা না হলে সার্ভিস কি করে করতে পারবে ? চিত্র দিয়ে বোঝানো খুবই সহজ হয়। সত্যযুগের পরে সিঁড়ি দিয়ে নামতে হয়। এও বাচ্চারা জানে- আমরা হলাম পার্টধারী অ্যাক্টার্স। এইখান থেকে ট্রান্সফার হয়ে সোজা সত্যযুগে যায় না, প্রথমে শান্তিনামে যেতে হবে। হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী থাকে যারা এই ড্রামাতে নিজেকে পার্টধারী মনে করে। দুনিয়াতে এইরকম কেউ বলতে পারে না যে আমরা হলাম পার্টধারী। আমরা লিখেও থাকি যে পার্টধারী অ্যাক্টার্স থাকা সত্ত্বেও ড্রামার ক্রিয়েটর, ডায়রেক্টর, আদি-মধ্য-অন্তকে জানতে পারে না তো তারা হলো ফার্স্ট ক্লাস অবুঝ! এ তো হলো ভগবানুবাচ! শিব ভগবানুবাচ ব্রহ্মা তন দ্বারা। গুণ সাগর হলেন সেই নিরাকার, তাঁর নিজের শরীর নেই। বোঝার জন্য অনেক বড় যুক্তি এসব। বাচ্চারা, তোমাদের খুবই নেশা থাকা উচিত, আমরা কি কারোর গ্লানি করতে পারি ! এ তো রাইট কথা ! বড়-বড় যারাই আছে তাদের সকলের চিত্র তোমরা দিতে পারো। সিঁড়ির চিত্র সকলকেই দেখাতে পারো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত।
আমাদের পিতা ঔঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) ভারতে সুখ - শান্তি স্থাপন করার জন্য বা ভারতকে স্বর্গ করার জন্য নিজেদের মধ্যে সেমিনার করতে হবে, শ্রীমত অনুযায়ী ভারতের এইরকম সেবা করতে হবে।

২) সার্ভিসে উন্নতি করতে বা সার্ভিস করে উচ্চ পদ প্রাপ্ত করার জন্য দেহী- অভিমानी থাকার পরিশ্রম করতে হবে।
গুণানের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে।

বরদান:- নিজের শ্রেষ্ঠ ধারণা সমূহের জন্য ত্যাগের দ্বারা ভাগ্যের অনুভবকারী সত্যিকারের ত্যাগী ভব ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ ধারণা হলো সম্পূর্ণ পবিত্রতা। এই ধারণার কারণেই বলা হয় 'প্রাণ যায় যাক কিন্তু ধর্ম যেন না যায়'। যে কোনো পরিস্থিতিতেই নিজের এই ধারণার জন্য যে কোনো কিছুই যদি ত্যাগ করতে হয়, যদি সহ্য করতে হয়, সম্মুখীন হতে হয় , সাহস রাখতে হয়, তখন খুশীর সাথে করো- এতে ত্যাগকে ত্যাগ মনে না করে ভাগ্যের অনুভব করলে তখন বলা হবে সত্যিকারের ত্যাগী। এইরকম ধারণা সম্পন্ন যারা, তাদেরকেই সত্যিকারের ব্রাহ্মণ বলা যায়।

স্লোগান:- সর্বশক্তি গুলিকে নিজের অর্ডারে রাখতে সক্ষম যারা, তারাই হলো মাস্টার সর্বশক্তিমান।

"নিরন্তর সেবাধারী হওয়ার উপায় (সাধন) চার প্রকারের সেবা"

আজ বিশ্ব-কল্যাণকারী, বিশ্ব-সেবাধারী বাবা নিজের বিশ্ব-সেবাধারী, সহযোগী সমস্ত বাচ্চাদের দেখছিলেন যে প্রত্যেক বাচ্চা নিরন্তর সহযোগী হওয়ার সাথে সাথে কতখানি নিরন্তর সেবাধারী হয়েছে ! কারণ স্মরণ আর সেবা এই দুইয়ের ব্যালেন্স তোমাদেরকে ব্রাহ্মণ জীবনে বাপদাদা আর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ আত্মাদের দ্বারা সদা ব্লেসিং-প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য বানায় । এই সঙ্গমযুগেই ব্রাহ্মণ জীবনে পরমাত্ম-আশীর্বাদ এবং ব্রাহ্মণ পরিবারের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে থাকে । সেইজন্য এই ছোট জীবনে সর্বপ্রাপ্তি আর সদাকালের প্রাপ্তি সহজে তোমাদের প্রাপ্ত হয় । এই সঙ্গমযুগকে বিশেষ ব্লেসিং-যুগ বলতে পারো, এই কারণেই এই যুগকে মহান যুগ বলে । স্বয়ং বাবা প্রতিটা শ্রেষ্ঠ কর্ম, প্রতিটা শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের আধারে প্রত্যেক ব্রাহ্মণ বাচ্চাকে সবসময় হৃদয়ের আশীর্বাদ দিতে থাকেন । এই ব্রাহ্মণ জীবন পরমাত্ম-আশীর্বাদের লালন-পালনের মাধ্যমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার জীবন । ভোলানাথ বাবা হৃদয় খুলে বাচ্চাদেরকে আশীর্বাদের সমস্ত বুলি পূর্ণ করে দিচ্ছেন । কিন্তু এই সকল আশীর্বাদ নেওয়ার আধার স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স । যদি তোমরা নিরন্তর যোগী, তাহলে সেইসঙ্গে তোমরা নিরন্তর সেবাধারীও । সেবার মহত্ব সদা বুদ্ধিতে থাকে ?

কোনো কোনো বাচ্চা মনে করে - যখন তারা সেবার চান্স পায় বা কোনো পথ (সাধন) বা সময় পায় তখনই তারা সেবা করে । যতই হোক, বাপদাদা ঠিক যেভাবে স্মরণ নিরন্তর এবং সহজে অনুভব করান, সেইরকমই সেবাও নিরন্তর আর সহজ হতে পারে । সুতরাং আজ বাপদাদা সেবাধারী বাচ্চাদের সেবার চার্ট দেখছিলেন । যতক্ষণ পর্যন্ত নিরন্তর সেবাধারী না হচ্ছ, ততক্ষণ সদাসর্বদার আশীর্বাদের অনুভাবী হতে পারবে না । উদাহরণস্বরূপ, যখন তোমরা সময় অনুসারে, সেবার চান্স অনুসারে, প্রোগ্রাম অনুযায়ী সেবা করো, সেই সময় সেবার ফলস্বরূপ বাবার, পরিবারের আশীর্বাদের সফলতা প্রাপ্ত তো করো, কিন্তু সদাকালের জন্য নয় । সেইজন্য কখনো আশীর্বাদের কারণে নিজের বা সেবাতে উল্লসিত সহজে অনুভব করো আর কখনো পরিশ্রমের পরে সফলতা অনুভব করো, কারণ নিরন্তর স্মরণ আর সেবার ব্যালেন্স হয় না । নিরন্তর সেবাধারী কীভাবে হতে পারো, আজ বাবা সেই সেবার মহত্ব তোমাদের শোনাচ্ছেন ।

সারাদিন তোমরা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সেবা করতে পারো । এতে এক হলো স্ব-সেবা অর্থাৎ সম্পন্ন আর সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য নিজের প্রতি সদা অ্যাটেনশন রাখা । তোমাদের এই পঠন-পাঠনের যে মুখ্য সাবজেক্ট আছে, তার সবগুলোতে নিজেকে পাস উইথ অনার তৈরি করতে হবে । এর মধ্যে গুণ-স্বরূপ, স্মরণ-স্বরূপ, ধারণা-স্বরূপ হতে হবে, - সবকিছুতে সম্পন্ন হতে হবে । এই স্ব-সেবা যেন সদা বুদ্ধিতে থাকে । এই স্ব-সেবা আপনা থেকেই তোমাদের সম্পন্ন-স্বরূপ দ্বারা সেবা করাতে থাকে, কিন্তু এর বিধি হলো - অ্যাটেনশন আর চেকিং । স্ব-এর চেকিং করতে হবে, অন্যদের নয় । দ্বিতীয় হলো, বিশ্ব সেবা যা বিভিন্ন সাধন দ্বারা, বিভিন্ন বিধিতে, বাণী দ্বারা বা সম্বন্ধ-সম্পর্ক দ্বারা করো, এতো তোমরা সব ভালো করে জানো । তৃতীয় হলো, যন্ত সেবা যা তোমরা তন আর ধন দ্বারা করছ ।

চতুর্থ হলো, মম্মা সেবা । নিজের শুভ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনা, শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, শ্রেষ্ঠ ভাইব্রেশন দ্বারা যে কোনও স্থানে থেকে অনেক আত্মার সেবা করতে পারো । এর বিধি হলো - লাইট হাউস, মাইট হাউস হওয়া । লাইট হাউস একই স্থানে স্থিত হয়ে দূরে-দূরের সেবা করে । একইভাবে, তোমরা সবাই এক স্থান থেকে অনেকের সেবার্থে নিমিত্ত হতে পারো । যদি তোমাদের এতটা শক্তি জমা থাকে, তাহলে সহজে তোমরা সেটা করতে পারো । এর জন্য স্থূল সাধন বা চান্স বা সময় পাওয়ায় কোনও সমস্যা নেই । শুধু লাইট-মাইট দ্বারা তোমাদের সম্পন্ন হওয়া আবশ্যিক । সদা ব্যর্থ ভাবনা থেকে মন, বুদ্ধি মুক্ত হওয়া প্রয়োজন । 'মন্মনাভব'র মন্ত্রের সহজ স্বরূপ হওয়া উচিত । এই চার রকমের সেবা কি নিরন্তর সেবাধারী বানাতে পারে না ? এই চার সেবার মধ্যে থেকে সবসময় যদি কোনো না কোনও সেবা করতে থাকো, তাহলে সহজে নিরন্তর সেবাধারী হয়ে যাবে আর সেবাতে নিরন্তর উপস্থিত হওয়ার কারণে, সদা বিজি থাকার কারণে তোমরা সহজে মায়াজিত হয়ে যাবে । চার রকমের সেবার মধ্যে যে সময় যে সেবা করতে পারবে সেটাই করো, কিন্তু সেবা থেকে এক সেকেন্ডও বঞ্চিত থেকো না । ২৪ ঘন্টার সেবাধারী হতে হবে । ৮ঘন্টার যোগী বা সেবাধারী নয়, বরং নিরন্তর সেবাধারী । সহজ, তাই না ? আর যদি কিছুই না থাকে তখন স্ব-এর সেবা তো ভালো । যে সময়ে যে চান্স পাওয়া যাবে, সেই সেবা করতে

পারো।

শরীরের কারণে বা সময় না পাওয়ার কারণে অনেক বাচ্চা মনে করে যে তারা সেবা করতে অপারগ। কিন্তু চার রকম সেবার মধ্যে থেকে যদি কোনও সেবাতে বিধিপূর্বক বিজি থাকে, তবে সেবার সাবজেক্টসে মার্কস জমা হতে থাকে আর এই নম্বর (অঙ্ক) তোমাদের ফাইনাল রেজাল্টে যোগ হয়ে যাবে। বাণী দ্বারা যারা সেবা করে তাদের মার্কস যেমন জমা হয়, সেইরকমই যন্ত্র সেবা বা স্ব-সেবা বা মন্সা সেবা - এই সবেরও ততটাই মহত্ব এবং এই সব সেবা থেকে ততটাই নম্বর জমা হবে। সব ধরনের সেবার নম্বর একই রকম। কিন্তু যে চার রকমের সেবাই করে তার চার রকম থেকেই নম্বর জমা হয়; যে এক বা দুই প্রকারের সেবা করে তার নম্বর সেই অনুযায়ী জমা হয়। তবুও, যদি চার প্রকারের না করতে পারো, দুই প্রকারের করতে পারো তখনও তোমরা নিরন্তর সেবাধারী। সুতরাং নিরন্তর হওয়ার কারণে নম্বর বেড়ে যায়। সেইজন্য ব্রাহ্মণ জীবন অর্থাৎ নিরন্তর সেবাধারী সহজ যোগী।

ঠিক যেমন, নিরন্তর স্মরণ থাকার প্রতি যে তোমরা অ্যাটেনশন রাখো যেন সदा স্মরণের লিংক জুড়ে থাকে, সেইরকমই সেবাতেও যেন সदा লিংক জুড়ে থাকে। স্মরণে যেমন তোমরা বিভিন্ন স্থিতির অনুভব করো- কখনো বীজরূপের, কখনো ফরিস্তা রূপের, কখনো মননের, কখনো মনখোলা ও অন্তরঙ্গ আলাপচারিতার, কিন্তু স্থিতি ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও স্মরণের সাবজেক্টে নিরন্তর স্মরণ হিসেবে গণ্য করো। সেইরকম ভিন্ন ভিন্ন সেবার এই রূপ হোক, যাই হোক, সেবা ব্যতীত জীবন হয় না। প্রতিটা শ্বাসে স্মরণ আর প্রতিটা শ্বাসে সেবা হোক - একেই বলে, ব্যালেন্স। তখনই সবসময় ব্লেসিং প্রাপ্ত হওয়ার অনুভব সदा করতে থাকবে আর হৃদয় থেকে সदा নিজে থেকেই এই আওয়াজ বেরোবে - আশীর্বাদে তোমরা লালিত হচ্ছে, আশীর্বাদে উড়তি কলার অনুভবে উড়ছ। তোমরা পরিশ্রম থেকে, যুদ্ধ থেকে নিস্তার পেয়ে যাবে।

'কি', 'কেন', 'কীভাবে' - এই সব প্রশ্ন থেকে মুক্ত হয়ে সदा প্রসন্ন থাকবে। সফলতা সदा জন্ম-সিদ্ধ অধিকারের রূপে অনুভব করতে থাকবে। জানি না কী হবে! সফলতা হবে কি হবে না, জানি না আমি সামনে এগিয়ে যেতে পারব কি পারব না - এই জানি না'র সঙ্কল্প পরিবর্তন হলে তবেই মাস্টার ত্রিকালদর্শী স্থিতির অনুভব করবে। 'জয় তো সুনিশ্চিত হয়েই আছে' - এই নিশ্চয় আর নেশা সदा অনুভব হবে। এটাই ব্লেসিংয়ের লক্ষণ। বুঝেছ?

ব্রাহ্মণ জীবনে, মহান যুগে বাপদাদার অধিকারী হয়ে তবুও যদি পরিশ্রম করতে হয়, সदा যুদ্ধের স্থিতিতেই জীবন অতিবাহিত করতে হয় বাপদাদা বাচ্চাদের পরিশ্রমের সেই জীবন সহন করতে পারেন না। সেইজন্য নিরন্তর যোগী, নিরন্তর সেবাধারী হও। বুঝেছ? আচ্ছা।

পুরানো বাচ্চাদের আশা পূরণ হয়েছে, তাই না! যারা জলের যোগান দেওয়ার সেবা করেছে সেই সেবাধারী বাচ্চাদের সাবাশ! অনেক বাচ্চার আশা পূরণ করতে দিন-রাত তাদের সহযোগ প্রদান করেছে। নিদ্রাজিত যেমন হয়েছে, তেমনই তোমরা প্রকৃতিজিতও হয়েছে। সুতরাং মধুবনের সেবাধারীদের, হয় তারা প্ল্যান তৈরি করেছে বা জল এনেছে অথবা তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্যদের রিসিভ করেছে বা থাকবার আরামপ্রদ জায়গার বন্দোবস্ত করেছে, সময়মতো ভোজন প্রস্তুত করেছে - ভিন্ন ভিন্ন সেবায় যারাই নিমিত্ত ছিল, তাদের সবাইকে থ্যাংকস দাও। বাপদাদা তো দিয়েই চলেছেন। দুনিয়া জলের জন্য চিংকার করেছে আর বাবার বাচ্চারা কত সহজে তাদের কার্য চালিয়ে যাচ্ছে! বাপদাদা সব সেবাধারী বাচ্চাদের সেবা দেখতে থাকেন। মধুবন নিবাসী নিমিত্ত হয়ে কতো সহজে তোমাদের চান্স পাইয়ে দিচ্ছে। তোমরাও সহযোগী হয়েছে, তাই না? যেমন তারা সহযোগী হয়েছে আর তার ফল তোমাদের লাভ হচ্ছে, ঠিক সেভাবেই তোমরা সবাই যদি সব কার্যে সময় অনুসারে চলতে থাকো, তাহলে তোমাদের সহযোগের ফল অন্য ব্রাহ্মণরাও লাভ করতে থাকবে।

বাপদাদা স্মিতহাসি হাসছিলেন - সত্যযুগে দুধের নদী বয়ে যাবে কিন্তু সঙ্গমে জল তো ঘি হয়ে গেছে, তাই না! ঘিয়ের নদী নলের মধ্যে দিয়ে আসছে। জল ঘি সমান হয়ে গেছে আর তাই তা' অমূল্য হয়ে গেছে, তাই না! এই বিধিতে অনেককে চান্স দিতে থাকবে। তবুও দেখ, দুনিয়াতে এবং তোমরা সব ব্রাহ্মণের মধ্যে প্রভেদ আছে, তাই না! অন্যান্য জায়গায় যারা আছে তাদের থেকে তোমরা তবুও অনেক আরামে আছ আর অভ্যাসও হচ্ছে, অতএব, সমস্ত রহস্যের গুরুত্ব বুঝে সব পরিস্থিতিতে রাজী-খুশি হওয়ার অভ্যাস বাড়িয়ে চলো।

সকল নিরন্তর যোগী, নিরন্তর সেবাধারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, সदा ত্রিকালদর্শী হয়ে যারা সফলতার অধিকার অনুভব করে,

সদা প্রসন্নচিত্ত, সন্তুষ্ট, শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, প্রতি সেকেন্ড রেসিংয়ের অনুভবকারী বাচ্চাদের বিধাতা বরদাতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

দাদীজীর সাথে :- তুমি সঞ্চল্ল করেছিলে আর সবাই শ্রেষ্ঠ সঞ্চল্লের ফল লাভ করেছে। আশীর্বাদের কতো কতো মালা পরেছ তুমি ! যে নিমিত্ত হয়, বাবার সাথে সাথে তারও গুণ তো গাওয়া হয়, তাই না ! সেইজন্যই তো বাবার সাথে বাচ্চাদেরও পূজা হয়, শুধু মাত্র একা বাবারই পূজা হয় না ! সবার কতো খুশির প্রাপ্তি হচ্ছে ! আশীর্বাদের এই মালা ভক্তিতে তোমাদের মালার অধিকারী বানায়।

পাটিদের সাথে অব্যক্ত বাপদাদার সাফাৎকারঃ:-

১) আজ তোমরা শ্রেষ্ঠ আত্মারা সকলের তৃষ্ণা নিবারণ করেছ, তাই না ? সেটা হলো স্থূল জল আর তোমাদের কাছে আছে - 'জ্ঞান অমৃত'। জল অল্পকালের তৃষ্ণা নিবারণ করে তোমাদের তৃপ্ত আত্মা বানায়। সুতরাং, সকল আত্মাকে অমৃত দ্বারা তৃপ্ত করার নিমিত্ত হয়েছে, তাই তো ! সদা এই উৎসাহ তোমাদের থাকে ? কারণ কারও তৃষ্ণা মেটানো এক মহান পুণ্য। তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণকারীকে পুণ্য আত্মা বলা হয়। তোমরাও মহান পুণ্য আত্মা হয়ে সবার তৃষ্ণা নিবারণ করো। তৃষ্ণায় মানুষ যেমন ছটফট করে, জল না পেলে তো ছটফট করবেই, তাই না ! সেইরকমই জ্ঞান-অমৃত না পেয়ে মানুষ দুঃখে অশান্তিতে কাতর হয়ে পড়ছে ! সেইজন্য তো তাদের জ্ঞান-অমৃত দিয়ে তৃষ্ণা নিবারণকারী তোমরা সব পুণ্য আত্মা। সুতরাং, অনেক জন্মের জন্য পুণ্যের খাতা জমা করছ তো ? এক জন্মেই অনেক জন্মের হিসেব জমা হয়ে যায়। তাহলে তোমরা এতটা জমা করে নিয়েছ, তাই না ? এত সম্পদশালী হয়ে গেছ যা তোমরা অন্যদেরও ভাগ দিতে পারো ! নিজের জন্যও জমা করেছ আর অন্যকে দিয়েও দাতা হয়েছ। সুতরাং, সদা এটা চেক করো, সারা দিন যাবৎ আমি কি পুণ্যাত্মা হয়ে ছিলাম, পুণ্য কর্ম করেছি নাকি শুধু নিজের জন্যই ভোজন-পান আর আনন্দে মেতেছি ! যারা জমা করে তাদের সম্বাদার (বিচক্ষণ) বলে, যারা উপায় করে আর খেয়ে ফেলে (খরচ করে) তাদের সম্বাদার বলা যায় না। যেমন, ভোজনের জন্য তোমরা সময় বের করো কারণ সেটা আবশ্যিক, সেইরকম এই পুণ্যের কাজ করাও আবশ্যিক। অতএব, সদাই পুণ্য আত্মা হও, শুধুমাত্র কখনো-কখনো'র নয়। সে'রকম নয় যে চান্স পেলে করবে, না ! তোমাকে চান্স নিতে হবে। তোমার সময় নেই, এ'রকমও নয়, সময় বের করে নিতে হবে, তবেই জমা করতে পারবে। এই সময় ভাগ্যের রেখা যতটা টানতে চাও, ততটা টানতে পারো, কারণ বাবা ভাগ্য-বিধাতা এবং বরদাতা। শ্রেষ্ঠ নলেজের কলম বাবা তাঁর বাচ্চাদের দিয়েছেন। এই কলম দিয়ে তোমরা যত লম্বা রেখা টানতে চাও, টানতে পারো। আচ্ছা।

২) তোমরা সবাই রাজাধি, তাই না ? রাজ অর্থাৎ অধিকারী আর ঋষি অর্থাৎ তপস্বী। তপস্যার বল সহজে পরিবর্তন করানোর আধার। পরমাত্ম-নিষ্ঠা দ্বারা নিজেকে এবং বিশ্বকে সদাসর্বদার জন্য নির্বিল্ল বানাতে পারে। নির্বিল্ল হওয়া আর নির্বিল্ল বানানো - এই সেবাই তো করো, তাই না ! অনেক প্রকার বিল্ল থেকে সব আত্মাদের মুক্ত করো তোমরা। সুতরাং, বাবার থেকে জীবনমুক্ত'র বরদান নিয়ে অন্যদের প্রাপ্ত করাও, তাই না ! নির্বন্ধন অর্থাৎ জীবনমুক্ত।

৩) সাহসী বাচ্চা, বাবা সহায়। বাচ্চাদের মনোবলের ক্ষেত্রে বাবার সহায়তা পদমগুণ প্রাপ্ত হয়। বোঝা তো বাবার উপরে, অতএব, ট্রাস্টি হয়ে সদা বাবার স্মরণে অগ্রচালিত হতে থাকো। বাবার স্মরণই সুরক্ষিত ছত্রছায়া। বিগত হিসেব শূলসম, কিন্তু বাবার সহায়তায় তা' কাঁটাসম হয়ে যায়। পরিস্থিতি অবশ্যই আসবে, কারণ সবকিছু এখানেই চুকিয়ে দিতে হবে। যেমনই হোক, বাবার সহায়তা সবকিছু কাঁটা বানিয়ে দেয়, বড় বিষয়কে ছোট বানিয়ে দেয়, কারণ বড়ো বাবা সাথে আছেন। সদা নিশ্চয়ের সাথে সামনে এগিয়ে চলো। প্রতিটা কদমে ট্রাস্টি হও, ট্রাস্টি অর্থাৎ সবকিছু 'তোমার', আমিত্বের অবসান। গৃহস্থ অর্থাৎ 'আমার'। যখন 'তোমার' বলবে, তখন বড় ব্যাপার ছোট হয়ে যাবে আর যখন 'আমার' হবে তখন ছোট ব্যাপার বড় হয়ে যাবে। 'তোমার' এই ভাব হালকা বানায় আর 'আমার' ভাব তোমাদের ভারী বানায়। সুতরাং, যখনই ভারী অনুভব করবে তখন চেক করো - কোথাও আমিত্বভাব নেই তো ! 'আমার' পরিবর্তন করে যদি 'তোমার' করে দাও তাহলে সেই মুহূর্তে হালকা হয়ে যাবে, সমস্ত বোঝা এক সেকেন্ডে সমাপ্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা।

বরদানঃ:- সন্তুষ্টতার বিশেষত্ব অথবা শ্রেষ্ঠত্বের দ্বারা সকলের ইষ্ট হয়ে বরদানী-মূর্তি ভব
যে সদা নিজের প্রতি ও সবার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে শুধুমাত্র সে অনেক আত্মার ইষ্ট এবং অষ্ট দেবতার মধ্যে হতে পারে। সবচাইতে বড় গুণই বলো বা দান বলো, কিংবা বিশেষত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব বলো, তা' সন্তুষ্টতাই। সন্তুষ্ট আত্মাই প্রভুপ্রিয়, লোকপ্রিয় এবং স্বয়ং প্রিয় হয়। এইরকম সন্তুষ্ট আত্মাই বরদানী রূপে প্রসিদ্ধ হবে।

এখন অন্তের সময়ে মহাদানী রূপ থেকেও অধিক সেবা হবে বরদানী রূপ দ্বারা ।

স্লোগান:- বিজয়ী রত্ন সে, যার ললাটে সদা বিজয়ের তিলক ঝলমল করবে ।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার, অন্তরীষ্টীয় যোগ দিবস । সব ভাই-বোনেরা সন্ধ্যা ৬ : ৩০ থেকে ৭ :৩০ পর্যন্ত বিশেষ যোগ অভ্যাস দ্বারা নিজের পূর্বজ স্বরূপকে ইমার্জ করে সম্পূর্ণ বৃক্ষকে সর্ব শক্তি দ্বারা সকাশ দেওয়ার সেবা করুন !

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এ হলো আরোহণ কলার (চড়তীকলা) সময়, ভারত দরিদ্র থেকে ধনশালী হয়ে যায়, তোমরা বাবার থেকে সত্যযুগীয় রাজত্বের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করে নাও"

*প্রশ্ন:- বাবার কোন্ উপাধি শ্রীকৃষ্ণকে দেওয়া যেতে পারে না ?

*উত্তর:- বাবা হলেন দীনদয়াল। শ্রীকৃষ্ণকে এ'রকম বলবে না। তিনি তো অতি ধনবান, তাঁর রাজ্যে সকলেই ঐশ্বর্যশালী। বাবা যখন আসেন তখন সর্বাপেক্ষা দরিদ্র থাকে ভারত। ভারতকেই ঐশ্বর্যশালী করেন। তোমরা বলো -- আমাদের ভারত স্বর্গ ছিল, এখন নেই, পুনরায় হয়ে যাবে। দীনদয়াল বাবা-ই ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন।

*গীত:- অবশেষে সেই দিন এসেছে আজ.....

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা-রূপী বাচ্চারা এই গান শুনেছে। যেমন আত্মা গুপ্ত আর শরীর প্রত্যক্ষ। আত্মাকে এই নয়ন দ্বারা দেখতে পাওয়া যায় না, গুপ্ত থাকে। আছে তো অবশ্যই কিন্তু এই শরীরের আবরণে তাই বলা হয় আত্মা গুপ্ত। আত্মা স্বয়ং বলে যে -- আমি নিরাকার, এখানে সাকারে এসে গুপ্ত হয়েছি। আত্মাদের নিরাকারী দুনিয়া আছে। সেখানে গুপ্ত হওয়ার কোনো কথা নেই। পরমপিতা পরমাত্মাও ওখানেই থাকেন। ওঁনাকে বলা হয় সুপ্রীম। উচ্চ থেকেও উচ্চ হলো আত্মা, আর সর্বাপেক্ষা উর্ধ্ব থাকেন পরম আত্মা। বাবা বলেন যেমন তোমরা গুপ্ত, আমাকেও গুপ্তভাবে আসতে হয়। আমি গর্ভজেলে আসি না। একমাত্র শিব হিসেবেই আমার নামের প্রচলন রয়েছে। আমি এই শরীরে আসি তথাপি আমার নাম পরিবর্তন হয় না। এঁনার আত্মার যে শরীর রয়েছে তার নাম বদল হয়ে যায়। আমাকে তো শিবই বলা হয় -- সকল আত্মাদের পিতা। তোমরা আত্মারা হলে এই শরীরে গুপ্ত, এই শরীরের দ্বারা কর্ম করো। আমিও গুপ্ত। তাহলে বাচ্চারা এখন এই জ্ঞান পাচ্ছে যে, আত্মা এই শরীর দ্বারা আবৃত। আত্মা অপ্রত্যক্ষ(গুপ্ত), শরীর প্রত্যক্ষ। আমিও অশরীরী। বাবা গুপ্ত, তিনি এই শরীরের মাধ্যমে শোনান। তোমরাও গুপ্ত, শরীরের দ্বারা শোনো। তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন -- ভারতকে পুনরায় দরিদ্রতা থেকে ঐশ্বর্যশালী করতে। তোমরা বলবে -- আমাদের ভারত। প্রত্যেকেই নিজের রাজ্যের উদ্দেশ্যে বলবে যে -- আমাদের গুজরাট, আমাদের রাজস্থান। আমাদের-আমাদের বলতে থাকলে তার মধ্যে মোহ থাকে। আমাদের ভারত দরিদ্র। এ তো সকলেই মানে, কিন্তু তারা জানে না যে আমাদের ভারত কবে ঐশ্বর্যশালী ছিল, কিরকম ছিল। বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত নেশা রয়েছে। আমাদের ভারত তো অতি ধনশালী ছিল, দুঃখের কোনো কথাই ছিল না। সত্যযুগে দ্বিতীয় আর কোনো ধর্ম থাকে না। একমাত্র দেবী-দেবতা ধর্মই ছিল, একথা কেউ জানে না। ওয়ার্ডের এই যে হিন্দী-জিওগ্রাফী রয়েছে, তা কেউ জানে না। এখন তোমরা ভালভাবে জানো যে, আমাদের ভারত অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিল। এখন অত্যন্ত দরিদ্র। এখন পুনরায় বাবা এসেছেন ধনসমৃদ্ধ করতে। যখন দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল তখন ভারত অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিল, পরে সেই রাজ্য কোথায় গেল। তা কেউ জানে না। ঋষি,মুনি ইত্যাদিরাও রচয়িতা এবং রচনাকে জানে না। বাবা বলেন -- সত্যযুগেও দেবী-দেবতাদের রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান ছিল না। যদি ওঁনাদেরও জ্ঞান থাকে যে আমরা সিঁড়িতে নামতে-নামতে কলিযুগে চলে যাবো তাহলে রাজত্বের সুখও থাকবে না, চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়বে। এখন তোমাদের চিন্তা রয়েছে যে, আমরা সতোপ্রধান ছিলাম, পুনরায় সতোপ্রধান কিভাবে হবো! আমরা আত্মারা, যারা নিরাকারী দুনিয়ায় ছিলাম, সেখান থেকে আবার সুখধামে কিভাবে এসেছি সেই জ্ঞানও রয়েছে। এখন আমরা আরোহণ কলায় রয়েছি। এ হলো ৮৪ জন্মের সিঁড়ি । ড্রামানুসারে প্রত্যেক অ্যাক্টর নশ্বরের অনুক্রমে নিজ-নিজ সময়ানুসারে এসে (নিজেদের) ভূমিকা পালন করে। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো যে দীনদয়াল কাকে বলা হয়, এই দুনিয়া জানে না। গানেও শুনেছো যে -- অবশেষে সেই দিন এসেছে আজ, যেইদিনের জন্য প্রতীক্ষা করতাম..... সকল ভক্তরা। ভগবান কবে এসে আমাদের ভক্তদের এই ভক্তিমার্গ থেকে মুক্ত করে সন্নতিতে নিয়ে যাবেন -- তা এখন বুঝেছি। বাবা পুনরায় এই শরীরে এসে গেছেন। শিব-জয়ন্তী যখন পালিত হয় তখন অবশ্যই আসেন। এমনও তো বলবেন না যে -- আমি কৃষ্ণের শরীরে আসি। না। বাবা বলেন, কৃষ্ণের আত্মা ৮৪ জন্ম নিয়েছেন। এ হলো ওঁনার অনেক জন্মের অন্তের অন্তিম জন্ম। যিনি প্রথম স্থানাধিকারী ছিলেন তিনিই এখন অন্তিমে হয়েছেন তত্বতম। আমি তো আসি সাধারণ শরীরে। তোমাদের এসে বলি -- তোমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম ভোগ করেছো। সর্দাররাও (শিখ) মনে করে, এক ওঁঙ্কার হলেন পরমপিতা পরমাত্মা বাবা। তিনি বরাবরই মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত করেন। তাহলে কেন না আমরাও দেবতা হয়ে যাই। যারা দেবতা হয়েছিল তারা দুটোভাবে আঁকড়ে থাকবে। একজনও তো নিজেদের দেবী-দেবতা ধর্মের বলে মনে করে না। অন্যান্য ধর্মের

ইতিহাস অতি ক্ষুদ্র। কারোর ৫০০ বছরের, কারোর ১২৫০ বছরের। তোমাদের ইতিহাস হলো ৫ হাজার বছরের। দেবতা ধর্মাবলম্বীরাই স্বর্গে আসবে। অন্যান্য ধর্ম তো আসে পরে। দেবতা ধর্মাবলম্বীরাও এখন ডামানুসারে অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেছে। পরেও এভাবেই কনভার্ট হবে। পুনরায় নিজের নিজের ধর্মে ফিরে আসবে। বাবা বোঝান -- বাচ্চারা, তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে। তোমরাও বোঝ যে, বাবা স্বর্গের স্থাপনা করেন তাহলে আমরা কেন স্বর্গে থাকবো না ! বাবার থেকে আমরা অবশ্যই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবো -- তাহলে এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে এরা আমাদের ধর্মের। যারা হবে না তারা আসবেও না। তারা বলবে -- পরধর্মে কেন যাবো ? বাচ্চারা, তোমরা জানো সত্যযুগ নতুন দুনিয়ায় দেবতাদের অনেক সুখ ছিল, সোনার মহল ছিল। সোমনাথ মন্দিরে কত সোনা ছিল। এই রকম অন্য আর কোনো ধর্ম হয়ই না। সোমনাথ মন্দিরের মতন এত মূল্যবান মন্দির আর হবে না। অনেক হীরে-জহরৎ ছিল। বুদ্ধাদিদের কোনো হীরে-জহরতের মহল থাকবে কী ! না তা থাকবে না। বাচ্চারা, তোমাদের যে বাবা এত উচ্চ বানিয়েছেন, তোমরা তাঁকে কত সম্মান করেছো! সম্মান করা তো উচিত, তাই না! মনে করে যে, ভাল কাজ করে গেছে। এখন তোমরা জেনেছো যে, সর্বাপেক্ষা ভালো কর্ম তো পতিত-পাবন বাবাই করে যান। তোমাদের আত্মা বলে -- সর্বোত্তম সেবা অসীম জগতের বাবা-ই এসে করেন। আমাদের কাঙ্গাল থেকে রাজা, বেগার টু প্রিন্স করে দেন। যিনি ভারতকে স্বর্গে পরিনত করেন, ওঁনার সম্মান এখন কেউ রাখে না। তোমরা জানো, সর্বোচ্চ মন্দিরের গায়ন রয়েছে যা লুণ্ঠিত হয়েছে।

লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরকে কখনও কেউ লুণ্ঠন করেনি। সোমনাথের মন্দিরকে লুণ্ঠন করেছে। ভক্তিমার্গেও অতি ধনবান হয়। রাজাদের মধ্যেও নম্রের অনুক্রম তো থাকে, তাই না! যারা উচ্চ পদাধিকারী হয়, নিম্ন পদাধিকারীরা তাদের সম্মান করে। সভায়ও নম্রের ক্রমানুসারে বসে। বাবা তো অনুভবী, তাই না! এখানকার সভা হলো অপবিত্র রাজাদের। পবিত্র রাজাদের সভা কেমন হবে। তাদের কাছে যখন এত ধন-সম্পদ রয়েছে তখন তাদের ঘর-বাড়ীও ততটাই ভালো হবে। এখন তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন, স্বর্গের স্থাপনা করছেন। আমরা স্বর্গের মহারাজা-মহারানী হয়ে যাই, পুনরায় নামতে-নামতে ভক্ত হয়ে যাই, তখন আমরাই সর্বপ্রথমে শিববাবার পূজারী হবো। যিনি বিশ্বের মালিক করেছেন তাঁরই পূজা করবো। তিনি আমাদের অত্যন্ত ধনবান করে দেন। এখন ভারত কত দরিদ্র। যে জমি ৫০০ টাকায় নিয়েছিলে তা এখন পাঁচ হাজারেরও অধিক হয়ে গেছে। এসব হলো আর্টিফিসিয়াল দাম। ওখানে তো জমির মূল্য থাকে না, যার যতখানি চাই ততখানি নিয়ে নেবে। প্রচুরসংখ্যক জমি পড়ে থাকবে। মিষ্টি (জলের) নদীর ধারে তোমাদের মহল থাকবে। অতি অল্পসংখ্যক মানুষ থাকবে। প্রকৃতি হবে দাসী। ফল-ফুলও অতি উত্তম গুণমানের পাওয়া যাবে। এখন কত পরিশ্রম করতে হয় তবুও অল্প(খাদ্য) পায় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অনেক মানুষ মারা যায়। তাই গান শুনলে তোমাদের রোমাঞ্চিত হওয়া উচিত। বাবাকে দীনদয়াল বলা হয়। দীনদয়ালের অর্থ তো বোঝ, তাই না! কাউকে ঐশ্বর্যশালী করে ? অবশ্যই যেখানে আসবে তাদেরকেই ধনবান করে দেবে। বাচ্চারা তোমরা জানো -- তোমাদের পবিত্র থেকে অপবিত্র হতে ৫ হাজার বছর লাগে। পুনরায় এখন বাবা অতি শীঘ্র অপবিত্র থেকে পবিত্র করে দেন। উচ্চ থেকেও উচ্চ করে দেন। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়ে যায়। তারা বলে -- বাবা, আমরা তোমার। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা হলে বিশ্বের মালিক। পুত্রসন্তানের জন্ম হয় আর উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। কত খুশী হয়। আর কন্যাসন্তান দেখে চেহারা উদাস হয়ে যায়। এখানে তো সব আত্মারাই সন্তান। এখন জেনেছো যে, আমরা ৫ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গের মালিক ছিলাম। বাবা এমনভাবে তৈরী করেছিলেন। শিব-জয়ন্তী পালন করে কিন্তু জানে না যে তিনি কবে এসেছিলেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, সেটাও কেউ জানে না। জন্মদিন পালনের জন্য (শিব) লিঙ্গের বড়-বড় মন্দির তৈরী করে। কিন্তু তিনি কিভাবে এসেছেন, এসে কি করেছেন, কিছুই জানে না, একেই বলা হয় ব্লাইন্ড ফেইথ বা অন্ধশ্রদ্ধা। তারা এটা জানেই না যে আমাদের ধর্ম কী, তা কবে স্থাপিত হয়েছে ? অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা জানে যে বুদ্ধ কবে এসেছিলেন, তিথি-তারিখও রয়েছে। শিববাবার, লক্ষ্মী-নারায়ণের কোনো তিথি-তারিখ নেই। ৫ হাজার বছরের কথাকে লক্ষ-লক্ষ বছর লিখে রেখেছে। লক্ষ-লক্ষ বছরের কথা কি কারও স্মরণে আসতে পারে ? ভারতে দেবী-দেবতা ধর্ম কবে ছিল, তা বোঝে না। লক্ষ-লক্ষ বছরের হিসাবে তো ভারতের জনসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। ভারতের জমিও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হওয়া উচিত। লক্ষ-লক্ষ বছরে কত মানুষের জন্ম হয়, অগণিত মানুষ হয়ে যায়। এত তো নেই, আরও কম হয়ে গেছে, এ'সমস্ত কথা বাবা বসে থেকে বোঝান। মানুষ যখন এ'কথা শোনে তখন বলে যে -- এমন কথা তো কখনো শুনিনি, না শাস্ত্রে পড়েছি। এ তো অতি বিস্ময়কর কথা। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে সমগ্র চক্রের জ্ঞান রয়েছে। এখন ইনি হলেন অনেক জন্মের অন্তেরও অন্তের অপবিত্র আত্মা, যিনি সতোপ্রধান ছিলেন তিনিই এখন তমোপ্রধান পুনরায় সতোপ্রধান হতে হবে। আত্মা-রূপী তোমরা এখন শিক্ষালাভ করছো। আত্মা কানের মাধ্যমে শোনে তাই শরীর দুলতে থাকে কারণ আত্মা শোনে, তাই না! অবশ্যই আমরা আত্মারা ৮৪ জন্ম নিই। ৮৪ জন্মে ৮৪ জন মাতা-পিতাকে অবশ্যই পেয়েছি। এও তো হিসেব, তাই না! বুদ্ধিতে আসে যে আমরা ৮৪ জন্ম নিই, আবার স্বল্পমেয়াদী জন্মগ্রহণকারীও থাকবে। এমন-এমনিই কি সকলে ৮৪ জন্ম নেবে

নাকি! না তা নেবে না। বাবা বসে-বসে বোঝান যে, শাস্ত্রে কি-কি সব কথা লিখে দিয়েছে। তোমাদের জন্য তো তবুও ৮৪ জন্ম বলা হয়, আমার উদ্দেশ্যে তো অগণিত, হিসাব বহির্ভূত জন্ম বলে দেয়। কণায়-কণায়, পাথর-মাটিতে ফেলে দিয়েছে। ব্যস, যেদিকেই দেখি শুধু তুমিই-তুমি। কৃষ্ণই-কৃষ্ণ রয়েছে -- মথুরা, বৃন্দাবনে এমনই বলতে থাকে। কৃষ্ণই সর্বব্যাপী। রাধাপন্থীরা আবার বলবে -- রাধাই-রাধা। তুমিও রাধা, আমিও রাধা। তাহলে অবশ্যই একমাত্র বাবা-ই হলেন দীনদয়াল। এই ভারত যা সর্বাপেক্ষা ঐশ্বর্যশালী ছিল, এখন সর্বাপেক্ষা দরিদ্র হয়ে গেছে সেইজন্য আমায় ভারতেই আসতে হয়। এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত ড্রামা, এতে সামান্যতমও পার্থক্যও হতে পারে না। ড্রামা যা শুট করা হয়ে গেছে তা হুবহু পুনরাবৃত্ত হয়, এতে পাই-এর অর্থাৎ অতি সামান্যতম পার্থক্যও হতে পারে না। ড্রামাকেও জানা চাই। ড্রামা মানে ড্রামা। ওটা হলো পার্থিব জগতের নাটক, এটা হলো অসীম জগতের নাটক। এই অসীম জগতের ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে কেউ জানে না। তাই দীনদয়াল নিরাকার ভগবানকেই মানবে, কৃষ্ণকে তো মানবে না। কৃষ্ণ তো হয় ঐশ্বর্যশালী, সত্যযুগের যুবরাজ। ঈশ্বরের তো নিজস্ব শরীর নেই। বাচ্চারা, উনি এসে তোমাদের ঐশ্বর্যশালী করে দেন, তোমাদের রাজযোগের শিক্ষা দেন। অধ্যয়নের মাধ্যমে ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়ে আবার উপার্জনও করে। বাবাও তোমাদেরকে এখনই পড়ান। তোমরা ভবিষ্যতে নর থেকে নারায়ণ হয়ে যাও। তোমাদের জন্ম তো হবে, তাই না! এমন তো নয় যে স্বর্গ সমুদ্রের থেকে বেরিয়ে আসবে। কৃষ্ণও তো জন্ম নিয়েছে, তাই না! কংসপুত্রী ইত্যাদি তো সেইসময় ছিল না। কৃষ্ণের নাম কত গাওয়া হয়। ওঁনার বাবার তেমন কোনো প্রশস্ত শোনা যায় না। ওঁনার বাবা কোথায়? কৃষ্ণ তো অবশ্যই কারোর সন্তান, তাই না! কৃষ্ণ যখন জন্ম নেয় তখন যৎসামান্য (এই দুনিয়ায়) পতিতও থাকে। যখন তা সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়ে যায় তখন সে রাজসিংহাসনে বসে। নিজের রাজস্ব গ্রহণ করে আর তখন থেকেই ওঁনার অব্দ বা যুগের সূচনা হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণের থেকেই যুগের সূচনা হয়। তোমরা সম্পূর্ণ হিসেব লেখো। এঁাদের রাজ্য এত সময়, আবার এঁাদের রাজস্ব এতসময়, তবেই মানুষ বুঝতে পারবে যে -- কল্পের আয়ু বড় হতে পারে না। সম্পূর্ণ হিসাব ৫ হাজার বছরের। বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে তো আসে, তাই না! কাল আমরা স্বর্গের মালিক ছিলাম। বাবা আমাদের এরকম করেছিলেন, তবেই তো আমরা শিব-জয়ন্তী পালন করছি। তোমরা সবকিছু জানো। থাইস্ট, গুরুনানকাদিরা কবে আসবেন, এই জ্ঞান তোমাদের রয়েছে। ওয়ার্ডের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী হুবহু পুনরাবৃত্তি হয়। এই পড়া কত সহজ। তোমরা স্বর্গকে জানো, বরাবর ভারত স্বর্গ ছিল। ভারত হলো অবিনাশী খন্ড। ভারতের মতন মহিমা আর কারোর হতে পারে না। সকলকে পতিত থেকে পবিত্র করেন একমাত্র বাবা-ই। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞানকে বুদ্ধিতে রেখে সমস্ত চিন্তা পরিত্যাগ করতে হবে। একমাত্র সতোপ্রধান হওয়ার চিন্তা রাখতে হবে।

২) দীনদয়াল বাবা ভারতকে দরিদ্র থেকে ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধে পরিনত করতে আসেন, সম্পূর্ণরূপে ওঁনার সাহায্যকারী হয়ে উঠতে হবে। নিজের নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করে সদা খুশীতে থাকতে হবে।

বরদানঃ:- একসঙ্গে তিনটি রূপের মাধ্যমে সেবাদানকারী মাস্টার ত্রিমূর্তি ভব যেমন বাবা সদা তিন স্বরূপের মাধ্যমে সেবায় উপস্থিত থাকেন -- বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গুরু, তেমনই তোমরা বাচ্চারাও প্রতিমূহুর্তে মন, বাণী এবং কর্ম -- এই তিন রূপের দ্বারা একই সাথে সেবা করো, তবেই বলা হবে মাস্টার ত্রিমূর্তি। ত্রিমূর্তি হয়ে যে প্রতি সেকেন্ডে তিনটি রূপের মাধ্যমে সেবায় উপস্থিত থাকে সে-ই বিশ্ব কল্যাণ করতে পারবে। কারণ এত বড় বিশ্বের কল্যাণসাধনের জন্য যখন একইসময়ে তিনটি রূপের মাধ্যমে সেবা করা হবে তখনই সেই সেবার কার্য সুসম্পন্ন হবে।

স্লোগানঃ:- উচ্চ ব্রাহ্মণ সে-ই যে নিজের শক্তির দ্বারা মন্দকে ভালোয় পরিবর্তন করে দেয়।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বুদ্ধিতে যদি স্থায়ীভাবে বাবার স্মরণ থাকে, তাহলে এও অহো সৌভাগ্য"

*প্রশ্ন:- যে বাচ্চাদের সেবার শখ থাকবে, তাদের নিদর্শন কি হবে ?

*উত্তর:- তারা তাদের মুখ দিয়ে জ্ঞান না শুনিয়ে থাকতে পারবে না । তারা এই আধ্যাত্মিক সেবায় নিজেদের অস্থিকে স্বাহা করে দেবে । তাদের এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান শোনানোতে অনেক খুশীর অনুভব হবে । তারা খুশীতে নৃত্য করতে থাকবে । তারা বড়দের খুব সম্মান করবে, তাঁদের কাছ থেকে শিখতে থাকবে ।

*গীত:- এই দুনিয়ার পরিবর্তন হয়ে যাবে -----

ওম শান্তি । বাচ্চারা এই গানের দুটি লাইন শুনেছে । এ হলো প্রতিজ্ঞার গান, যেমন কোনো বিবাহ অনুষ্ঠানে স্ত্রী - পুরুষ উভয়েই প্রতিজ্ঞা করে যে, একে অপরকে ছাড়বে না । আবার কারোর যদি একে অপরের সঙ্গে বনিবনা না হয়, তাহলে ছেড়েও দেয় । বাচ্চারা, এখানে তোমরা কার কাছে প্রতিজ্ঞা করো । ঈশ্বরের কাছে । বাচ্চারা, যাঁর সঙ্গে তোমাদের অর্থাৎ সজনীদের বিয়ের পাকা কথা হয়ে গেছে, কিন্তু যিনি তোমাদের এমন বিশ্বের মালিক বানান, তাঁকেও কেউ - কেউ ছেড়ে দেয় । বাচ্চারা, তোমরা এখানে বসে আছো, তোমরা জানো যে, এখন অসীম জগতের বাপদাদা এসেছেন । বাইরের সেন্টারের যারা তারা বুঝতে পারবে, বাবার বলা মুরলী এসেছে । এখানে আর ওখানের মধ্যে অনেক তফাৎ থাকে, কেননা এখানে তোমরা অসীম জগতের বাপদাদার সম্মুখে বসে আছো । ওখানে তো সম্মুখে নেই । ওরা চায় যে, সম্মুখে গিয়ে মুরলী শুনি । এখানে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এসেছে - বাবা এই এলেন বলে। অন্য সংসঙ্গ যেমন আছে, সেখানে তারা মনে করবে, অমুক স্বামীজী আসবেন, কিন্তু এমন খেয়ালও সকলের একরস হবে না । অনেকের বুদ্ধিযোগ তো অন্যদিকে বিভ্রান্ত হতে থাকে । কারোর তার পতির স্মরণ আসবে, কারোর আবার সম্বন্ধীদের স্মরণ আসবে । বুদ্ধিযোগ এক গুরুতর সঙ্গেও টিকে থাকে না । কোনো বিশেষই স্বামীর স্মরণে বসবে । এখানেও এমনই । এমন নয় যে, সকলেই শিববাবার স্মরণে থাকে । বুদ্ধি কোথাও না কোথাও দৌঁড়াতে থাকে । আত্মীয় বন্ধু ইত্যাদিও স্মরণে আসবে । সারা সময় যদি একই শিববাবার স্মরণে থাকে, তাহলে, অহো সৌভাগ্য ! বিশেষ কেউ - কেউই স্থায়ী স্মরণে থাকে । এখানে বাবার সম্মুখে থাকলে তো খুব খুশী হওয়া উচিত । অতীন্দ্রিয় সুখের কথা গোপী বল্লভের গোপ - গোপীদের জিজ্ঞেস করো - এই মহিমা এখানকারই । এখানে তোমরা বাবার স্মরণে বসে আছো, তোমরা জানো যে, এখন আমরা ঈশ্বরের কোলে আছি, এরপরে দৈবী কোলে যাবো । কারোর - কারোর বুদ্ধিতে যদিও সেবার খেয়ালও চলতে থাকে । এই চিত্রকে এইভাবে ঠিক করতে হবে, এই কথা লিখতে হবে, কিন্তু ভালো বাচ্চা যারা হবে, তারা বুঝতে পারবে, এখন তো আমাদের বাবার কাছ থেকে শুনতে হবে । তারা আর কোনো সঙ্কল্প আসতেই দেবে না । বাবা জ্ঞান রত্নে ঝুলি ভরপুর করতে এসেছেন, তাই বাবার সঙ্গেই বুদ্ধির যোগ লাগতে হবে । নশ্বরের ক্রমানুসারে ধারণাকারী তো হয়ই । কেউ খুব ভালোভাবে শুনে ধারণ করে । কেউ আবার কম ধারণ করে । বুদ্ধিযোগ যদি অন্যদিকে দৌঁড়াতে থাকে তাহলে ধারণা হবে না । কাঁচা থেকে যাবে । এক - দুইবার মুরলী শুনলে অথচ ধারণা হলো না, তখন সেই অভ্যাসই পাকা হতে থাকবে । তখন যতই শোনো না কেন, ধারণা হবে না । তখন কাউকেই শোনাতে পারবে না । যার ধারণা হবে না, তার তখন সেবার শখ থাকবে । তারা উচ্ছল হতে থাকবে, চিন্তা করবে যে, গিয়ে ধন দান করি, কেননা এই ধন এক বাবা ছাড়া আর কারোর কাছে নেই । বাবা এও জানেন যে, সকলের ধারণা হবে না । সবাই একরস উঁচু পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না, তাই তাদের বুদ্ধি অন্যদিকে বিভ্রান্ত হতে থাকে । ভবিষ্যৎ ভাগ্য তখন এতো উঁচু হতে পারে না । কেউ আবার স্থূল সেবাতে নিজের অস্থি স্বাহা করে দেয় । সবাইকে খুশী করে দেয়, যেমন ভোজন বানিয়ে খাওয়াতে থাকে । এই তো সাবজেক্ট, তাই না । যার সেবার শখ থাকবে, সে মুখ দিয়ে না বলে থাকতে পারবে না । এরপর বাবা দেখেনও, দেহ - অভিমান তো নেই ? বড়দের সম্মান করে, নাকি করে না ? বড় মহারথীদের সম্মান তো করতেই হবে । হ্যাঁ, কোনো কোনো ছোটোরাও খুব হুঁশিয়ার হয়, তখন হতে পারে বড়দেরও তাদের সম্মান করতে হয়, কেননা তাদের বুদ্ধি দ্রুতগতিতে ধারণ করে নেয় । সেবার শখ দেখে বাবা তো খুশী হবেন, তাই না, এ ভালো সেবা করবে । সারাদিন প্রদর্শনীতে বোঝানোর অভ্যাস করা প্রয়োজন । প্রজা তো অনেকই তৈরী হয়, তাই না, আর অন্য কোনো উপায় তো নেই । সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী, রাজা, রানী, প্রজা সব এখানেই তৈরী হয় । তোমাদের কতো সেবা করা উচিত । বাচ্চাদের বুদ্ধিতে একথা তো আছেই - এখন আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি । ঘর - গৃহস্থ হতে থেকে এক একজনের অবস্থা তো তাদের নিজেদের মতো থাকে, তাই না । ঘর - বাড়ী তো ত্যাগ করলে চলবে না । বাবা বলেন যে, তোমরা ঘরে থাকো, কিন্তু বুদ্ধিতে এই নিশ্চিত করতে হবে যে, এই পুরানো দুনিয়া তো শেষ হয়েই পড়ে আছে । আমাদের

এখন বাবার সঙ্গেই কাজ । এও জানে যে, পূর্ব কল্পে যারা এই জ্ঞান ধারণ করেছিলো, তারাই করবে । সেকেণ্ড - বাই সেকেণ্ড হুবহু রিপিট হচ্ছে । আত্মার মধ্যে জ্ঞান থাকে, তাই না । বাবার কাছেও জ্ঞান আছে । বাচ্চারা, তোমাদেরও বাবার মতোই হতে হবে । তোমাদের পয়েন্টস ধারণ করতে হবে । সমস্ত পয়েন্টস একই সময়ে বোঝানো হয় না । বিনাশও সামনে উপস্থিত । এ হলো সেই বিনাশ, সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে তো কোনো লড়াই হয় না । সে তো পরে যখন অনেক ধর্ম হয়, লক্ষুর ইত্যাদি আসে, তখন লড়াই শুরু হয় । সবার প্রথমে সতোগ্রধান আত্মারা নেমে আসে, তারপর সত্যো, রজঃ এবং তমঃ স্টেজ হয়, তাই এইসব কথাও বুদ্ধিতে রাখা চাই । তোমাদের রাজধানী কিভাবে স্থাপন হচ্ছে । এখানে যখন বসে আছো, তখন বুদ্ধিতে রাখতে হবে যে, শিববাবা এসে আমাদের সম্পদ দান করেন, সেই সম্পদকে বুদ্ধিতে ধারণ করতে হবে । খুব ভালো - ভালো বাচ্চারা নোটস লেখে । এই লেখা ভালো । তাহলে বুদ্ধিতে টপিকস আসবে । আজ এই টপিকের উপর বোঝাবো । বাবা বলেন, আমি তোমাদের কতো সম্পদ দান করেছিলাম । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে তোমাদের কাছে অগাধ ধন ছিলো । এরপরে বাম মার্গে যাওয়ার কারণে তা কম হয়ে গেছে । খুশীও কম হয়ে গেছে । তোমাদের কিছু না কিছু বিকর্ম হতেই থাকে । নামতে - নামতে তোমাদের কলা কম হয়ে যায় সতোগ্রধান, সত্যো, রজঃ এবং তমঃ স্টেজ হয় । সত্যো থেকে রজঃতে আসে, তখন এমন নয় যে, অতি দ্রুত চলে আসে । ধীরে ধীরে নামতে থাকে । তোমরা তমোগ্রধানেও ধীরে ধীরে সিঁড়িতে নামতে থাকো, তোমাদের কলা কম হতে থাকে । দিনে দিনে তোমাদের কলা কম হতে থাকে । এখন তোমাদের লাফ দিতে হবে । তোমাদের তমোগ্রধান থেকে সতোগ্রধান হতে হবে, এরজন্য সময়েরও প্রয়োজন । এমন গায়নও আছে যে, চড়লে বৈকুণ্ঠ রস চেখে দেখবে --- কিন্তু যখন কামের থাপ্পড় লাগে তখন একদম পড়ে চুরমার হয়ে যায় । এখানে তো বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে । তোমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, কেননা বাবার থেকে বাদশাহী পাওয়া যায় । নিজেকে জিঞ্জিষ করবে, আমি বাবাকে স্মরণ করে ভবিষ্যতের জন্য কতটা উপার্জন করেছি ? কতজন অন্ধের লাঠি হয়েছি ? তোমাদের ঘরে ঘরে খবর দিতে হবে যে, এই পুরানো দুনিয়ার এখন পরিবর্তন হচ্ছে । বাবা নতুন দুনিয়ার জন্য রাজযোগ শেখাচ্ছেন । সিঁড়ির ছবিতে সব দেখানো হয়েছে । এইভাবে তৈরী করতে পরিশ্রম লাগে । সারাদিন এই খেয়াল চলতে থাকে যে, এমন কিভাবে সহজ করে বানাই যাতে সবাই বুঝতে পারে । সারা দুনিয়া তো আর আসবে না । দেবী - দেবতা ধর্মের যারা, তারাই আসবে । তোমাদের এই সেবা তো খুব চলতে থাকবে । তোমরা তো জানো যে, আমাদের এই ক্লাস কতদিন পর্যন্ত চলবে । ওরা তো কল্পের আয়ু লাখ বছর মনে করে । তাই শাস্ত্র ইত্যাদি শোনাতেই থাকে । ওরা মনে করে যখন অন্তিম সময় আসবে তখনই সকলের সদগতিদাতাও আসবেন, আর যারা আমাদের শিষ্য হবে, তাদের উদ্ধার হয়ে যাবে, আর তখন আমরা গিয়েও জ্যোতিতে মিলিয়ে যাবো, কিন্তু এমন তো আর হয় না । তোমরা এখন জানো যে, আমরা অমরনাথ বাবার কাছ থেকে প্রকৃত অমর কথা শুনছি । তাই অমর বাবা যা বলছেন, তা মানতেও হবে ? তিনি কেবল বলেন - তোমরা আমাকে স্মরণ করো আর পবিত্র হও । না হলে অনেক সাজা ভোগ করতে হবে । পদও কম প্রাপ্ত করবে । এই সেবাতে পরিশ্রম করতে হবে । দধীচী ঋষির যেমন উদাহরণ আছে । তিনি তাঁর অস্থিও সেবাতে বিসর্জন দিয়েছিলেন । নিজের শরীরের খেয়াল না করে সারাদিন সেবাতে থাকা, একেই বলা হয় সেবাতে অস্থি বিসর্জন । এক হলো শরীরের অস্থি সেবা, আর এক হলো আত্মিক অস্থি সেবা । আত্মিক সেবা যারা করে তারা এই আত্মিক জ্ঞানই শোনাতে থাকবে । ধন দান করে খুশীতে নৃত্য করবে । দুনিয়াতে মানুষ যে সেবা করে, তা হলো দেহের । যারা শাস্ত্র শোনায়, সে তো কোনো আত্মিক সেবা তো নয় । আত্মিক সেবা তো এক বাবা এসেই শেখান । আধ্যাত্মিক বাবা এসেই আত্মারূপী বাচ্চাদের পড়ান ।

বাচ্চারা, তোমরা এখন সত্যযুগী নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছে । ওখানে তোমাদের দ্বারা কোনো বিকর্ম হবে না । সে হলো রামরাজ্য । ওখানে অল্প কিছু জনই থাকে । এখন তো রাবণ রাজ্যে সবাই দুঃখী, তাই না । এই সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে পুরুষার্থের নব্বয় অনুসারে আছে । এই সিঁড়ির চিত্রেই সম্পূর্ণ জ্ঞান এসে যায় । বাবা বলেন যে, তোমরা এই অন্তিম জন্মে পবিত্র হও, তাহলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে । তোমাদের এইভাবে বোঝাতে হবে যাতে মানুষ বুঝতে পারে, আমরা সতোগ্রধান থেকে তমোগ্রধান হয়েছি, আবার স্মরণের যাত্রাতেই সতোগ্রধান হতে পারবো । দেখলেই তো বুদ্ধি চলতে থাকবে, এই জ্ঞান আর কারোর কাছেই নেই । ওরা বলবে, এই সিঁড়িতে অন্য ধর্মের কথা কোথায় আছে ? সে তো এই গোলাতে লেখা আছে । ওরা তো নতুন দুনিয়াতে আসে না । ওরা শাস্তি পায় । ভারতবাসীরাই তো স্বর্গে ছিলো, তাই না । বাবাও ভারতে এসেই রাজযোগ শেখান, তাই ভারতের প্রাচীন যোগ সবাই শিখতে চায় । এই চিত্র দেখে ওরা নিজেরাই বুঝে যাবে যে, বরাবর নতুন দুনিয়াতে ভারতই ছিলো । তারা নিজের ধর্ম সম্বন্ধেও বুঝে যাবে । যদিও ক্রাইস্টও ধর্ম স্থাপন করতে এসেছিলেন, কিন্তু এই সময় তিনিও তমোগ্রধান । এ রচয়িতা এবং রচনার কতো বড় জ্ঞান ।

তোমরা বলতে পারো, আমাদের কারোর অর্থের প্রয়োজন নেই । অর্থ দিয়ে আমরা কি করবো । তোমরাও শোনো আর

অন্যদেরও শোনাও । এই চিত্র ইত্যাদি ছাপাও । এই চিত্র দেখিয়েই কাজ করতে হবে । এমন পরিবেশ তৈরী করো যেখানে এই জ্ঞান শোনানো যেতে পারে । বাকি আমরা অর্থ নিয়ে কি করবো । এতে তোমাদের ঘরেরই কল্যাণ হয় । তোমরা কেবল ব্যবস্থা করো । অনেকেই এসে বলবে, এই রচয়িতা আর রচনার জ্ঞান তো খুব সুন্দর । এ তো মনুষ্যকেই বুঝতে হবে । বিলেতের লোকেরা এই জ্ঞান শুনে খুব পছন্দ করবে । তারা খুব খুশী হবে । ওরা মনে করবে, আমরাও যদি বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হই, তাহলে আমাদের বিকর্মও বিনাশ হবে । সবাইকে বাবার পরিচয় দান করতে হবে । সবাই বুঝতে পারবে যে, এই জ্ঞান তো ভগবান ছাড়া কেউই দিতে পারবে না । মানুষ বলে, খুদা বেহেশ্ত স্থাপন করেছিলেন, কিন্তু তিনি কিভাবে এসেছিলেন, এ কেউই জানে না । ওরা তোমাদের কথা শুনে খুশী হবে, তখন পুরুষার্থ করে এই যোগও শিখবে । তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য তখন পুরুষার্থ করবে । সেবার জন্য তো খুবই খেয়াল রাখা উচিত । ভারতে যদি যোগ্যতা প্রমাণ করো, বাবা তখন বাইরেও পাঠাবেন যে, এই দল যাবে । এখন খুব অল্প সময়ই পড়ে আছে নতুন দুনিয়া তৈরী হতে দেবী তো লাগেই না । কোথাও ভূমিকম্প ইত্যাদি হলে দুই - তিন বছরের মধ্যে নতুন বাড়ি আবার তৈরী করে দেয় । অনেক কারিগর যদি থাকে, জিনিসও যদি সব তৈরী থাকে, তাহলে সব তৈরী করাতে সময় তো লাগবেই না । বিলেতে বাড়ী কিভাবে তৈরী হয় - মিনিট মোটর । তাহলে স্বর্গে কতো তাড়াতাড়ি তৈরী হবে । তোমরা সোনা - রূপা ইত্যাদি অনেক পেয়ে যাও । তোমরা খনি থেকে সোনা, রূপা, হীরে ইত্যাদি নিয়ে আসো । যোগ্যতা তো সবাই তৈরী করছে । সায়েন্সের এখন কতো গুরুত্ব । এই সায়েন্স আবার ওখানে কাজে আসবে । এখানে যারা শিখছে তারা পরের জন্মে ওখানে গিয়ে এই কাজে লেগে যাবে । সেই সময় তো সম্পূর্ণ দুনিয়া নতুন হয়ে যায়, রাবণ রাজ্য শেষ হয়ে যায় । পাঁচ তন্ত্রও তাদের নিয়ম মতো সেবাতে থাকে । স্বর্গ তখন তৈরী হয়ে যায় । ওখানে এখানকার মতো কোনো উপদ্রব হয় না । রাবণ রাজ্যই নেই, সকলেই সতোপ্রধান ।

বাম্বারা, সবথেকে ভালো কথা হলো, বাবার প্রতি তোমাদের অনেক প্রেম থাকা উচিত । বাবা তোমাদের সম্পদ দান করেন । তা ধারণ করে অন্যদেরও তা দান করতে হবে । যতো দান করবে, ততই একত্রিত হতে থাকবে । সেবা না করলে কিভাবে ধারণা হবে ? সেবার প্রতি বুদ্ধি থাকা চাই । এই সেবা তো অনেক প্রকারের হতে পারে । দিনে দিনে তোমাদের সকলের উন্নতি করতে হবে । তোমাদের নিজেদেরও উন্নতি করতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাম্বাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ, সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাম্বাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সদা এই আধ্যাত্মিক সেবায় তৎপর থাকতে হবে । জ্ঞান ধন দান করে খুশীতে নৃত্য করতে হবে । নিজে ধারণ করে অন্যদেরও ধারণ করাতে হবে ।

২) বাবা যে জ্ঞান সম্পদ দান করেন, তাতে নিজের ঝুলি ভরপুর করতে হবে । নোটস নিতে হবে । তারপর টপিকের উপর বোঝাতে হবে । জ্ঞান ধনের দান করার জন্য উৎসাহে থাকতে হবে ।

বরদানঃ:- "নিরাকার থেকে সাকার" এই মন্ত্রের স্মৃতিতে সেবার ভূমিকা পালনকারী আধ্যাত্মিক সেবাধারী ভব বাবা যেমন নিরাকার থেকে সাকার হয়ে সেবার ভূমিকা পালন করেন, তেমনই বাম্বাদেরও এই মন্ত্রের যন্ত্র স্মৃতিতে রেখে সেবার ভূমিকা পালন করতে হবে । এই সাকার সৃষ্টি, সাকার শরীর হলো স্টেজ । স্টেজ হলো আধার, অভিনেতা আধারমূর্তি, মালিক । এই স্মৃতিতে থেকে আসক্তি মুক্ত হয়ে ভূমিকা পালন করো, তাহলে সেক্সের সঙ্গে এসেক্সফুল, আত্মিক সেবাধারী হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ:- সাক্ষী হয়ে প্রতিটি খেলাকে যে দেখে সেই সাক্ষীদ্রষ্টা ।

“শিব ভগবানুবাচ - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা আমাকে স্মরণ করো এবং আমাকে ভালোবাসবো, কারণ আমি -ই তোমাদের সদা সুখী করতে এসেছি”

*প্রশ্ন:- যে বাচ্চারা অমনোযোগী হয় তাদের মুখ দিয়ে কোন্ কথাটি আপনা থেকেই বের হয় ?

*উত্তর:- ভাগ্যে যা আছে তাই পাবো। স্বর্গে তো যাবই। বাবা বলেন এই কথাটি পুরুষার্থী বাচ্চাদের নয়। উচ্চ পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। যখন বাবা এসেছেন উঁচু পদ মর্যাদা প্রদান করতে তখন অমনোযোগী হয়ো না।

*গীত:- শৈশবের দিন গুলি ভুলে যেও না

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা গানটির অর্থ বুঝেছে। এখন জীবিত থেকেই তোমরা অসীম জগতের পিতার আপন হয়েছো। সম্পূর্ণ কল্প তো দৈহিক পিতার সন্তান ছিলে। এখন শুধু তোমরা ব্রাহ্মণ সন্তান রা অসীম জগতের পিতার আপন হয়েছো। তোমরা জানো অসীম জগতের পিতার কাছে আমরা অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছি। যদি পিতাকে ত্যাগ কর তাহলে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না। তোমরা যতই বোঝাও কিন্তু একটুতে কেউ রাজি হয় না। মানুষ ধন সম্পত্তির আশা করে। ধন ব্যতীত সুখ হতে পারে না। ধনও চাই, শান্তিও চাই, সুস্থ শরীরও চাই। তোমরা বাচ্চারা জানো দুনিয়ায় আজ কি হচ্ছে, কাল কি হবে। বিনাশ তো সামনে দাঁড়িয়ে। আর কারো বুদ্ধিতে এই কথা নেই। যদি বুঝেও যায় বিনাশ দাঁড়িয়ে, তার জন্য কি করতে হবে তা জানা নেই। তোমরা বাচ্চারা জানো যে কোনো সময়ে যুদ্ধ লাগতে পারে, একটু আগুন লাগলেই মহা বিপদগ্রস্ত হতে দেরি লাগবে না। বাচ্চারা জানে এই পুরানো দুনিয়া শেষ হবে তাই এখন অতি শীঘ্র বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। বাবাকে সদা স্মরণ করলে খুব খুশীতে থাকবে। দেহ-অভিমাণে এলেই বাবাকে ভুলে দুঃখ সহ্য কর। বাবাকে যত স্মরণ করবে অসীম জগতের বাবার কাছে ততই সুখ প্রাপ্ত করবে। এখানে তোমরা এসেছো লক্ষ্মী-নারায়ণ হতে। রাজা-রানী হওয়া এবং প্রজার চাকর হওয়া - এতে খুব তফাৎ আছে তাইনা। বর্তমানের পুরুষার্থ পরে কল্প-কল্পান্তরের জন্য ফিঙ্গ হয়ে যায়। ভবিষ্যতে সবার সাম্রাজ্যকার হবে - আমরা কতখানি পুরুষার্থ করেছি ? এখনও বাবা বলেন নিজের অবস্থা দেখতে থাকো। মিষ্টি মিষ্টি বাবা যাঁর কাছে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, তাঁকে আমরা কতখানি স্মরণ করি। তোমাদের সমস্ত কিছু স্মরণের উপরে নির্ভর করেছে। যত স্মরণ করবে তত খুশী থাকবে। তোমরা বুঝবে এখন আরও কাছে পৌঁছেছি। কেউ ক্লান্তও হয়, আরও কত দূর চলতে হবে। পৌঁছালে তো পরিশ্রমও সফল হবে। এখন তোমরা যে লক্ষ্যের দিকে চলেছ, দুনিয়া জানে না। দুনিয়া এই কথাও জানেনা যে ভগবান কাকে বলা হয়। যদিও তারা বলে ভগবান। তারপরে বলে পাথরে নুড়িতে ভগবান বিরাজিত।

এখন তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা বাবার সন্তান হয়েছি। এখন বাবার শ্রীমৎ অনুসারেই চলতে হবে। বিদেশেই থাকো, বা অন্য কোথাও শুধু স্মরণ করতে হবে। তোমরা শ্রীমৎ প্রাপ্ত করেছ। আত্মা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান স্মরণ ব্যতীত হতে পারে না। তোমরা বলো বাবা আমরা তোমার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেব। যেমন আমাদের মাম্মা বাবা উত্তরাধিকার নিয়েছেন, আমরাও পুরুষার্থ করে তাদের সিংহাসনেই নিশ্চয়ই বসবো। মাম্মা-বাবা, রাজ-রাজেশ্বরী হন তো আমরাও হবো। পরীক্ষা তো সবার জন্য একই। তোমাদের খুব অল্প করে শেখানো হয় বাবাকে স্মরণ করো। একেই বলা হয় সহজ রাজযোগ বল। তোমরা বুঝেছো যোগের দ্বারা অনেক বল প্রাপ্ত হয়। বুঝেছো যে আমরা কোনোক্রমে বিকর্ম করলে দন্ড ভোগও করতে হবে। পদ ব্রষ্ট হয়ে যাবে। স্মরণেই মায়া বিদ্ব সৃষ্টি করে, গায়ন আছে সদগুরুর নিন্দুক কোথাও ঠাঁই পায় না। তারা তো বলে গুরুর নিন্দুক নিরাকারের কথা কেউ জানে না। বলাও হয়ে থাকে ভক্তদের ফল প্রদান করেন ভগবান। সাধু-সন্ন্যাসী সবাই ভক্ত। ভক্তরাই গঙ্গায় স্নান করে। ভক্তরা ভক্তদের ফল দিতে পারেনা। ভক্তরা ভক্তদের ফল দিলে ভগবানকে স্মরণ কেন করবে। এ হলই ভক্তি মার্গ। সবাই ভক্ত। ভক্তদের ফল প্রদান করেন ভগবান। এমন নয় যে বেশি ভক্তি করে সে কম ভক্তি করা ভক্তকে ফল দেবে। না। ভক্তি অর্থাৎ ভক্তি। রচনা, রচনাকে উত্তরাধিকার কীভাবে দেবে! উত্তরাধিকার রচয়িতার কাছেই প্রাপ্ত হয়। এই সময় সবাই হল ভক্ত। যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তখন ভক্তি আপনা থেকেই দূর হয়ে যায়। জ্ঞান জিন্দাবাদ হয়ে যায়। জ্ঞান ব্যতীত সদগতি হবে কীভাবে। সবাই নিজের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফিরে যায়। সুতরাং তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে বিনাশ সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার আগে

পুরুষার্থ করে বাবার থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে।

তোমরা জানো আমরা পবিত্র দুনিয়ায় যাচ্ছি, যারা ব্রাহ্মণ হবে তারা নিমিত্ত হবে। ব্রহ্মা মুখ বংশী ব্রাহ্মণ না হলে তোমরা বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে পারবে না। বাবা বাচ্চাদের রচনা করেন উত্তরাধিকার প্রদান করার জন্য। আমরা তো হলাম শিববাবার আপন। সৃষ্টি রচনা করেন আত্মারূপী বাচ্চাদের উত্তরাধিকার প্রদান করতে। শরীরধারীদেরই উত্তরাধিকার দেবেন তাইনা। আত্মারা তো উপরে থাকে। সেখানে তো উত্তরাধিকার বা প্রালন্ধ নেই। তোমরা এখন পুরুষার্থ করে প্রালন্ধ প্রাপ্ত করছো, যা দুনিয়া এখনও জানে না। এখন সময় কাছে আসছে। বোমা ইত্যাদি রাখার জন্য নয়। প্রস্তুতি চলছে। এখন বাবা আমাদের আদেশ দিচ্ছেন যে আমাকে স্মরণ করো। তা নাহলে পরে কাঁদতে হবে। রাজ-বিদ্যার পরীক্ষায় কেউ ফেল করলে রাগে ডুবে মরে। এখানে রাগারাগির কথা নেই। ভবিষ্যতে তোমাদের অনেক সাফাংকার হবে। কেমন স্বরূপ ধারণ হবে সবই জানবে। বাবার কর্তব্য হল পুরুষার্থ করানো। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা কর্ম করাকালীন স্মরণ করতে ভুলে যাই, কেউ বলে স্মরণ করার সময় পাই না, তখন বাবা বলেন আচ্ছা সময় করে বসে স্মরণ করো। বাবাকে স্মরণ করো। নিজেদের মধ্যে একসঙ্গে বসে চেষ্টা করো, যাতে আমরা বাবাকে স্মরণ করি। সবাই মিলে বসলে তোমরা ভালোভাবে স্মরণ করবে, সাহায্য প্রাপ্ত করবে। মুখ্য কথা হল বাবাকে স্মরণ করা। কেউ বিদেশে যায়, সেখানে গিয়েও শুধু একটি কথা স্মরণে রাখো। বাবার স্মরণ দ্বারাই তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হবে। বাবা বলেন শুধু একটি কথা স্মরণে রাখো - বাবাকে স্মরণ করো। যোগবল দ্বারা সব পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। বাবা বলেন - 'মন্মনাভব'। আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিশ্বের মালিক হবে। মুখ্য কথা হল স্মরণের। কোথাও যাওয়ার কথাই নেই। ঘরে থাকো, শুধুমাত্র বাবাকে স্মরণ করো। পবিত্র না হলে স্মরণ করতে পারবে না। এমন নয় সবাই ক্লাসে এসে পড়া করবে। মন্ত্র নিয়ে যেখানে ইচ্ছে যাও। সতোপ্রধান হওয়ার পথ তো বাবা বলেই দিয়েছেন। সেন্টারে এলে নতুন নতুন পয়েন্টস শুনতে থাকবে। যদি কোনো কারণে আসতে না পারো, বৃষ্টি পড়ছে, কার্ফু লেগেছে, কেউ বাইরে বের হতে পারবে না তখন কি করবে? বাবা বলেন কোনো অসুবিধা নেই। এমন তো নয় শিবের মন্দিরে জল ঢালতে হবে। যেখানেই থাকো তোমরা স্মরণে থাকো। চলতে ফিরতে স্মরণ করো, অন্যদেরও এ'কথাই বলো যে বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম বিনাশ হবে এবং দেবতায় পরিণত হবে। শব্দ মাত্র দুটি - রচয়িতা পিতার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করতে হবে। রচয়িতা হলেন একজনই আছেন। তিনি কত সহজ পথ বলে দেন। বাবাকে স্মরণ করার মন্ত্র প্রাপ্ত হয়েছে। বাবা বলেন শৈশবের এই দিন গুলি ভুলে যেও না। আজ হাসছো কাল কাঁদতে হবে, যদি বাবাকে ভুলে যাও। বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা উচিত। এমন অনেকে আছে, যারা বলে স্বর্গে তো যাবই তাইনা, যা ভাগ্যে আছে.... তাদেরকে পুরুষার্থী বলা হবে না। মানুষ পুরুষার্থ করে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করার জন্য। এখন যখন বাবার কাছে উঁচু পদ প্রাপ্ত হয় তখন গাফিলতি কেন করবে। স্কুলে যে পড়া করে না যারা পড়াশোনা করে, তাদের সামনে নত থাকতে হবে। বাবাকে পুরোপুরি স্মরণ না করলে প্রজায় গিয়ে চাকর-বাকর হতে হবে, এতেই খুশী হওয়া উচিত নয়। বাচ্চারা সম্মুখে এসে রিফ্রেশ হয়ে যায়। অনেকে বাঁধেলী অর্থাৎ বন্ধনে আছে, অসুবিধে নেই, ঘরে বসে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। কত বোঝানো হয় মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে আছে, হঠাৎ যুদ্ধ লেগে যাবে। দেখতেই পাওয়া যাচ্ছে এই যুদ্ধ লাগল বলে। রেডিও দ্বারা সব কিছু জানা যায়। তারা বলে একটু ভুল করলেই আমরা এমন করবো। আগেই বলে দেয়। তাদের বোমা ইত্যাদির খুব অহংকার আছে। বাবাও বলেন বাচ্চারা এখনও যোগ বলে তো তীক্ষ্ণ হয়নি। যুদ্ধ লেগে যাবে, ড্রামা অনুযায়ী হবে না। বাচ্চারা সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার তো নেয়নি। এখনও সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হয়নি। একটু সময় চাই। পুরুষার্থ করানো হয়। কখন যে কি হয় বলা যায় না, বিমান, ট্রেন ইত্যাদি পড়ে যায়। মৃত্যু কত সহজ ভাবে উপস্থিত হয়ে যায়। ভূমিকম্প হয়। সবচেয়ে বেশি কাজ করতে হবে ভূমিকম্পকে। ভূমি কম্পন দিলে তো বাড়ি ঘর ইত্যাদি ভেঙে পড়বে। মৃত্যুর আগে বাবার কাছে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে তাই খুব ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা ভূমি ছাড়া আমাদের দ্বিতীয় কেউ নেই। শুধু বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। কতখানি সহজ করে ছোট বাচ্চাদের বসে বোঝাচ্ছেন। অন্য কোনও কষ্ট নয়, শুধু স্মরণ করো আর কাম চিতায় বসে যে তোমরা পুড়ে মরেছ এখন জ্ঞান চিতায় বসে পবিত্র হও। কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে তোমাদের উদ্দেশ্য কি? বলো, শিববাবা হলেন সকলের পিতা, তিনি বলছেন 'মামেকম্ স্মরণ করো তো তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে এবং তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে'। কলিযুগে সব হল তমোপ্রধান। সকলের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা।

এখন বাবা বলছেন শুধু আমাকে স্মরণ করো তো জং দূর হয়ে যাবে। এইটুকু বার্তা তো সকলকে দিতে পারো, তাইনা। নিজেরা স্মরণ করলে তো অন্যদের স্মরণ করাতে পারবে। নিজেরা স্মরণ করলে তো অন্যদের সহজ ভাবে বলবে, তা নাহলে অন্তর থেকে বলতে পারবে না। বাবা বোঝান, যেখানেই হোক যতখানি পারো, শুধু স্মরণ করো। যার সঙ্গে দেখা

হবে তাকেই এই শিক্ষা দাও - মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে। বাবা বলেন তোমরা সবাই তমোপ্রধান পতিত হয়েছো। এখন আমাকে স্মরণ করো, পবিত্র হও। আত্মাই পতিত হয়েছে। সত্যযুগে থাকে পবিত্র আত্মা। বাবা বলেন স্মরণের দ্বারাই আত্মা পবিত্র হবে, অন্য কোনো উপায় নেই। এই সংবাদ সবাইকে দাও তাতেও অনেকের কল্যাণ হবে আর কোনো কষ্ট নেই। সব আত্মাদের পবিত্র করেন একমাত্র পতিত-পাবন বাবা। সবচেয়ে উত্তম পুরুষ বানিয়ে দেন বাবা। যারা পূজ্য ছিল তারাই আবার পূজারী হয়েছে। রাবণের রাজ্যে আমরা পূজারী হই, রামরাজ্যে পূজ্য ছিলাম। এখন রাবণ রাজ্যের শেষ সময়, আমরা পূজারী থেকে পুনরায় পূজ্য স্বরূপে পরিণত হই - বাবাকে স্মরণ করে। অন্যদেরও পথ বলে দিতে হবে, বৃদ্ধামাতাদেরও সার্ভিস করা উচিত। আত্মীয় পরিজনদের সংবাদ প্রদান করো। সংসঙ্গ, মন্দির ইত্যাদিও অনেক প্রকারের আছে। তোমাদের তো হল এই এক প্রকার। শুধুমাত্র বাবার পরিচয় দিতে হবে। শিববাবা বলেন মামেকম্ স্মরণ করো তো তোমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। নিরাকার শিববাবা সর্বজনের সদগতি দাতা বাবা আত্মাদের বলেন আমাকে স্মরণ করো তো তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এই কথা বোঝানো তো সহজ তাইনা। বৃদ্ধারাও সার্ভিস করতে পারে। এইটি হল মুখ্য কথা। বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যেখানেই যাও, সকলকে এই কথাই শোনাও। গীতার ভগবান বলেন আমাকে স্মরণ করো। এই কথাটি সবাই পছন্দ করবে। বেশি বলার দরকারও নেই। শুধুমাত্র বাবার সংবাদ প্রদান করতে হবে যে বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। আত্মা, এমন ভেবে নাও যে ভগবান প্রেরণা দিচ্ছেন। স্বপ্নেও সাক্ষাৎকার হয়। আওয়াজ কানে আসে যে বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তো তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তোমরা নিজেরাও শুধু এই চিন্তন করতে থাকো তাহলেও তোমার ভবসাগর পার হয়ে যাবে। আমরা প্রাক্তিক্যালে অসীম জগতের পিতার সন্তান হয়েছি এবং বাবার কাছে ২১ জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করছি সুতরাং খুশী তো থাকা উচিত। বাবাকে ভুলে গেলেই কষ্ট অনুভব হয়। বাবা কতখানি সহজ করে বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো তো আত্মা সতোপ্রধান হয়ে যাবে। সবাই বুঝবে এনারা সঠিক পথ পেয়েছে। এই পথ কেউ কখনো বলে দিতে পারে না। যদি তারা বলে শিববাবাকে স্মরণ করো তাহলে সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে কে যাবে। সময় এমন আসবে যখন তোমরা বাড়ী থেকে বাইরে বের হতে পারবে না। বাবাকে স্মরণ করতে করতে দেহ ত্যাগ করবে। অন্ত সময়ে যে শিববাবাকে স্মরণ করে সে নারায়ণ যোনিতে গিয়ে নামবে, লক্ষ্মী-নারায়ণের কূলে আসবে তাইনা। ক্ষণে ক্ষণে রাজার পদ প্রাপ্ত করবে। শুধু বাবাকে স্মরণ করো এবং বাবাকে ভালোবাসো। স্মরণ ব্যতীত ভালোবাসবে কীভাবে। সুখ প্রাপ্ত হলে তো ভালোবাসা যায়। যে দুঃখ দেয় তাকে কেউ ভালোবাসে না। বাবা বলেন আমি তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাই তাই আমাকে ভালোবাসো। বাবার মতানুযায়ী চলা উচিত তাইনা। আত্মা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) খুশীতে থাকার জন্য স্মরণ করার পরিশ্রম করতে হবে। স্মরণের বল আত্মাকে সতোপ্রধান বানিয়ে দেয়। ভালোবেসে এক পিতাকে স্মরণ করতে হবে।

২) উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করার জন্য পড়াশোনাতে পুরোপুরি মনোযোগ দিতে হবে। এমন নয় যে ভাগ্যে যা আছে তাই হবে, গাফিলতি ত্যাগ করে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার প্রাপ্তির অধিকারী হতে হবে।

বরদান:- ভাবা আর করার মধ্যকার ব্যবধানকে দূর করে স্ব-পরিবর্তক তথা বিশ্ব - পরিবর্তক ভব যে কোনো সংস্কার, স্বভাব, বাণী ও সম্পর্ক যা যথার্থ নয় ব্যর্থ, সেই ব্যর্থকে পরিবর্তন করার মেশিনারিকে ফাস্ট করো। ভাবা আর করা...। তখন বিশ্ব পরিবর্তনের মেশিনারি দ্রুত হবে। এখন স্থাপনার নিমিত্ত আত্মাদের ভাবা আর করার মধ্যে তফাৎ দেখা যায়, এই ব্যবধানকে দূর করো। তবেই স্ব - পরিবর্তক তথা বিশ্ব পরিবর্তক হতে পারবে।

স্নোগান:- সবচেয়ে লাকি (ভাগ্যবান) সে, যে নিজের জীবনে অনুভূতির গিস্ট প্রাপ্ত করেছে।

"মিষ্টি বাচ্চারা — তোমাদের স্মরণে থাকার পুরুষার্থ অবশ্যই করতে হবে, কেননা স্মরণের বলের দ্বারাই তোমরা বিকর্মাঙ্গীত হবে"

- *প্রশ্ন:-** - কোন্ ভাবনা এলেই পুরুষার্থ করা থেকে তোমরা নীচে নেমে যেতে হবে ? ঈশ্বরের সাহায্যকারী (খুদাই খিদ্মতগার) বাচ্চারা কোন্ সেবা চালিয়ে যাবে ?
- *উত্তর:-** কোনো কোনো বাচ্চারা মনে করে এখনও সময় আছে, পরে পুরুষার্থ করে নেব, কিন্তু মৃত্যুর কি কোনো নিয়ম আছে ? কাল-কাল করে একদিন মরে যাবে, সেইজন্য এমনটা ভেবো না যে অনেক বছর বাকি আছে, শেষে গ্যালপ (এক লাফে) করে নেব । এই ভাবনাই আরও নীচে নামিয়ে দেয়। যতটা সম্ভব স্মরণে থাকার পুরুষার্থ করে শ্রীমতের দ্বারা নিজের কল্যাণ করতে থাকো । ঈশ্বরের সহযোগী আত্মিক বাচ্চারা আত্মাকে বিকার মুক্ত করে পতিতদের পবিত্র করার সেবা করতে থাকবে।
- *গীত:-** ওম্ নমঃ শিবায়....

ওম্ শান্তি । বাচ্চাদের তো বোঝান হয়েছে যে, নিরাকার বাবা সাকার শরীর ছাড়া কোনও কর্ম করতে পারেন না, নিজের ভূমিকা পালন করতে পারেন না। আত্মিক পিতা এসে ব্রহ্মার দ্বারা আত্মিক বাচ্চাদের বোঝান। যোগবল দ্বারাই বাচ্চাদের সতোপ্রধান হতে হবে তারপর সতোপ্রধান বিশ্বের মালিক হতে হবে। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা আছে। কল্পে-কল্পে বাবা এসে রাজযোগ শেখান। ব্রহ্মা দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেন, অর্থাৎ মানুষ থেকে দেবতা তৈরি করেন। মানুষ যারা দেবতা ছিল তারা এখন শূদ্র পতিত হয়ে গেছে। ভারত যখন পারসপুরী ছিল তখন পবিত্রতা-সুখ শান্তি সব ছিল। এটা ৫ হাজার বছরের কথা। সঠিক হিসেব-নিকেশ বাবাই বসে বোঝান। ওঁনার থেকে উচ্চ আর কেউ নেই। সৃষ্টি বা ঝাড় যাকে কল্পবৃক্ষ বলা হয়, তার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বাবাই বলতে পারেন। ভারতে যে দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল তা এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। দেবী-দেবতা ধর্ম এখন আর নেই। দেবতাদের চিত্র অবশ্যই আছে । ভারতবাসীরা এ বিষয়ে জানে। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। শাস্ত্রে ভুল লেখা হয়েছে এই বিষয়ে, যার ফলে কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে। বাবাই এসে সঠিক দিশা দেখান । পথ প্রদর্শক যখন আসেন তখন সব আত্মারা মুক্তিধামে চলে যায়। সেইজন্যই তাঁকে বলা হয় সবার সঙ্গতি দাতা। রচয়িতা একজনই হন। সৃষ্টিও একটাই। ওয়ার্ল্ডের হিস্ট্রি-জিওগ্রাফীও এক, যার পুনরাবৃত্তি হয়। সত্যযুগ, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিযুগ তারপর সঙ্গম যুগ। কলিযুগ হলো পতিত, সত্যযুগ পবিত্র। যখন সত্যযুগ হবে অবশ্যই কলিযুগের বিনাশ ঘটবে, বিনাশের পূর্বে স্থাপনা হবে। সত্যযুগে তো স্থাপনা হবে না। ভগবান আসেন তখনই যখন দুনিয়া পতিত হয়ে পড়ে। সত্যযুগ হলো পবিত্র দুনিয়া। পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তোলার জন্য ভগবানকে আসতে হয়। এখন বাবা সহজ থেকে সহজতর যুক্তি বলে থাকেন। দেহের সব সম্বন্ধ ছেড়ে দেহী-অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ কর। কেউ একজনই তো পতিত-পাবন হবেন, তাইনা। ভক্তদের ফল প্রদানকারী একজনই ভগবান। ভক্তদের জ্ঞান প্রদান করেন, পতিত দুনিয়াতে জ্ঞানের সাগরই আসেন পবিত্র করে তোলার জন্য। পবিত্র হওয়া যায় যোগবলের দ্বারা। বাবা ছাড়া আর কেউ পবিত্র করে তুলতে পারে না। এসব বিষয় বুদ্ধিতে রাখতে হয় অন্যদের বোঝানোর জন্য। ঘরে-ঘরে খবর দিতে হবে। এমনটা বলবে না যে ভগবান এসেছেন। ভালো ভাবে যুক্তি সহকারে বোঝাতে হবে। তাদের বলো, তিনি তো বাবা । এক হলেন লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় হলেন পারলৌকিক পিতা। দুঃখের সময় তো পারলৌকিক বাবাকেই স্মরণ করে থাকে। সুখধামে কেউ স্মরণ করে না। সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যে সুখই সুখ ছিল। পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধি সবই ছিল। বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হওয়ার পর কেন ডাকবে ! আত্মা জানে আমরা সুখী। এটা তো যে কেউ বলবে ওখানে শুধুই সুখ। বাবা দুঃখ দেওয়ার জন্য তো সৃষ্টি রচনা করেননি। এ হলো অনাদি অবিনাশী ড্রামা যা পূর্ব নির্ধারিত। যার ভূমিকা শেষে থাকবে সে ২-৪ জন্ম নেবে, অবশিষ্ট সময় শান্তিতে থাকবে। ড্রামার খেলা থেকে কেউ বেরিয়ে যাবে, এ তো হতেই পারে না। খেলায় সবাইকেই অংশগ্রহণ করতে হবে। এক -দুই জন্ম নেবে বাকি সময় ঠিক যেন মোক্ষতে থাকবে। আত্মাই ভূমিকা পালন করে, তাই না ! কোনো আত্মার উচ্চ ভূমিকা (শ্রেষ্ঠ) প্রাপ্ত হয়েছে কারো আবার কম, এটা তো তোমরা জেনেছ । গাওয়াও হয়ে থাকে ঈশ্বরের অন্ত কেউ পেতে পারে না। বাবাই এসে রচয়িতা আর রচনার আদি মধ্য-অন্তের ব্যাখ্যা করে থাকেন। যতক্ষণ রচয়িতা স্বয়ং না আসে ততক্ষণ রচয়িতা আর রচনাকে জানতে পারবে না। বাবাই এসে সব বুঝিয়ে বলেন। তিনি বলেন আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। আমি যার ভিতরে প্রবেশ করি সেও নিজের জন্মকে জানেনা, তার মধ্যে প্রবেশ করে ৮৪ জন্মের কাহিনী শুনিতে থাকি। কারো ভূমিকার কোনও পরিবর্তন হতে পারে না। এই

খেলা পূর্ব নির্ধারিত। কারো বুদ্ধিতে এটা বসে না। বুদ্ধিতে তখনই বসবে যখন পবিত্র হয়ে বুমবে। যথার্থ রীতিতে বোঝার জন্যই ৭ দিনের ভাড়া রাখা হয়।

ভাগবত পাঠ ইত্যাদি-৭ দিন রাখা হয়। এও বোঝানো হয় - কমপক্ষে ৭ দিন ধরে না রাখলে কেউ-ই বুমতে পারবে না। কেউ-কেউ তো খুব ভালো করে বুমতে পারে। আবার কেউ-কেউ-৭ দিন বোঝার পরও কিছুই বুমতে পারে না। বুদ্ধিতেই বসে না। বলে থাকে আমি তো ৭ দিন ধরে আসছি, কিন্তু আমার বুদ্ধিতে কিছুই বসেনি। উঁচু পদ না পাওয়ার হলে বুদ্ধিতে বসবে না। তবুও তো তার কল্যাণ হল, তাই না! প্রজা তো এভাবেই তৈরি হয়। রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত করার জন্য গুপ্ত পরিশ্রম করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। স্মরণ কর বা না কর বাবার ডায়রেকশন এটাই। ভালোবাসার জিনিস তো স্মরণ হয়, তাইনা। ভক্তি মার্গেও গেয়ে থাকে - হে পতিত-পাবন এসো। এখন তাঁকে পেয়েছ। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করলে জং কেটে যাবে। বাদশাহী সহজে পাওয়া যায় না, কিছু তো পরিশ্রম করতে হবে। স্মরণেই পরিশ্রম আছে। প্রধান বিষয়ই হলো স্মরণের যাত্রা। অধিক স্মরণকারী কর্মজীত অবস্থাকে প্রাপ্ত করতে সক্ষম হয়। সম্পূর্ণরূপে স্মরণ না করলে বিকর্ম বিনাশ হবেনা। যোগবল দ্বারাই বিকর্মজীত হতে হবে। পূর্বেও তোমরা যোগবলের দ্বারা বিকর্মকে জয় করেছ। লক্ষ্মী-নারায়ণ এতো পবিত্র কিভাবে হয়েছে যখন কলিযুগের শেষে কেউ-ই পবিত্র নয়। এর দ্বারাই বোঝা যায়, গীতা জ্ঞানের এপিসোড রিপিট হয়ে চলেছে। "শিব ভগবানুবাচ", ভুল তো হতেই থাকে, তাই না! বাবাই এসে নির্ভুল করে তোলেন। ভারতের যা কিছু শাস্ত্র সবই হলো ভক্তি মার্গের। বাবা বলেন, আমি যা বলেছিলাম, সে'সব কারো জানা নেই। যাদের বলেছিলাম তারা পদ প্রাপ্ত করেছে। ২১ জন্মের জন্য প্রালব্ধ হয় তারপর জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তোমরাই চক্র ঘুরে এসেছ। কল্প পূর্বেও যারা শুনেছিল তারাই আসবে। এখন তোমরা জানো যে আমরা মানুষকে দেব-দেবীতে রূপ দেওয়ার জন্য চারা রোপন করছি। এটি হলো দেব-দেবীদের গাছের চারা। ওরা শারীরিক গাছের অনেক চারা রোপন করে চলে। বাবা এসে কনট্রাস্ট বুঝিয়ে বলেন। বাবা এসে দৈবী ফুলের চারা রোপন করেন। ওরা তো বন-জঙ্গলের জন্য চারা রোপন করে থাকে। তোমরাই দেখাও কৌরবরা কি করছে আর পান্ডবেরা কি করছে। ওদের কি প্ল্যান আর তোমাদের কি প্ল্যান। ওরা নিজেদের প্ল্যান তৈরি করে, যাতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি না পায়। ফ্যামিলি প্ল্যানিং করে, তার জন্য পরিশ্রম করতে থাকে। বাবা তো অনেক সুন্দর করে বুঝিয়ে বলেন, সব ধর্মের বিনাশ হবে আর একটাই দেবী-দেবতা ধর্মের পরিবার স্থাপন হবে। সত্যযুগে একটাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের পরিবার ছিল। এতো পরিবার ছিলনা। ভারতে অসংখ্য পরিবার। গুজরাতি পরিবার, মহারাষ্ট্রিয়ান পরিবার...বাস্তবে ভারতবাসীদের একটাই পরিবার হওয়া উচিত। অনেক পরিবার হলে নিজেদের মধ্যে খিটখিট হবেই। তারপর গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। পরিবারগুলোর মধ্যেও গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যেমন খ্রিস্টানদের নিজের পরিবার আছে। ওদেরও নিজেদের মধ্যে বিবাদ লাগে। নিজেদের মধ্যেও দুই ভাই একত্রে মিলিত হয়না, জল নিয়েও ভাগাভাগি হয়। শিখ ধর্মাবলম্বীরা ভাবে আমরা শিখ ধর্মাবলম্বীদের বেশি সুখ দেব, তার জন্যই তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। অন্তিম সময়ে নিজেদের মধ্যেই গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। লড়াই করে একে অপরের সাথে। বিনাশ তো হবেই। অসংখ্য বোমা তৈরি করে চলেছে। মহাযুদ্ধে দুটি বোমা নিষ্ক্ষেপ করা হয়েছিল। এসবই বোঝার বিষয়। তোমাদের বোঝাতে হবে এই লড়াই-ই হলো মহাভারতের। বড়ো-বড়ো ব্যক্তির বাবে থাকে এই লড়াই যদি বন্ধ না করা হয় তবে সম্পূর্ণ দুনিয়ায় আগুন জ্বলবে। আগুন যে জ্বলবে এ তো তোমরা জানোই। বাবা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা করছেন। রাজযোগ হলো সত্যযুগের। সেই দেবী-দেবতা ধর্ম এখন লুপ্তপ্রায়। চিত্রও নির্মাণ হয়েছে। বাবা বলেন কল্প পূর্বের মতোই যা কিছু বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছিল আবারও তা হবে। প্রথমে বোঝা যায় না, পরে বোঝা যায় কল্প পূর্বেও এমন হয়েছিল। এই ড্রামা আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছে। আমরা প্রত্যেকেই এই ড্রামার অংশীদার। স্মরণের যাত্রাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়, একেই পরীক্ষা বলে। স্মরণের যাত্রায় স্থিত হতে পারে না, ক্লান্ত হয়ে পড়ে। গান আছে না — রাতের পথিক এর অর্থ কেউ বোঝেনি। এ হলো স্মরণের যাত্রা। যেখানে রাত শেষ হয়ে দিন আসবে। অর্ধকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার পর সুখ শুরু হবে। বাবা মন্মথনাভবর অর্থও বুঝিয়েছেন। শুধুমাত্র গীতায় কৃষ্ণের নাম লেখার জন্য সেই শক্তির ক্ষয় হয়েছে। কল্যাণ তো সবার হওয়া উচিত। সমস্ত মানুষের কল্যাণ করছি। বিশেষ করে ভারতের এবং সাধারণভাবে বিশ্বের। শ্রীমত অনুযায়ী আমরা সবার কল্যাণ করে চলেছি। যে কল্যাণকারী হবে সেই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। স্মরণের যাত্রা ছাড়া কল্যাণ হতে পারে না।

এখন তোমাদের বোঝান হয় যে, তিনি হলেন অসীম জগতের পিতা। বাবার কাছ থেকে তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছিলে। ভারতবাসীরাই ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছিল। পুনর্জন্মের হিসেবও রয়েছে। কেউ-ই জানেনা যে ৮৪ জন্ম কারা নিয়ে থাকে। শাস্ত্রে নিজেরাই নিজেদের মতো করে শ্লোক ইত্যাদি তৈরি করে শুনিয়ে থাকে। গীতা তো একই কিন্তু তার টিকা ভাষ্য অনেক করা হয়েছে। ওরা গীতার থেকে ভাগবতকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। গীতার মধ্যে জ্ঞান আছে আর ভাগবতে

জীবন কাহিনী আছে। গীতা অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া উচিত। জ্ঞানের সাগর বাবা তাঁর জ্ঞান তো চলতেই থাকে। ঐ গীতা আধা ঘন্টার মধ্যে পড়ে ফেলা যায়। তোমরা তো এই জ্ঞান শুনেই আসছ। যতদিন যাবে তোমাদের কাছে অনেক মানুষ আসতে থাকবে। ধীরে-ধীরে আসতে থাকবে। এখন যদি বড়ো-বড়ো রাজারা চলে আসে তবে তো বেশি দিন লাগবে না, সুতরাং এই কারণেই সবকিছু যুক্তি দিয়ে চলতে হবে। এ হলো গুপ্ত জ্ঞান। কারো জানা নেই যে এরা কি করছে। রাবণের সাথে তোমাদের যুদ্ধ। এটা শুধু তোমরাই জানো আর কেউ জানতে পারে না। ভগবানুবাচ — তোমরা সতোপ্রধান হওয়ার জন্য আমাদের স্মরণ করলে তোমাদের পাপ নাশ হয়ে যাবে। পবিত্র হলে তবেই তো সাথে নিয়ে যাব। জীবনমুক্তি সবাইকে পেতে হবে। রাবণ রাজ্য থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। তোমরা লিখেও থাকো আমরা শিব শক্তি ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, পরমপিতা পরমাত্মার শ্রীমতে শ্রেষ্ঠ দুনিয়া স্থাপন করব, ৫ হাজার বছর পূর্বের মতো। ৫ হাজার বছর আগে শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়া ছিল। বুদ্ধিতে এটা বসাতে হবে। প্রধান পয়েন্টস গুলো বুদ্ধিতে ধারণ হলে তবেই স্মরণের যাত্রায় থাকতে পারবে। পাথরবুদ্ধি হয়ে গেছ না! কেউ মনে করে এখনও সময় আছে পরে পুরুষার্থ করব। কিন্তু মৃত্যুর তো কোনো নিয়ম নেই। কাল করতে - করতে কালই মরে যাবে। শেষে গিয়ে পরিশ্রম করে এগিয়ে যাব। এমন ভেবোনা যে এখনও অনেক বছর পড়ে আছে। এই ভাবনাই আরও নিচে নামিয়ে দেবে। যতটা সম্ভব পুরুষার্থ করতে থাকো। শ্রীমত অনুসারে প্রত্যেকেই নিজের কল্যাণ করতে হবে। নিজেকে যাচাই করতে হবে কতখানি বাবাকে স্মরণ করি আর কতটুকু বাবার সার্ভিস করি। তোমরা আত্মিক পিতার আধ্যাত্মিক সহযোগী তাইনা। আত্মা পতিত থেকে পাবন কীভাবে হয় তার যুক্তি বলে দাও তোমরা। দুনিয়াতে ভালো এবং মন্দ দুই ধরনেরই মানুষ আছে, প্রত্যেকের আলাদা-আলাদা ভূমিকা। এসবই অসীম জগতের বিষয়। প্রধান শাখা-প্রশাখাই গণনা করা হয়। পাতা তো অসংখ্য। বাবা বোঝাতেই থাকেন - "বাচ্চারা পরিশ্রম কর"। সবাইকে বাবার পরিচয় দিলে বুদ্ধিযোগ বাবার সাথে জুড়ে যাবে। বাবা সব বাচ্চাদের বলেন, পবিত্র হলে মুক্তিধামে চলে যাবে। দুনিয়া তো জানেই না যে মহাভারতের লড়াই শেষে কি হবে। জ্ঞান যন্ত রচনা করা হয়েছে কেননা নতুন দুনিয়া চাই। আমাদের যন্ত সম্পূর্ণ হলে এই যন্তে সবকিছুই স্বাধা হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) এই ড্রামা পূর্ব থেকেই রচিত, সেইজন্যই বিঘ্নে ঘাবড়ে যাবে না। বিঘ্নের মধ্যেও স্মরণের যাত্রায় যেন ভুল না হয়। ধ্যান রাখা উচিত - স্মরণের যাত্রা যেন কখনও থেমে না যায়।

২) পারলৌকিক বাবার পরিচয় সবাইকে দেওয়ার সময় পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দিতে হবে। দৈবী বৃক্ষের চারা রোপণ করতে হবে।

বরদান:- — সমস্ত দায়িত্বের বোঝা বাবাকে দিয়ে সদা নিজের উন্নতি সাধনকারী সহজযোগী ভব যে বাচ্চা বাবার কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব নেওয়ার সঙ্কল্প নেয় তাকে বাবাও ততই সহযোগ প্রদান করেন। শুধু যা কিছু ব্যর্থ বোঝা আছে তা বাবার উপর ছেড়ে দাও। বাবার হয়ে গিয়ে বাবার উপর দায়িত্বের বোঝা অর্পণ করলে সফলতাও অধিক হবে আর উন্নতিও সহজেই হবে। কেন এবং কি এর প্রশ্ন থেকে মুক্ত হও, বিশেষ ভাবে ফুলস্টপের স্থিতি থাকলে সহজযোগী হয়ে অতিন্দ্রীয় সুখের অনুভব করতে থাকবে।

স্লোগান:- হৃদয় এবং মস্তিষ্কে অনেস্টি (সততা) থাকলে বাবা বা পরিবারের বিশ্বাসের পাত্র হয়ে যাবে।

“মিষ্টি বাচ্চারা - সজ্ঞামে তোমাদের নতুন আর একেবারে আলাদা জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, তোমরা জানো যে আমরা সকল আত্মারা হলাম অভিনেতা। একজনের পটি অন্যজনের সাথে মেলে না”

*প্রশ্নঃ - মায়ার উপর জয় প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা আধ্যাত্মিক যোদ্ধাদের (কষ্টিত্রয়দের) কোন্ যুক্তি প্রাপ্ত হয়েছে ?

*উত্তরঃ - হে আধ্যাত্মিক কষ্টিত্রয়, তোমরা সর্বদা স্ত্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো। আত্ম অভিমানী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো, প্রতিদিন সকাল সকাল উঠে স্মরণে থাকার অভ্যাস তৈরী করো, তাহলে মায়ার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করতে পারবে। উল্টো-পাল্টা সংকল্পের থেকে বেঁচে যাবে। স্মরণের মিষ্টি যুক্তি মায়াজিৎ বানিয়ে দেবে।

*গীতঃ- যার সাথী হলেন ভগবান...

ওম্ শান্তি । এটা হল মানুষের দ্বারা তৈরী হওয়া গান। এর অর্থ কেউ কিছুই জানেনা। গান, ভজন ইত্যাদি গাইতে থাকে। ভক্তরা মহিমা করতে থাকে কিন্তু কিছুই জানেনা। মহিমা অনেক করতে থাকে। বাচ্চারা তোমাদেরকেও কোনো মহিমা করতে হয়না। বাচ্চারা বাবার কখনো মহিমা করে না। বাবা জানেন যে এরা হলো আমার বাচ্চা। বাচ্চারা জানে ইনি হলেন আমাদের বাবা। এখন এটা হল অসীম জগতের কথা। তবুও সকলে অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করে। এতদিন পর্যন্তও স্মরণ করে এসেছে। ভগবানকে বলে যে - হে বাবা। এঁনার নাম হল শিব বাবা। যেরকম আমরা হলাম আত্মা সেইরকম তিনি হলেন শিব বাবা। তিনি হলেন পরম আত্মা, যাকে সুপ্রিম বলা হয়, আমরা হলাম তাঁর বাচ্চা। তাঁকে সুপ্রিম সোল অর্থাৎ পরম আত্মা বলা হয়। তাঁর নিবাস স্থান কোথায়? পরম ধামে। সমস্ত আত্মারা সেখানেই থাকে। সকল আত্মারাই হলো অভিনেতা। তোমরা জানো যে নাটকের অভিনেতাদের মধ্যে নম্বরের ক্রম হয়ে থাকে। প্রত্যেকের পটি অনুসারে সেই মতো মূল্য প্রাপ্ত হয়। সেখানে যে আত্মা থাকে তারা প্রত্যেকেই হলো পটিধারী কিন্তু নম্বরের ক্রম অনুসারে সকলের পটি প্রাপ্ত হয়েছে। আত্মিক বাবা বসে বোঝাচ্ছেন যে আত্মাদের মধ্যে কিভাবে অবিনাশী পটি পূর্ব থেকে নির্ধারিত হয়ে থাকে। সমস্ত আত্মাদের পটি এক রকম হতে পারে না। সকলের মধ্যে একই রকম শক্তি নেই। তোমরা জানো যে সব থেকে ভালো পাঠ্য তাদের, যারা প্রথমদিকে শিব বাবার রুদ্র মালাতে আছে। নাটকে যারা খুব ভালো ভালো অভিনেতা হয় তাদের অনেক মহিমা হয়ে থাকে। কেবল তাদেরকে দেখার জন্যও লোকেরা যায়। তো এটাই হল অসীম জগতের ড্রামা। এই অসীম জগতের ড্রামাতেও উঁচু হলেন এক বাবা। তাঁকে সর্বোচ্চ অ্যাকটর, ক্রিয়েটর, ডাইরেক্টরও বলা যায়, তারা সবাই হল লৌকিক জগতের অভিনেতা, ডাইরেক্টর ইত্যাদি। তাদের নিজেদের ছোট পটি প্রাপ্ত হয়। আত্মাই ভূমিকা পালন করে কিন্তু দেহ অভিমানের কারণে বলে দেয় যে মানুষের এইরকম পটি আছে। বাবা বলেন সমস্ত পটিই হল আত্মার। আত্ম অভিমানী হতে হয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে সৎযুগে আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকে। বাবাকে জানে না। এখানে কলিযুগে তো আত্ম-অভিমানী নেই আর বাবাকেও জানে না। এখন তোমরা আত্ম-অভিমানী হচ্ছে। বাবাকেও জেনেছো।

তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের একবারই আলাদা জ্ঞান প্রাপ্ত হচ্ছে। তোমরা আত্মাকে জেনে গেছ যে আমরা সবাই হলাম আত্মা, অভিনেতা। প্রত্যেকেরই পটি প্রাপ্ত হয়েছে যেটা পরস্পরের সাথে মেলে না। সমস্ত পটি আত্মার মধ্যেই আছে। এমনিতেও তো যে নাটক তৈরি হয়, সেই পটিও আত্মাই ধারণ করে। ভালো পটিও আত্মাই গ্রহণ করে। আত্মাই বলে যে আমি হলাম গর্ভনর, আমি অমুক। কিন্তু আত্ম-অভিমানী হয়না। সৎযুগে বুঝবে যে আমি হলাম আত্মা। এক শরীর ছেড়ে দ্বিতীয় নেবে। পরমাত্মাকে সেখানে কেউ জানবে না, এই সময় তোমরা সবকিছু জেনে গেছো। শূন্য আর দেবতাদের থেকে তোমরা ব্রাহ্মণেরা হলে উত্তম। এত অধিক ব্রাহ্মণ কোথা থেকে আসবে, যে তৈরী হবে। প্রদর্শনীতে লক্ষ্যধিক আসে। যে ভালোভাবে বুঝবে, জ্ঞান শুনবে তারা প্রজা হয়ে যাবে। এক-এক রাজার অনেক প্রজা হবে। তোমরা অনেক প্রজা তৈরি করছ। প্রদর্শনী, প্রজেক্টরের দ্বারা কেউ কেউ বুঝে ভালো ভালোও তৈরী হয়। শিখবে, যোগ করবে। এখন তারা বেরিয়ে আসবে। প্রজাও বেরোবে তারপর ধনী, রাজা-রানী, গরিব ইত্যাদি সবাই বেরিয়ে আসবে। প্রিন্স প্রিন্সেস অনেক হবে। সৎযুগ থেকে তেরতা পর্যন্ত প্রিন্স প্রিন্সেস হবে। কেবল ৮ জন বা ১০৮ জন তো হবে না। কিন্তু এখন সবাই তৈরি হচ্ছে। তোমরা সেবা করতে থাকো। এটাও নতুন কিছু নয়। তোমরা যদি কোনো অনুষ্ঠান করো, এও নাথিং নিউ (নতুন কিছু নয়)। অনেকবার করেছ পুনরায় সজ্ঞাম যুগে করবে, আর কি করবে! বাবা এসেছেন পতিতদেরকে পাবন বানাতে। একে বলা হয় ওয়াল্ড-এর হিস্ট্রি জিওগ্রাফি। প্রত্যেক কথাতে নম্বরের ক্রম তো হবেই। তোমাদের মধ্যে যে ভালো ভাষণ করতে পারে তাকে সবাই বলবে যে এ খুব সুন্দর ভাষণ করেছে। অন্যদের শুনবে তো বলবে যে প্রথমজন খুব ভালো বোঝাতে পারে। তৃতীয়জন তার থেকেও ভালো হলে তো বলবে যে এ তো তার থেকেও অধিক ভালো বোঝায়। প্রত্যেক কথাতে পুরুষাধি করতে হবে যে আমি তার থেকে উপরে যাব। যারা দক্ষ হবে তারা ঝট্ করে হাত তুলবে ভাষণ করার জন্য। তোমরা সবাই হলে পুরুষাধি, পরবর্তীকালে মেল টেরন হয়ে যাবে। যেইরকম মাস্সা স্পেশাল মেল টেরন ছিলেন। বাবার বিষয়ে তো জানা যায় না, কেননা দুজন একসঙ্গে ছিলেন। তোমরা বুঝতে পারবে না যে কে বলছেন। তোমরা সর্বদা এটাই বুঝবে যে শিব বাবা বোঝাচ্ছেন। বাবা আর দাদা

দু'জনে জানেন কিন্তু তিনি হলেন অন্তর্যামী। বাইরে থেকে বলেন যে ইনি তো খুবই হুশিয়ার। বাবাও মহিমা শুনে খুশি হন। লৌকিক বাবার কোনো বাচ্চা যদি ভালো রকম পড়াশোনা করে উঁচু পদ প্রাপ্ত করে, তখন বাবা বোঝেন যে এই বাচ্চার ভালো নাম হবে। ইনিও বোঝেন যে অমুক বাচ্চা এই আধ্যাত্মিক সেবাতে খুবই হুশিয়ার। মুখ্য হলো ভাষণ করা, কাউকে বাবার পরিচয় দেওয়া, বোঝানো। বাবা উদাহরণও বলেছিলেন যে কারো ৫টি বাচ্চা ছিল, তো কেউ জিজ্ঞাসা করেছিল যে তোমার কতগুলো বাচ্চা? তো বলেছিল যে আমার দুটি বাচ্চা। তাকে বলল তোমার তো ৫ টি বাচ্চা। তখন সে বলল, সুপুত্র হল দুটি। এখানেও এরকম। বাচ্চা তো অনেক আছে। বাবা বলবেন যে এই ডাক্তার নির্মলা বাচ্চী খুবই ভালো। অত্যান্ত প্রেমের সাথে লৌকিক বাবাকে বুঝিয়ে সেন্টার খুলিয়েছে। এটাই হল ভারতের সেবা। তোমরা ভারতকে স্র্গ বানাচ্ছ। রাবণ এই ভারতকে নরক বানিয়েছে। একজন সীতা বন্দি ছিলেন না, তোমরা সীতারা রাবণের কাছে বন্দি ছিলে। বাকি শাস্ত্রের তো সব গল্প-কথা বলে দিয়েছে। এই ভক্তি-মার্গও ড্রামাতে আছে। তোমরা জানো যে সংযুগ থেকে যেটা ঘটে এসেছে সেটাই পুনরাবৃত্তি হবে। তোমরাই পূজ্য তোমরাই পূজারী হও। বাবা বলেন, আমাকে এসে পূজারী থেকে পূজ্য বানাতে হয়। প্রথমে গোলেডন এজড্ তারপর আয়রন এজড্ হতে হয়। সংযুগে সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল। রামরাজ্য তো চন্দ্রবংশী ছিল।

এই সময় তোমরা সবাই হলে আধ্যাত্মিক কষত্রিয় (যোদ্ধা)। যুদ্ধের ময়দানে আগতকে কষত্রিয় বলা যায়। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক কষত্রিয়। বাকি অন্যরা হল লৌকিক কষত্রিয়। তাদেরকে বলা যায় বাহুবলের দ্বারা লড়াই ঝগড়া করে। শুরু থেকে মল্লযুদ্ধ হতো হাত ইত্যাদির দ্বারা। নিজেদের মধ্যে লড়াই করতো তারপর বিজয় প্রাপ্ত করত। এখন তো দেখো বম্বস্ ইত্যাদি তৈরী হয়েছে। তোমরাও হলে কষত্রিয়, তারাও হলো কষত্রিয়। স্রীমতে চলে তোমরা মায়ার উপর জয় লাভ করো। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক কষত্রিয়। এই শরীরের কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা আত্মাই সবকিছু করছে। আত্মাকে বাবা এসে শেখাচ্ছেন - বাচ্চারা, আমাকে স্মরণ করলে মায়া আক্রমণ করবে না। তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর তোমাদের উল্টোপাল্টা সংকল্প আসবে না। বাবাকে স্মরণ করলে খুশিও থাকবে। এইজন্য বাবা বোঝাচ্ছেন যে, সকাল সকাল উঠে অভ্যাস করো। বাবা তুমি কত মিষ্টি। আত্মা বলছে - বাবা। বাবা নিজের পরিচয় দিয়েছেন - আমি হলাম তোমাদের বাবা, তোমাদেরকে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান শোনাতে এসেছি। এটা হল মনুষ্যসৃষ্টির উল্টো বৃক্ষ। এটি হলো ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের মনুষ্যসৃষ্টি, একে বলা যায় বিরাট লীলা। বাবা বুঝিয়েছেন যে এই মানুষের বৃক্ষের আমি হলাম বীজ রূপ। আমাকে স্মরণ করে। কে কোন বৃক্ষের, কে কোন বৃক্ষের। তবুও নম্বরের ক্রমানুসারে বেরিয়ে আসে। এটাই ড্রামা তৈরি হয়ে আছে। কথিত আছে যে অমুক ধর্ম স্থাপক দেবদূতকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু সেখান থেকে পাঠান না। এটা ড্রামা অনুসারে পুনরাবৃত্তি ঘটে। এই একজনই আছেন যিনি ধর্ম আর রাজধানী স্থাপন করেছেন। এটা দুনিয়াতে কেউই জানেনা। এখন হল সজ্জাম। বিনাশের জ্বালা প্রজ্বলিত হবেই। এটি হল শিব বাবার জ্ঞান যজ্ঞ। তারা বুদ্ধ নাম রেখে দিয়েছে। প্রজাপিতা বরহমার দ্বারা তোমরা বরাহমণেরা জন্ম নিয়েছে, তাইনা। তোমরা হলে সবথেকে শ্রেষ্ঠ। পিছনে আরো অনেকে বেরিয়ে আসে। বাস্তবে তো সবাই হল বরহমার বাচ্চা। বরহমাকে বলা যায় প্লেট প্লেট গ্যান্ড ফাদার। বিভাগ আছে, সবার প্রথমে বরহমা হলেন উঁচুতে তারপর শাখা বিভাজন হয়েছে। বলা হয় ভগবান সৃষ্টি কিভাবে রচনা করেন। রচনা তো আছে। যখন তারা পতিত হয় তখন তাঁকে আহ্বান করে। তিনিই এসে দুঃখী সৃষ্টিকে সুখী বানান, এইজন্য আহ্বান করে, বাবা, দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী এসো। নাম রেখে দিয়েছে হরিন্দ্র। হরিন্দ্র অর্থাৎ হরির দ্বার। সেখানে গজা প্রবাহিত হচ্ছে। মনে করে যে আমরা গজা স্মান করলে হরির দ্বারে চলে যাব। কিন্তু হরির দ্বার কোথায় আছে? তারা তখন কৃশকে বলে দেয়। হরির দ্বার তো হলেন শিব বাবা। দুঃখ হরণকারী সুখ প্রদানকারী। প্রথমে তোমাদেরকে যেতে হবে নিজ নিকেতনে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন নিজের বাবার আর ঘরের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে। বাবার স্থান হল উপরে। ফুল হলো উপরে তারপর যুগল দানা তার থেকে নিচে। তখন বলা হবে বুদ্ধ মালা। বুদ্ধ মালা তারপর বিষ্ণুর মালা। বিষ্ণুর গলার হার সেটাই যারা বিষ্ণুপুরীতে রাজত্ব করবে। বরাহমণদের মালা হয় না, কেননা সময়ে সময়ে তা ভেঙে যায়। বাবা বোঝান, নম্বরের ক্রমানুসারে তো আছে তাই না। আজ ঠিক আছে কাল তুফান এসে যায়, প্রহের দশা এসে গেলে ঠান্ডা পড়ে যায়। বাবা বলেন, তারা আমার হয়, আশ্চর্যবৎ শোনে, অন্যদেরকে শোনায়ে, ধ্যানে যায়, মালাতে এসে... পুনরায় একদম ভাগিন্টি, চন্দাল হয়ে যায়। তাহলে মালা কিভাবে হবে? তাই বাবা বোঝাচ্ছেন, বরাহমণদের কোনও মালা হয়না। ভকত মালা আলাদা, বুদ্ধ মালা আলাদা। ভকত মালাতে মুখ্য হলো নারীদের মধ্যে মীরা আর পুরুষদের মধ্যে নারদ। এটাই হলো বুদ্ধ মালা। সজ্জামে বাবা-ই এসে মুক্তি জীবনমুক্তি প্রদান করেন। বাচ্চারা বুঝে গেছে যে আমরাই স্বর্গের মালিক ছিলাম। এখন নরকে আছি। বাবা বলছেন, নরককে লাখি মারো, স্বর্গের রাজত্ব গ্রহণ করো, যেটা রাবণ তোমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। এটা তো বাবা এসে বলে দেন। তিনি এই সকল শাস্ত্রের তীর্থ ইত্যাদিকে জানেন। তিনি হলেন বীজ রূপ, তাই না। জ্ঞানের সাগর, শান্তির সাগর.... এটা আত্মা বলছে।

বারা বোঝান যে, এই লক্ষ্মী-নারায়ণ সংযুগের মালিক ছিল। তার আগে কি ছিল? অবশ্যই কলিযুগের অন্ত হবে তাহলে তো সজ্জাম যুগ হতে হবে পুনরায় এখন স্র্গ তৈরি হচ্ছে। বাবাকে স্বর্গের রচয়িতা বলা হয়, স্র্গ স্থাপন করছেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন। এঁাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার কোথা থেকে প্রাপ্ত হয়েছে? স্বর্গের রচয়িতা বাবার থেকে। এই উত্তরাধিকার বাবার দ্বারাই প্রদত্ত। তোমরা যে কাউকে জিজ্ঞাস করতে পারো যে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের সংযুগে রাজধানী ছিল, তারা তা কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন? কেউ বলতে পারবে না। এই দাদাও বলছেন যে, আমিও জানতাম না। পূজা করতাম কিন্তু কিছুই জানতাম না। এখন বাবা বুঝিয়েছেন - এই

সজ্জামেই রাজযোগ শিখছে। গীতাতেই রাজযোগের বর্ণনা আছে। গীতা ছাড়া আর কোনও শাস্ত্রের রাজযোগের কথা নেই। বাবা বলেন, আমি তোমাদেরকে রাজাদেরও রাজা তৈরি করছি। ভগবানই এসে নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জ্ঞান প্রদান করেন। ভারতের মুখ্য শাস্ত্র হল গীতা। গীতা কবে রচনা করা হয়েছে এটা জানেনা। বাবা বলেন, আমি কল্প-কল্পের সজ্জামে আসি। যাদেরকে রাজ্য দিয়েছিলাম তারা রাজ্য হারিয়ে পুনরায় তমোপ্রধান দুঃখী হয়ে পড়েছে। এখন এটা হল রাবণের রাজ্য। সমগ্র ভারতেরই কাহিনি এটি। ভারত হলো অলরাউন্ড, অন্যান্যরা তো সব পরে আসে। বাবা বলেন, তোমাদেরকে ৮৪ জন্মের রহস্য বলছি। ৫ হাজার বছর পূর্বে তোমরা দেবী দেবতা ছিলে, তোমরা নিজেদের জন্মকে জানতে না, হে ভারতবাসী! বাবা এসেছেন অন্তিম সময়ে। আদিতে এলে তো আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান কিভাবে শোনাবেন! সৃষ্টির বৃদ্ধি যদি না হয় তো কিভাবে বোঝাবেন? সেখানে তো জ্ঞানের দরকারই নেই। বাবা এখন সজ্জাম যুগেই জ্ঞান প্রদান করতে এসেছেন। তিনি হলেন নলেজ ফুল, তাই না। অবশ্যই জ্ঞান শোনাতে এই অন্তিম সময় আসতে হয়। আদিতে তোমাদেরকে কি শোনাবেন! এটা হল বোঝার বিষয়। ভগবানুবাচ যে আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাচ্ছি। এ হল পান্ডব গর্ভমেন্টের ইউনিভার্সিটি। এখন হল সজ্জাম - যাদব, কৌরব আর পান্ডব। তারা সেনা দেখিয়ে দিয়েছে। বাবা বোঝাচ্ছেন যে যাদব কৌরব বিনাশ কালে বিপরীত বুদ্ধি। পরস্পরকে গালি দেয়। বাবার সাথে প্রীতি নেই। বলে দেয় যে কুকুর বিড়াল সকলের মধ্যে পরমাৎমা আছে। বাকি পান্ডবদের প্রীতি-বুদ্ধি ছিল। পান্ডবদের সাথে ছিলেন স্বয়ং পরমাৎমা। পান্ডব মানে আধ্যাত্মিক পান্ডা। তারা হল লৌকিক পান্ডা, তোমরা হলে আধ্যাত্মিক পান্ডা। আচ্ছা!

মিস্তি-মিস্তি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ঊনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্মে মুখ্য সারঃ

১) আত্ম অভিমানী হয়ে এই অসীম জগতের নাটকে হিরো পার্ট পালন করতে হবে। প্রত্যেক অভিনেতার পার্ট নিজ নিজ। এই জন্ম কারো পার্ট দেখে ঈর্ষা ক'রো না।

২) সকাল সকাল উঠে নিজের সাথে কথা বলতে হবে, অভ্যাস করতে হবে - আমি এই শরীরের কর্মেন্দ্রিয়ের থেকে আলাদা। বাবা তুমি কতই না মিস্তি, তুমি আমাকে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান দিয়েছো।

বরদানঃ সর্বদা দেহ অভিমান এবং দেহের দুর্গন্ধ থেকে দূরে থেকে ইন্দ্রপ্রস্থ নিবাসী ভব
বলা হয় যে ইন্দ্রপ্রস্থে পরীরা ছাড়া আর কোনও মানুষ থাকতে পারে না। মানুষ অর্থাৎ যে নিজেকে আত্মা না মনে করে দেহ মনে করে। তাই দেহ অভিমান আর দেহের পুরানো দুনিয়া, পুরানো সম্বন্ধের থেকে সর্বদা উপরে উড়তে থাকো। অল্প একটুও মনুষ্যভাবের দুর্গন্ধ যেন না থাকে। দেহী-অভিমানী স্থিতিতে থাকো, জ্ঞান আর যোগের ডানা মজবুত হলে তবে বলা যাবে ইন্দ্রপ্রস্থ নিবাসী।

স্লোগানঃ নিজের শরীর, মন, ধনকে সফল করে বা সকল খাজনাকে বৃদ্ধি যে করতে পারে, সে-ই হল সুবুদ্ধি সম্পন্ন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন তোমাদের রাবণ রাজ্য থেকে লিবারেট (মুক্ত) করে সঙ্গতি দিতে, নরকবাসীদেরকে স্বর্গবাসী বানাতে"

*প্রশ্ন:- বাবা তোমাদের অর্থাৎ ভারতবাসী বাচ্চাদের কোন্ কোন্ স্মৃতি জাগিয়ে দিয়েছেন ?

*উত্তর:- হে ভারতবাসী বাচ্চারা! তোমরা স্বর্গবাসী ছিলে। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে ভারত স্বর্গ ছিলো, হীরে খচিত সোনার মহল ছিলো। তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলে। ধরিত্রী আকাশ সব তোমাদের ছিলো। ভারত শিববাবার স্থাপন করা শিবালয় ছিলো। সেখানে পবিত্রতা ছিলো। এখন আবার ঐরকম ভারত হতে চলেছে।

*গীত:- নয়নহীনকে পথ দেখাও প্রভু...

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি রুহানী বাচ্চারা (আত্মারা) এই গান শুনল। কে বলেছেন? আত্মাদের রুহানী পিতা (পরমাত্মা)। তো আত্মাদের পিতাকে আত্মা রূপী বাচ্চারা বলে যে হে বাবা। ওঁনাকে ঈশ্বরও বলা হয়ে থাকে, পিতাও বলা হয়ে থাকে। কোন্ পিতা? পরমপিতা। কারণ বাবা দুইজন - এক লৌকিক, দ্বিতীয় পারলৌকিক। লৌকিক বাবার বাচ্চারা পারলৌকিক বাবাকে ডাকতে থাকে- হে বাবা। আচ্ছা বাবার নাম? শিব। তাঁকে তো নিরাকার রূপে পূজা করা হয়। ওঁনাকে বলা হয়ে থাকে সুপ্রিম ফাদার। লৌকিক বাবাকে সুপ্রিম বলা হয় না। উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ সকল আত্মাদের বাবা হলেন একই। সমস্ত জীব আত্মারা সেই পিতাকে স্মরণ করে। আত্মারা এটা ভুলে গেছে যে আমাদের বাবা কে ? ডাকতে থাকে ও গড় ফাদার আমাদেরকে, নয়নহীনকে নয়ন প্রদান করলে আমরা আমাদের পিতাকে চিনতে পারবো। ভক্তি মার্গের ঠোঁকর থেকে মুক্ত করো। সঙ্গতির জন্য তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করার জন্য, বাবার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য ডাকে, কারণ একমাত্র বাবা-ই কল্প- কল্প ভারতে এসে ভারতকে স্বর্গ বানান। এখন হলো কলিযুগ, কলিযুগের পর সত্যযুগ আসবে। এইটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। যারা পতিত ব্রষ্টাচারী হয়ে গিয়েছে, বাবা এসে তাদের পুরুষোত্তম করে তোলেন। এই লক্ষ্মী- নারায়ণ পুরুষোত্তম হয়ে ভারতে ছিলো। লক্ষ্মী-নারায়ণের ডিনায়েস্টির রাজত্ব ছিলো। আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে সত্যযুগে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিলো। এটা বাচ্চাদের স্মরণ করানো হয়। তোমরা অর্থাৎ ভারতবাসীরা আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে স্বর্গবাসী ছিলে। এখন তো হলো সবাই নরকবাসী। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে ভারত হেভেন ছিলো। ভারতের অনেক মহিমা ছিলো, হীরে খচিত সোনার মহল ছিলো। এখন তো কিছুই নেই। ওই সময় আর কোনো ধর্ম ছিলো না, শুধুমাত্র সূর্যবংশীই ছিলো। চন্দ্রবংশীও পরে আসে। বাবা বোঝান তোমরা সূর্যবংশীর ডিনায়েস্টির ছিলে। এখনো পর্যন্ত এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির তৈরী করে চলেছে। কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য কবে ছিলো, কীভাবে পেল, এটা কারোরই জানা নেই। পূজা করে, জানে না। তো ব্লাইন্ড ফেথ, তাই না! শিবের, লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করে, বায়োগ্রাফিও জানে না। এখন ভারতবাসী নিজেরাই বলে - আমরা হলাম পতিত। আমাদের এই পতিতকে পবিত্র করতে বাবা আসেন। এসে আমাদের দুঃখ থেকে, রাবণ রাজ্য থেকে লিবারেট করো। বাবা এসেই সবাইকে লিবারেট করেন। বাচ্চারা জানে সত্যযুগে বরাবর এক রাজ্য ছিলো। বাপুজীও বলতো যে আমাদের আবার রাম - রাজ্য চাই, গার্হস্থ্য ধর্ম যা পতিত হয়ে গিয়েছে সেইটা পবিত্র হওয়া উচিত। আমরা স্বর্গবাসী হতে চাই। এখন নরকবাসীদের কি অবস্থা, দেখতে পাচ্ছো তো! একে বলা হয় হেল, ডেবিল ওয়ার্ল্ড। এই ভারতই ডিটি ওয়ার্ল্ড ছিলো। বাবা বসে বোঝান যে তোমরা ৮৪ জন্ম নিয়েছো, ৮৪ লাখ নয়। বাবা বোঝান তোমরা আসলে হলে শান্তিধামের অধিবাসী। তোমরা এখানে পার্ট করতে এসেছো। ৮৪ জন্মের ভূমিকা পালন করেছো। পূর্নজন্ম তো অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, তাই না! পূর্নজন্ম ৮৪ বার হয়।

বাচ্চারা এখন অসীম জগতের পিতা এসেছেন তোমাদের অসীম জগতের উত্তরাধিকার দিতে। বাবা বাচ্চারা, তোমাদের (আত্মাদের) সাথে কথা বলেন। অন্যান্য সৎসঙ্গে মানুষ, মানুষকে ভক্তি মার্গের কথা শোনায। অর্ধ-কল্প ভারত যখন স্বর্গ ছিলো তখন একজনও পতিত ছিলো না। এই সময় এক জনও পবিত্র নয়। এ হলো পতিত দুনিয়া। গীতাতে কৃষ্ণ ভগবানুবাচ লিখে দিয়েছে। তিনি তো গীতা শোনাননি। তারা নিজের ধর্ম শাস্ত্রকেও জানে না। নিজের ধর্মকেই ভুলে গিয়েছে। হিন্দু কোনো ধর্ম নয়। ধর্ম মুখ্য হলো চার। সর্বপ্রথম হলো আদি সনাতন দেবী- দেবতা ধর্ম। সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী দুইকে একত্রিত করে নিয়ে বলা হয় দেবী- দেবতা ধর্ম, ডিটিজম্। সেখানে দুঃখের নাম ছিলো না। ২১ জন্ম তো তোমরা সুখধামে ছিলে তারপর রাবণ রাজ্য, ভক্তি মার্গ শুরু হয়। ভক্তি মার্গ হলোই নীচে নেমে যাওয়ার। ভক্তি হলো

রাত, জ্ঞান হলো দিন। এখন হলো ঘোর অন্ধকারময় রাত্রি। শিব জয়ন্তী আর শিবরাত্রি, দুটি শব্দই আসে। শিববাবা কবে আসেন ? যখন রাত্রি হয়। ভারতবাসী ঘোর অন্ধকারে এসে যায়, তখন বাবা আসেন। পুতুলের পূজা করতে থাকে, একজনেরও বায়োগ্রাফি জানে না। এই ভক্তি মার্গের শাস্ত্রও হওয়ারই থাকে। এই ড্রামা, সৃষ্টি চক্রকেও বুঝতে হবে। শাস্ত্রে এই নলেজ নেই। সেইটা হলো ভক্তি মার্গের জ্ঞান, ফিলোসফি। সেইটা কোনো সন্নতি মার্গের জ্ঞান নয়। বাবা বলেন- আমি এসে তোমাদের ব্রহ্মা দ্বারা যথার্থ জ্ঞান শোনাই। ডাকতেও থাকে, আমাদের সুখধাম, শান্তিধামের রাস্তা বলে দাও। বাবা বলেন আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে সুখধাম ছিলো, যাতে তোমরা সমগ্র বিশ্বের উপর রাজত্ব করতে। সূর্যবংশী ডিনায়োস্টের রাজ্য ছিলো। এছাড়া সব আত্মারা শান্তিধামে ছিলো। সেখানে বলা হয় ৯ লক্ষ। বাচ্চারা, তোমাদেরকে আজ থেকে ৫ হাজার বছর পূর্বে অনেক বিতশালী করে তুলেছিলাম। এতো ধন দিয়েছিলাম - তোমরা সেই সব কোথায় হারিয়ে ফেলছো ? ভারতের কত নামডাক ছিল। ভারতই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ভূমি। বাস্তবে এটাই হলো সকলের তীর্থ, কারণ হলো পতিত পাবন বাবার জন্ম স্থান এটি। যে ধর্মেরই হোক না কেন, সকলকেই বাবা এসে সন্নতি প্রাপ্ত করান। এখন রাবণের রাজ্য সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে, শুধুমাত্র লঙ্কাতেই ছিল না। সকলের মধ্যেই ৫ বিকারের প্রবেশ হয়। যখন সূর্যবংশী রাজ্য ছিলো তখন এই সব বিকার ছিলই না। ভারত ভাইসলেস্(পাপ মুক্ত) ছিলো। এখন হলো ভিসস্(পাপের)।

সত্যযুগে দৈবী সম্প্রদায় ছিলো। তারা আবার ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন আসুরিক সম্প্রদায় হয়েছে, তারপর দৈবী সম্প্রদায় হবে। ভারত খুবই বিতশালী ছিলো। এখন গরীব হয়েছে, সেইজন্য ভিক্ষা চাইছে। বাবা বলেন তোমরা কতো বিতশালী ছিলে। তোমাদের মতো সুখ কেউ পায় না। তোমরা সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলে, ধরিত্রী আকাশ সবই তোমাদের ছিলো। বাবা মনে করিয়ে দেন, ভারত শিববাবার স্থাপনা করা শিবালয় ছিলো। সেখানে পবিত্রতা ছিলো, সেই নতুন দুনিয়াতে দেবী- দেবতারা রাজত্ব করতো। ভারতবাসী তো এইটাও জানে না যে রাধা- কৃষ্ণের নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধ কি ? দুই জন পৃথক দুই রাজধানীর ছিলো, তারপর স্বয়ম্বরের পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়েছে। এই জ্ঞান কোনো মানুষের মধ্যে নেই। পরমপিতা পরমাত্মাই হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনিই তোমাদের এই রূহানী জ্ঞান প্রদান করেন, এই স্প্রিচুয়াল নলেজ একমাত্র বাবা দিতে পারেন। এখন বাবা বলেন আত্ম-অভিমানী হও। আমাকে- পরমপিতা পরমাত্মা শিবকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারাই সত্যোপধান হবে। তোমরা এখানে আসই মানুষ থেকে দেবতা অথবা পতিত থেকে পাবন হতে। এখন এটা হলো রাবণ রাজ্য। ভক্তি মার্গে রাবণ রাজ্য শুরু হয়। রাবণ কোনো একজন সীতাকে চুরি করেনি। তোমরা হলে সবাই ভক্ত, রাবণের খাবার নীচে আছে। সমগ্র সৃষ্টি ৫ বিকার রূপী রাবণের কয়েদে আছে। সকলে শোক বটিকাতে দুঃখী হয়ে থাকে। বাবা এসে সবাইকে লিবারেট করেন। এখন বাবা আবার স্বর্গ তৈরী করছেন। এমন না যে এখন যার অনেক ধন আছে, সে স্বর্গে বাস করছে। না, এখন হলো নরক। সকলেই হলো পতিত, সেইজন্য গিয়ে গঙ্গায় স্নান করে, মনে করে গঙ্গা হলো পতিত - পাবনী। কিন্তু পবিত্র তো কেউ হয় না। পতিত-পাবন তো বাবাকে বলা হয়, নাকি নদীকে ? এই সব হলো ভক্তি মার্গ। বাবা এসেই এই কথা বোঝান। এখন তোমরা এইটা তো জানো- এক হলো লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন অলৌকিক পিতা আর শিব বাবা হলেন পারলৌকিক পিতা। তিন বাবা। শিববাবা, প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা ধর্ম স্থাপনা করেন। ব্রাহ্মণদের দেবতা বানোর জন্য রাজযোগ শেখান। আত্মারা পুনর্জন্ম ধারণ করে। আত্মাই বলে- আমি এক শরীর ছেড়ে আরেকটা ধারণ করি। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে আমি অর্থাৎ এই বাবাকে স্মরণ করলে তবে তোমরা পবিত্র হবে। কোনো দেহধারীকে স্মরণ করো না। এখন এটা হলো মৃত্যুলোকের শেষ। অমরলোকের স্থাপনা চলছে। তাছাড়া অনেক ধর্ম শেষ হয়ে যাবে। সত্যযুগে একটাই দেবতা ধর্ম ছিলো। তারপর ত্রেতাতে চন্দ্রবংশী রাম-সীতা। বাচ্চারা, তোমাদের সমগ্র চক্রকে স্মরণ করানো হয়। শান্তিধাম, সুখধামের স্থাপনা করেনই বাবা। মানুষ, মানুষের সন্নতি দিতে পারে না। তারা সকলে হলো ভক্তি মার্গের গুরু। ভক্তি মার্গে মানুষ অনেক রকমের চিত্র তৈরী করে পূজা করে গিয়ে বলে ডুবে যা, ডুবে যা। অনেক পূজা করে, খাদ্য- পানীয় দেয়, এখন খায় তো ব্রাহ্মণরা। একে বলা হয় পুতুলের পূজা। কতো অন্ধশ্রদ্ধা। এখন এদের কে বোঝাবে।

বাবা বলেন এখন তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমরা এখন বাবার থেকে রাজযোগ শিখছো। এই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। প্রজা তো অনেক হয়। কোটির মধ্যে কেউ রাজা হয়। সত্যযুগকে বলা হয় ফুলের বাগান। এখন হলো কাঁটার জঙ্গল। এখন রাবণ রাজ্য পরিবর্তিত হচ্ছে। এই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। এই নলেজ এখন শুধুমাত্র ব্রাহ্মণদের প্রাপ্ত হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণেরও এই জ্ঞান থাকে না এই জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। ভক্তি মার্গে কেউই বাবাকে জানে না। একমাত্র বাবা হলেন রচয়িতা। ব্রহ্মা - বিষ্ণু - শঙ্করও হলো রচনা। পরমাত্মা সর্বব্যাপী বলাতে সব বাবা হয়ে যায়। উত্তরাধিকারের অধিকার থাকে না। বাবা তো এসে সমস্ত বাচ্চাদের উত্তরাধিকার প্রদান করেন। সকলের সন্নতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। এইটাও বোঝানো হয়েছে, ৮৪ জন্ম তারাই গ্রহণ করে যারা প্রথমদিকে আসে। খ্রিস্টানদের জন্ম কতো হবে ? খুব বেশী হলে ৪০ জন্ম হবে। এই

হিসাব বের করা যায়। এক ভগবানকে খোঁজার জন্য কতো ধাক্কা খায়। এখন তোমরা আর ধাক্কা খাবে না। তোমাদের শুধুমাত্র এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। এ হলো স্মরণের যাত্রা। এ হলো পতিত-পাবন গড-ফাদারলী ইউনিভার্সিটি। তোমাদের আত্মা অধ্যয়ণ করে। সাধু-সন্ত তবুও বলে দেয় আত্মা হলো নির্লিপ্ত। আরে আত্মাকেই কর্ম অনুযায়ী অন্য জন্ম ধারণ করতে হয়। আত্মাই ভালো অথবা মন্দ কাজ করে। এই সময় তোমাদের কর্ম বিকর্ম হয়। সত্যযুগে কর্ম অকর্ম হয়। সেইখানে বিকর্ম হয় না। ওইটা হলো পূণ্য আত্মাদের দুনিয়া। এই সব বুঝতে পারা আর বোঝানোর মতো ব্যাপার। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি পুরুষার্থ অনুসারে কাঁটা থেকে ফুল হয়ে ওঠা বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) কাঁটা থেকে ফুল হয়ে ফুলের বাগান (সত্যযুগ) স্থাপন করার সেবা করতে হবে। কোনো খারাপ কাজ করতে নেই।

২) আধ্যাত্মিক (রুহানী) জ্ঞান- যা বাবার থেকে শুনেছো সেটাই সবাইকে শোনাতে হবে। আত্ম অভিমানী হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে। এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। কোনো দেহধারীকে নয়।

বরদান:- সর্বদা নিজের রয়্যাল কুলের স্মৃতির দ্বারা উচ্চ স্টেজে (স্থিতিতে) থাকা গুণমূর্তি ভব যারা রয়্যাল কুলের হয় তারা কখনো ধরনীর উপর, মাটির উপর পা রাখবে না। এখানে দেহ-অভিমান হলো মাটি, এর জন্য নীচে এসো না, এই মাটির থেকে সর্বদা দূরে থাকো। সর্বদা মনে রাখবে আমরা হলাম উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবার রয়্যাল ফ্যামিলির, উচ্চ স্থিতি সম্পন্ন আত্মা। তখন নীচে নজর থাকবে না। সর্বদা নিজেকে গুণমূর্তি দেখতে থাকো, উচ্চ স্থিতিতে স্থির থাকো। দুর্বলতাকে দেখলেই নির্মূল করতে থাকো। সেটাকে বার-বার চিন্তা করলে দুর্বলতা থেকে যাবে।

স্লোগান:- রয়্যাল হলো সে-ই যে নিজের প্রফুল্লিত আনন (হর্ষিত মুখ) দ্বারা পিউরিটির রয়্যালিটির অনুভব করাবে।

"শুভচিন্তক-মণি হয়ে বিশ্বকে চিন্তামুক্ত করো"

আজ রত্নাকর বাবা চারিদিকের নিজ বিশেষ শুভচিন্তক সব মণিকে দেখছেন। রত্নাকর বাবার মণিরা নিজেদের শুভচিন্তক কিরণ দ্বারা বিশ্বকে আলোকিত করছে। কারণ আজকের এই আর্টিফিশিয়াল চাকচিক্যপূর্ণ বিশ্বে সকল আত্মা চিন্তামণি। এইরকম অল্পকালের ঝলমলে চিন্তামণি আত্মাদের তোমরা সব শুভচিন্তক মণি নিজেদের শুভ-চিন্তনের শক্তি দ্বারা পরিবর্তন করছ। যেমন, সূর্যের কিরণ দূর-দূরান্তে অন্ধকার দূর করে, ঠিক তেমনই তোমরা, সব শুভচিন্তক মণির শুভ সঙ্কল্প রূপী চাকচিক্য বলো বা কিরণই বলো - বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। আজকাল অনেক আত্মা মনে করে, কোনও স্পিরিচুয়াল লাইট গুপ্তরূপে নিজের কার্য করছে। কিন্তু এই লাইট কোথা থেকে এই কার্য করছে, তা জানতে পারে না। তাদের এই টাচিং শুরু হয়ে গেছে - কেউ তো আছে! অবশেষে খুঁজতে খুঁজতে তারা এই স্থানে পৌঁছেই যাবে। সুতরাং, এই টাচিং তোমরা সব শুভচিন্তক মণির শ্রেষ্ঠ সঙ্কল্পের দ্যুতি। বাপদাদা সব বাচ্চার মস্তকে মণির ঔজ্জ্বল্য দেখেন, কারণ নম্বর অনুক্রমে তোমরা দ্যুতিমান। সবাই তোমরা শুভচিন্তক মণি কিন্তু উজ্জ্বলতায় নম্বরানুক্রমিক।

শুভচিন্তক হওয়া, তোমাদের জন্য এটাই মক্ষা সেবার সহজ উপায়, যা সব ব্রাহ্মণ আত্মা বা অ-জ্ঞান আত্মার প্রতি চলতে-ফিরতে করতে পারো। তোমাদের সকলের শুভচিন্তক হওয়ার ভাইব্রেশন বায়ুমন্ডলকে অথবা চিন্তামণি আত্মাদের বৃত্তিকে খুব সহজেই পরিবর্তন করতে পারবে। আজকের মনুষ্য-আত্মাদের জীবনে সর্বত্র, তা' সে ব্যক্তি দ্বারা হোক বা বৈভব দ্বারা মানুষের মধ্যে স্বার্থভাব থাকার কারণে, তাদের বৈভবের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী প্রাপ্তি হওয়ার কারণে, তাদের অল্প সময়ের জন্য শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির অনুভূতি হয়, কিন্তু অল্পকালের খুশি কিছু সময়ের পরে চিন্তায় পরিবর্তিত হয়ে যায় অর্থাৎ বৈভব বা ব্যক্তি চিন্তার অবসান ঘটতে পারে না, বরং চিন্তা উৎপন্ন করার নিমিত্ত হয়ে যায়। এইরকম কোনো না কোনও চিন্তাগ্রস্ত আত্মাদের শুভচিন্তক আত্মা খুব কমই নজরে আসে। শুভচিন্তক আত্মাদের অল্প সময়ের সম্পর্কও অনেক চিন্তা অবসানের আধার হয়ে যায়। সুতরাং বিশ্বের আজ শুভচিন্তক আত্মাদের প্রয়োজন, সেইজন্য তোমরা শুভচিন্তক মণিরা বা আত্মারা বিশ্বের অতি প্রিয়। যখন তারা তোমাদের সম্পর্কে আসে, তারা অনুভব করে এইরকম শুভচিন্তক দুনিয়ায় কোথাও দেখা যায় না।

সদা শুভচিন্তক হওয়ার বিশেষ আধার শুভ চিন্তন। সদা যার শুভ চিন্তন থাকে সে অবশ্যই শুভচিন্তক। যদি কখনো কখনো ব্যর্থ চিন্তন ও পরচিন্তন হয় তাহলে তোমরা সদা শুভ-চিন্তকও হতে পারো না। শুভচিন্তক আত্মারা অন্যদেরও ব্যর্থ চিন্তন, পর-চিন্তন সমাপ্ত করে দেয়। সুতরাং সকল শ্রেষ্ঠ সেবাদারী অর্থাৎ সদা শুভ-চিন্তক মণির শুভ-চিন্তনের শক্তিশালী ভান্ডার সদা পরিপূর্ণ হবে। পরিপূর্ণতার কারণেই

অন্যের প্রতি তোমরা শুভচিন্তক হয়ে উঠতে পারো। শুভচিন্তক অর্থাৎ সকল জ্ঞান-রঞ্জে পরিপূর্ণ। আর শুধুমাত্র এইরকম আত্মারাই জ্ঞানসম্পন্ন দাতা হয়ে অন্যদের প্রতি শুভচিন্তক হতে পারে। সুতরাং, চেক করো সারাদিনে অধিকাংশ সময় শুভচিন্তন থাকে নাকি পরচিন্তন থাকে? যারা শুভ চিন্তন করে তারা সদা নিজের সম্পন্নতার নেশায় থাকে, সেইজন্য শুভচিন্তক স্বরূপ দ্বারা অন্যদের প্রতি দিতেই থাকে এবং পরিপূর্ণ করতে থাকে। যারা পরচিন্তন আর ব্যর্থ চিন্তন করে, তারা সদা খালি হওয়ার কারণে নিজেকে দুর্বল অনুভব করবে, সেইজন্য শুভ-চিন্তক হয়ে অন্যকে দেওয়ার পাত্র হতে পারে না। বর্তমান সময়ে সকলের চিন্তা নিরসনের নিমিত্তকারী শুভচিন্তক মণিদের আবশ্যিক, যারা চিন্তার পরিবর্তে শুভ-চিন্তনের বিধির অনুভাবী তৈরি করতে পারে। যেখানে শুভচিন্তন হবে সেখানে চিন্তা আপনা থেকেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। সুতরাং সদা শুভচিন্তক হয়ে গুপ্ত সেবা করছ তো, না?

বিশ্ব সেবার এই যে অসীম প্ল্যান বানিয়েছ, এই প্ল্যানকে সহজে সফল বানানোর আধারও শুভ-চিন্তক স্থিতি। ভ্যারাইটি রকমের আত্মারা তোমাদের সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসবে। এইরকম আত্মাদের প্রতি শুভচিন্তক হওয়া অর্থাৎ সেই আত্মাদের মনোবলের পাখা দেওয়া, কারণ সকল আত্মা চিন্তার চিতায় থাকার জন্য নিজের মনোবল, উদ্যম, উৎসাহের পাখা দুর্বল করে ফেলেছে। তোমরা সব শুভচিন্তক আত্মাদের শুভ ভাবনা তাদের পাখায় শক্তি ভরবে আর তোমাদের শুভচিন্তক ভাবনার আধারে উড়তে শুরু করবে অর্থাৎ সহযোগী হবে। নয়তো, সেই আত্মারা নিরুৎসাহ হয়ে গেছে যে বেটার ওয়ার্ল্ড

(সুখময় সংসার) বানানোর শক্তি কি তাদের আছে? যে নিজেকেই তৈরি করতে অপারগ, বিশ্বকে কিছু কীভাবে বানাতে? তারা মনে করে বিশ্বকে পরিবর্তন করা খুব কঠিন, কারণ তারা বিভিন্ন সব সম্ভার বর্তমান রেজাল্ট দেখে নিচ্ছে, সেইজন্য কঠিন হবে বলে মনে করে। এইরকম ভুলোৎসাহিত আত্মাদের ও যারা চিন্তার চিতায় বসে আছে সেই আত্মাদের তোমাদের শুভচিন্তক-শক্তি ভুল হৃদয় থেকে প্রসন্নচিত্ত বানিয়ে দেবে। যেমন, ডুবন্ত মানুষের খড়কুটোর সামান্য সাহায্যও মনকে খুশি করে তোলে এবং তাকে সাহস দেয়, তোমাদের শুভচিন্তক স্থিতি তাদের সহায় অনুভব হবে, স্বলন্ত আত্মাদের শীতল জলের অনুভূতি হবে।

সকলের সহযোগ প্রাপ্ত করার আধারও শুভচিন্তক স্থিতি। যে সকলের প্রতি শুভচিন্তক, তাদের সকলের থেকে সহযোগ নিজে থেকেই প্রাপ্ত হয়েই যায়। শুভচিন্তক ভাবনা অন্যের মনে সহযোগের ভাবনা সহজ আর স্বতঃই উৎপন্ন করবে। শুভচিন্তক আত্মাদের প্রতি প্রত্যেকের হৃদয়ে স্নেহ উৎপন্ন হয় আর স্নেহই সহযোগী বানিয়ে দেয়। যেখানে স্নেহ থাকে, সেখানে সময়, সম্পত্তি, সহযোগ সদা সমর্পণ করার জন্য প্রস্তুত থাকে। সুতরাং শুভচিন্তক অন্যদের স্নেহী বানাতে আর স্নেহ সব রকমের সহযোগে তাদেরকে সমর্পিত বানাতে। সেইজন্য সদা শুভচিন্তন দ্বারা সম্পন্ন থাকো, শুভচিন্তক হয়ে সবাইকে স্নেহী, সহযোগী বানাও। শুভচিন্তক আত্মা সকলের থেকে সহজেই সন্তুষ্টতার সার্টিফিকেট নেওয়ার যোগ্য হয়। শুধুমাত্র শুভচিন্তকই সদা প্রসন্নতার পার্সোনালিটিতে থাকতে পারে, বিশ্বের সামনে তারা বিশেষ পার্সোনালিটির হয়ে উঠতে পারে। আজকাল যাদের পার্সোনালিটি আছে সেই সব আত্মা শুধু নামজাদা হয় অর্থাৎ তাদের নাম মহিমাম্বিত হয়, কিন্তু রূহানী পার্সোনালিটির তোমরা শুধুই নামজাদা অর্থাৎ গায়ন-যোগ্যই নও, বরং গায়ন-যোগ্য হওয়ার সাথে পূজন-যোগ্যও হও। যতই বড় ধর্মক্ষেত্রে, রাজ্যক্ষেত্রে, সায়েন্সের ক্ষেত্রে পার্সোনালিটির লোকে প্রসিদ্ধ হোক, কিন্তু রূহানী পার্সোনালিটির সাথে তোমাদের সমান ৬৩ জন্মের জন্য পূজন-যোগ্য হয়নি, সেইজন্য প্রয়োজন শুভচিন্তক হওয়ার এই বিশেষত্ব। সকলের যে খুশির, সহায়তার, সাহসের, উৎসাহ-উদ্দীপনার পাখা প্রাপ্তি হয়, সেই প্রাপ্তির প্রার্থনা এবং আশীর্বাদ কাউকে অধিকারী বাচ্চা বানিয়ে দেয় আর কেউ ভক্ত আত্মা হয়ে যায়, সেইজন্য তোমরা অনেক জন্মের জন্য পূজ্য আত্মা হয়ে যাও। শুভচিন্তক অর্থাৎ বহুকালের পূজ্য আত্মা, সেইজন্য এই বিশাল কার্য শুরু করার সাথে সাথে যেমন অন্য প্রোগ্রাম বানাও, সেইসঙ্গে স্ব প্রতি প্রোগ্রাম বানাও -

১) সদাসর্বদার জন্য সব আত্মার প্রতি, অন্য অনেক রকম ভাবনা পরিবর্তন করে এক শুভচিন্তক ভাবনা সদা বজায় রাখা।

২) সবাইকে নিজের সামনে এগিয়ে রাখতে ও অগ্রচালিত হতে নিরন্তর তোমাদের শ্রেষ্ঠ সহযোগ দিয়ে যাওয়া।

৩) বেটার ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিশ্ব বানানোর জন্য সবার প্রতি শ্রেষ্ঠ কামনা দ্বারা তোমাদের সহযোগী হওয়া।

৪) সদা ব্যর্থ চিন্তন, পর চিন্তন সমাপ্ত করে অর্থাৎ অতীত বিষয়তে বিন্দু লাগিয়ে, বিন্দু অর্থাৎ মগ্ন হয়ে সদা বিশ্বের সবাইকে তোমাদের নিজেদের শ্রেষ্ঠ ভাবনা, শ্রেষ্ঠ কামনা, স্নেহের ভাবনা, শক্তিশালী বানানোর ভাবনার কিরণে আলোকিত করে যাওয়া।

নিজের জন্য এই প্রোগ্রাম সমগ্র প্রোগ্রামের সফলতার ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশনকে সদা মজবুত রাখো, তবেই প্রত্যক্ষতার আওয়াজ তীর হবে। বুঝেছ? সবাই তোমরা কার্যের নিমিত্ত হয়েছ, তাই না! যখন তোমরা বিশ্বকে সহযোগী বানাচ্ছ, তাহলে তো এর জন্য তুমি প্রথমে নিমিত্ত হও। ছোট, বড়, অসুস্থ কিম্বা সুস্থ, মহারথী, অস্বারোহী - সবাই সহযোগী। পদাতিক বর্গের তো কেউই নেই! যেমনই হোক, সকলেরই আঙুল প্রয়োজন। প্রত্যেক ইঁটের মহত্ব আছে। কিছু ইঁট ফাউন্ডেশনের আর কিছু দেওয়ালের ইঁট, কিন্তু প্রত্যেক ইঁট মহত্বপূর্ণ তোমরা সবাই কি এটাই ভাবো যে প্রোগ্রাম তোমরা করছ নাকি ভাবো যারা প্রোগ্রাম প্রস্তুত করছে প্রোগ্রাম তাদের? আমাদের প্রোগ্রাম, এইরকমই তো বলো, তাই না! সেইজন্যই তো বাপদাদা বাচ্চাদের বিশাল উদ্যোগ, প্রোগ্রাম দেখে উৎফুল্ল হন। দেশ-বিদেশে বিশাল প্রকল্পের জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনা ভালোই আছে। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার মধ্যে বিশ্বের আত্মাদের জন্য দয়া আছে, সহানুভূতি আছে যে তাদের সকল ভাই-বোন বাবার প্রত্যক্ষতার আওয়াজ যেন শুনতে পায় - বাবা তাঁর আপন কার্য করছেন। হয় তারা কাছাকাছি আসবে, বা অধিকারী হবে, অথবা পূজ্য দেবতা হবে নাকি ৩৩ কোটি দেবী-দেবতার গায়ন-যোগ্য হবে! যাই-ই হোক, তারা যেন অবশ্যই আওয়াজ শুনতে পায়। এইরকম প্রবল আকাঙ্ক্ষা আছে, না? এখন তো ন'লাখই তোমরা প্রস্তুত করতে পারনি! তাহলে বুঝতে পারছ, এই প্রোগ্রাম নিজেদের? আপন ভাবই তোমাদের আপন প্রোগ্রামে আপন বিশ্ব

বানাবে। আচ্ছা।

আজ পাঁচ দিক থেকে পাট্টীরা এসেছে। লোকে ত্রিবেণীর কথা বলে, কিন্তু এটা পাঁচ বেনী হয়ে গেছে। পাঁচ দিকের নদী সাগরে পৌঁছে গেছে। সুতরাং নদী আর সাগরের মেলা শ্রেষ্ঠ মেলা। 'নূতন-পুরাতন' সবাই খুশিতে নাচ করছে। যখন কেউ আশাহীন থেকে আশাবাদী হয়ে ওঠে, তখন আরও খুশি হয়। অপ্রত্যাশিতভাবে পুরোনোদেরও চান্স দেওয়া হয়েছে, সেইজন্য আরও বেশি খুশি। তারা শুধু এই ভেবেই বসেছিল যে - জানিনা কখন মিলন হবে? এখন মিলন হবে, এই ভাবনা তো তোমাদের ছিলই না। 'কখন' যদি 'এখন'-এ পরিবর্তিত হয়, তাহলে খুশির অনুভব আরও অনুপম হয়। আচ্ছা। যারা বিদেশ থেকে আগত আজ বাবা তাদের বিশেষ স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন। বিশেষ সেবাধারী (জয়ন্তী বোন) এসেছে, তাই না! বিদেশ সেবার্থে তো সে প্রথম নিমিত্ত হয়েছে, না! বৃষ্কে দেখে বীজ স্মরণে আসে। এই বীজরূপ পরিবার বিদেশ সেবার জন্য নিমিত্ত হয়েছে। তাইতো প্রথমে নিমিত্ত পরিবারকে স্মরণ দিচ্ছেন।

বিদেশে নিমিত্ত হওয়া সকল সেবাধারী বাচ্চা সদা বাবাকে প্রত্যক্ষ করার প্রয়াসে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে দিনরাত লেগে আছে। তাদের কানে বারবার এই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে - বিদেশের তীর আওয়াজ দ্বারা ভারতে বাবাকে আমাদের প্রত্যক্ষ করাতে হবে। এই আওয়াজ সদা সেবার জন্য তোমাদের কদম সামনে এগিয়ে দিতে থাকে। বিশেষ সেবার জন্য উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণ, বাবার প্রতি তোমাদের হৃদয়ের ভালোবাসা, স্নেহ। প্রতি কদমে, প্রতি মুহূর্তে মুখে 'বাবা-বাবা' শব্দ থাকে। যখনই কেউ কার্ড অথবা গিফ্ট পাঠায়, তাতে হৃদয়ের (হার্টের) ছবি অবশ্যই বানায়। এর কারণ এটাই যে তাদের হৃদয়ে সদা দিলারাম আছেন। তারা হৃদয় দিয়েছে আর হৃদয় নিয়েছে। দেওয়া-নেওয়ায় তোমরা সজাগ, সেইজন্য যারা হৃদয়ের সওদা করে, হৃদয় দিয়ে স্মরণ করে, তারা প্রতীক-রূপে আপন হৃদয়ই পাঠায় আর এটাই হৃদয়ের স্মরণ এবং হৃদয়ের স্নেহ তোমরা দূরে থাকলেও তোমাদের মেজরিটিকে নৈকট্যের অনুভব করায়। সবচাইতে বিশেষ বিশেষত্ব বাপদাদা এটাই দেখেন যে ব্রহ্মা বাবার প্রতি তোমাদের অতি স্নেহ আছে। বাবা আর দাদার গভীর রহস্যকে খুব সহজে অনুভব করো। সাকার ব্রহ্মা বাবার থেকে পালনা নেওয়ার পাট তোমাদের না থাকলেও, তোমরা অব্যক্ত পালনার অনুভব ভালোভাবে করছ। বাবা আর দাদা উভয়ের সম্বন্ধ অনুভব করার এই বিশেষত্বের কারণে তোমরা সহজেই সফলতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং প্রত্যেক দেশ থেকে আগত সবাই যেন নিজের নিজের নাম প্রথমে ভাবে। প্রত্যেক বাচ্চা নিজের নামে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ স্বীকৃত হও। বুঝেছ?

প্ল্যান তো তোমরা তৈরি করছই, দেশ-বিদেশের রীতিতে কম-বেশি ফারাক তো হয়ই, কিন্তু প্রীতির কারণে রীতির প্রভেদও একইরকম বোধ হয়। বিদেশের প্ল্যান হোক বা ভারতের প্ল্যান, কিন্তু প্ল্যান তো একই। শুধু কার্যসিদ্ধির পন্থা কম-বেশি কোথাও পরিবর্তন করতেও হয়। দেশ আর বিদেশের সহযোগ এই বিশাল কার্যকে সদাই সফলতা প্রাপ্ত করাতে থাকবে। সফলতা তো সদা বাচ্চাদের সাথে আছেই। দেশের উৎসাহ-উদ্দীপনা আর বিদেশের উৎসাহ-উদ্দীপনা উভয়ে মিলে কার্যকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর সদাই এগিয়ে যেতে থাকবে। আচ্ছা।

ভারতের চারিদিকের সদা স্নেহী, সহযোগী বাচ্চাদের স্নেহ সহযোগের শুভ সঙ্কল্প, শুভ আওয়াজ বাপদাদার কাছে সদা পৌঁছাতে থাকে। দেশ বিদেশ একে অন্যের থেকে এগিয়ে আছে। সব স্থানের বিশেষত্ব তার নিজস্ব। ভারত বাবার অবতরণ ভূমি এবং ভারত প্রত্যক্ষতার আওয়াজ তীর করার নিমিত্ত ভূমি। আদি আর অন্তের পাট ভারতেই। বিদেশের সহযোগ ভারতে প্রত্যক্ষতা করাবে এবং ভারতের প্রত্যক্ষতার আওয়াজ বিদেশ পর্যন্ত পৌঁছাবে, সেইজন্য ভারতের বিশেষত্ব সদা শ্রেষ্ঠ। ভারতের তারা স্থাপনের আধার হয়েছে। স্থাপনের আধারমূর্ত ভারতের বাচ্চারা, সেইজন্য সবাই ভারতবাসী বাচ্চাদের ভাগ্যের মহিমাকীর্তন করে। স্মরণ আর সেবায় উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে সদা এগিয়ে যাচ্ছে আর এগিয়েই যাবে। সেইজন্য ভারতের সব বাচ্চারা নিজ নিজ নামে বাপদাদার স্মরণ-স্নেহের প্রাপ্তি স্বীকার করো। সুতরাং দেশ-বিদেশের অসীম জগতের বাবার অসীম সেবাধারী বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- সর্ব আত্মাকে শক্তির দান দিয়ে মাস্টার বীজরূপ ভব

অনেক ভক্ত আত্মারূপী পাতা যা শুকিয়ে গেছে, নিস্বেজ হয়ে গেছে, তাদের আবারও নিজের বীজরূপ স্থিতি দ্বারা শক্তির দান দাও। তাদের সর্বপ্রাপ্তি করানোর আধার তোমাদের "ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা" স্থিতি। যখন নিজে ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা হবে তখন অন্য আত্মাদের সব ইচ্ছা পূরণ করতে পারবে। ইচ্ছা মাত্রম্ অবিদ্যা অর্থাৎ সম্পূর্ণ শক্তিশালী বীজরূপ স্থিতি। সুতরাং মাস্টার বীজরূপ হয়ে ভক্তদের ডাক শোনো, প্রাপ্তি করাও

স্লোগান:- সদা সুপ্রিম আত্মার (রুহ) ছত্রছায়ায় থাকাই অলৌকিক জীবনের সেফটির সাধন ।